মীমাংসাতত্ত্ব।

প্রথম ভাগ।

শ্রীনবকুমার দেবশর্ম্মা নিয়োগী কর্ত্তৃক

প্রণীত।

ঢাকা—ভাওয়াল-বাস্থুন হইতে গ্রন্থকার

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ঢাকা—আরমাণিটোলা গিরিশযন্ত্রে

মুন্সী ওয়াহেদবক্স প্রিণ্টার

কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০৪ সাল।

মূল্য ১৲ একটাকা।

ভূমিকা।

মানবজগতে যে কোন বিবাদ হউক, তাহার একটা মীমাংসা হইয়া থাকে। কিন্তু হিন্দুর হিন্দুত্ব বা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে, উত্তরোত্তর বিসংবাদ বাড়িতেছে ভিন্ন, মীমাংসা হইতেছে না। বিশেষতঃ কোন্ কোন হিন্দুসন্তান পাশ্চাত্যশিক্ষাবশে, হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে উপর্য্যুপরি লেখনী চরিতার্থ করিতে ছাড়িতেছেন না। যে যাহা লিখিতেছেন বা বলিতেছেন, হিন্দুধর্ম্ম গা পাঁতিয়া তাহা সহিয়া লইতেছেন। কেননা ধর্ম্মের কোন জীবন্তমূর্ত্তি নাই। তাহার প্রতিরূপ, সাধক ও উপাসকেই প্রতিফলিত ও পর্য্যবসিত। অনধিকারীর অথবা অধিকারীরও সাধনাভিন্ন সিদ্ধি হয়না। অনায়ত্ত বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলেই, বিবাদের ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া পড়ে, যাহাহউক যে ধর্ম্মাধর্ম্ম মাত্রই শেষ সহচর হইবে, ধর্ম্মসেবীর পক্ষে, সেই ধর্ম্মের তত্ত্ব মীমাংসার যত্ন অন্ততঃ আলোচনা করা, বোধহয় অসাধু চেষ্টা বলিয়া পরিগণিত হইবে না। তবে জানি না সেই পরম কারুণিক ভগবানের কৃপায়; আমি এই অতি মহতি কার্য্যে, কিরূপ কৃতকার্য্য হইব।

শ্রীঅবকুমারদেবশর্ম্মা
নিয়োগী।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের হিন্দু ধর্ম্মে কয়েকটী তর্ক উপস্থিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার—

১ম। কোন কোন বৈদিক পণ্ডিত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কোন কোন সভ্য বাবু বেদের সমালোচনায় বলিয়াছেন, দৃশ্যমান প্রণালীর শিবপূজা আধুনিক পুরাণ ও তন্ত্র হইতে হইয়াছে। বৈদিক কালে এ পদ্ধতি ছিলনা, শিব উপাস্য দেবতা বলিয়া বেদে লিখিত নাই। এমন কি বৈদিক কালে ইহা কোন ব্যক্তির মনেও উদিত হয় নাই। যদি হইত, তাহা হইলে কোন না কোন ঋকের আভাষেও থাকিত। ইত্যাদি ইত্যাদি।

২য়। কৃষ্ণচরিত নামে যে ১খানি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, তাহার ২৫০। ২৫১ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার কহিয়াছেন,মহাভারতের পরে শিব-পূজা-পদ্ধতি প্রবল হওয়াতে, শৈবেরা মহাভারতের দোহাই দিয়া আপনাদের দেবতাকে বড় করিবার উদ্দেশ্যে তাহার নানাস্থানে শিব-মাহাত্ম্য প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩য়। বৈষ্ণবদিগের কোন কোন গ্রন্থে ব্রহ্মা শিবকে বিষ্ণুর ভক্ত বৈষ্ণব বলিয়া, আবার কোন কোন গ্রন্থে বিষ্ণু ব্রহ্মাকে শিবের ভক্ত শৈব বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

৪র্থ। কোন কোন সমালোচনায় বাহির হইয়াছে যে, সাকার উপাসনা ও প্রতিমা পূজার কাহিনী বেদে লিখিত নাই।

৫ম। বেদে জাতিভেদ নাই সমস্ত মনুষ্য একজাতি।

এই তত্ত্বের মীমাংসা ও আলোচনা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। উহা ৫টী অধ্যায়ে পৃথক্ পৃথক্ রূপে লিখিত হইবে।

সূচীপত্র।
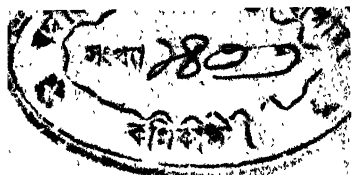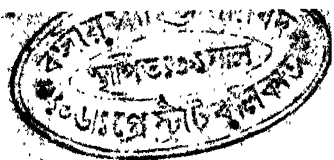
মীমাংসাতত্ত্ব।

গ্রন্থারম্ভ।

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

আমাদের হিন্দুগণের মধ্যে ঈশ্বর-মত সম্বন্ধে যেরূপ গোলযোগ, এইরূপ গোলযোগ অন্য কোনও জাতীয় ধর্ম্মে নাই। আমাদিগের ধর্ম্মপুস্তক রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণ, ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত। যত কিছু গোল, এই সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ হইতেই বাহির হইয়াছে। তাহার পর পঞ্চব্রহ্ম, ত্রিদেব ঈশ্বর, ইহার অভ্যন্তরেও বিষম গোল। কোন কোন গ্রন্থে বিষ্ণুই ব্রহ্ম, ব্রহ্মাশিব তাঁহার চরণ পাওয়ার জন্য অনন্তকাল স্তুতি তপস্যা করিতেছেন। কোন কোন গ্রন্থে শিব পরব্রহ্ম, ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবের ভক্ত। তাঁহারা শিবের তপস্যা করিয়া পরমপদ লাভ করিয়াছেন। স্বধর্ম্মে এইরূপ নানা গোলযোগ থাকাতে, হিন্দুসন্তানগণ অনেকেই তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যান্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছেন। বলা বাহুল্য যে, ঐ গোলযোগই হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বনাশের মূল। ইহাতে আর একটী বিষম সঙ্কট এই যে, শিব যদি ব্রহ্মাবিষ্ণুর ঈশ্বর হন, তবে, শিবকে বিষ্ণুর ভক্ত বৈষ্ণব বলিয়া জ্ঞান, উক্তি, কিংবা ধারণা করা যেরূপ মহাপাতক, বিষ্ণু যদি শিবের ঈশ্বর, তাহা হইলে তাঁহাকে শিবের ভক্ত শৈব বলিয়া জ্ঞান, উক্তি অথবা ধারণা করাও সেই-

রূপ মহাপাতক। সুতরাং কে ঈশ্বর, কে ভক্ত, ইহার মীমাংসা করা হিন্দুদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

পুরাণ, উপপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদির কোনও বচন প্রমাণ্ দ্বারা এই তর্কের মীমাংসা করা সঙ্গত হইবে না। কেন না, হিন্দুধর্ম্ম এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে বাহির হয় নাই; উহা বাহির হইয়াছে বেদ হইতে। সুতরাং বেদোক্ত ধর্ম্মই হিন্দুদিগের ধর্ম্ম। ইহার প্রথম প্রমাণ, বেদের বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণদিগের বিভাগ; দ্বিতীয় প্রমাণ, হিন্দুমাত্রেরই জাতকর্ম্ম, অন্নারম্ভ, চূড়া, সন্ধ্যোপাসনা, বিবাহ, এবং শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সমস্ত কর্ম্ম বেদোক্ত বিধি ব্যবস্থা ও মন্ত্রাদি দ্বারা হইয়াছে, এবং হইতেছে। এতদ্দেশে অথর্ব্ব বেদের ব্রাহ্মণ নাই; ব্রাহ্মণ আছে ঋক্, যজুঃ, সাম; এই তিন বেদের। ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্বারা, সামবেদীয় ব্রাহ্মণের কর্ম্ম সামবেদোক্ত মন্ত্র ও বিধিব্যবস্থা দ্বারা এবং যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বৈদ্য এবং কায়স্থপ্রভৃতির কর্ম্ম যজুর্ব্বেদোক্ত বিধিব্যবস্থা ও মন্ত্রাদি দ্বারা হইয়াছে, এবং হইতেছে। সুতরাং বেদ যে হিন্দুধর্ম্মের মূল এবং বেদোক্ত ধর্ম্মই যে হিন্দুদিগের আচরিত ধর্ম্ম, তাহা সমস্ত হিন্দুর স্বীকৃত। অতএব তিন বেদ অথবা চারি বেদের ব্যবস্থা বা প্রমাণ দ্বারা কে ঈশ্বর, কে ভক্ত, এই তর্কের মীমাংসা হওয়াই সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু প্রথমোক্ত বিষয়ের মীমাংসার পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তর্কিত বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য; তাই প্রথমোক্ত তর্কের মীমাংসাই আমাকে প্রথমে করিতে হইয়াছে।

এস্থলে আর একটী কথা বলা উচিত। পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত বাবুগণ যে ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ২১ শ সূক্তের শিশ্ন

শব্দের ব্যাখ্যানুযায়ী শিব-পূজকদিগকে লিঙ্গোপাসক বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্তে দলীল করিয়াছিলেন, বেদাধ্যাপক মহাত্মা সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় 'বৈদিক সমালোচনায়' সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম বিচারে সেই দলীল অগ্রাহ্যপূর্ব্বক যেরূপ বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে ন্যায়ানুমোদিত ও সুসঙ্গত হইয়াছে। তিন বেদ কি চারি বেদ, কোন্ বেদ প্রথম, বেদ কাহার কৃত এবং বেদ নিত্য কি সাময়িক গ্রন্থ, এই সমুদয় তর্কের মীমাংসাও তিনি অতি উত্তমরূপে করিয়াছেন। যদি কাহারও প্রয়োজন হয়, তবে তাঁহার সেই বৈদিক সমালোচনা পাঠ করিলেই দেখিতে পাইবেন। যাহা হউক, শিবপূজা আধুনিক পুরাণ ও তন্ত্র হইতে হইয়াছে, উহা বৈদিক কালে ছিল না এবং শিব উপাস্য-দেবতা বলিয়া বৈদিক কালে কাহারও মনে উদিত হয় নাই, ইত্যাদি তর্কের মীমাংসা করিতে প্রথমে বৈদিক কাল আর অবৈদিক কাল কোন্ সময়কে স্থির করিয়াছেন, তাহাই অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বৈদিক কাল পরিসমাপ্তির শেষ সীমা না পাইলে, অবৈদিক কাল কিছুতেই স্থির করা যাইতে পারে না।

যদি বেদ অধ্যয়নের কালকে বৈদিক কাল কহিতে হয়, তবে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের মাত্র বেদ অধ্যয়নে অধিকার ছিল, বর্ত্তমান সময়ে ত কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ম্লেচ্ছ, সমস্ত জাতীয় লোকেরই সে অধিকার জন্মিয়াছে। যদি বেদোক্ত ক্রিয়াকর্ম্ম দ্বারা বৈদিক কাল স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দুর জাতকর্ম্ম, চূড়া, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত সংস্কার এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, শ্রাদ্ধাদি পূর্ব্বেও বেদোক্ত বিধি ব্যবস্থা ও বেদোক্ত মন্ত্রাদি দ্বারা সম্পন্ন হইত, এইক্ষণও সেইরূপই হইতেছে। পূর্ব্বেও চারি বেদের প্রভেদক্রমে চারি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, এখনও তাহাই

রহিয়াছে"। পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণেরা বেদের প্রভেদানুসারে বেদোক্ত সন্ধ্যোপাসনাদি করিতেন, বর্ত্তমান কালেও কিয়ৎপরিমাণে ত্রিসন্ধ্যান্বিত যে ব্রাহ্মণ আছেন—যাঁহারা হিন্দু-বাবু নামে পরিচিত, তাঁহারাও বেদের প্রভেদানুসারেই ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন। সুতরাং এই হিসাবেও বৈদিক কালের শেষসীমা এবং অবৈদিক কাল পাইতেছি না।

পুরাণ ও তন্ত্রের প্রচার হইতে যে অবৈদিক কাল ধরিতে হইবে, তাহাতেও নিতান্ত গোল দেখিতেছি। পুরাণ পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। তবে পূর্ব্বে গ্রন্থাকারে ছিল না, এইক্ষণ তাহা হইয়াছে। পুরাণ ও তন্ত্রের কোন মন্ত্র যে বেদ-বিরুদ্ধ, ইহা জানিবার উপায় নাই। আমি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, বেদের অধিকাংশের অভাব হইয়াছে। সামবেদের সহস্র শাখার মধ্যে মাত্র সাতটী শাখা আছে, তাহাও অসম্পূর্ণ। ঋক্, যজুঃ এবং অথর্ব্ব বেদেরও অনেকাংশের অভাব। এই অবস্থায় সমগ্রবেদ না থাকিলে, না পাইলে এবং না মিলাইলে, কি সিদ্ধান্তে বলিতে পারা যায় যে, পুরাণ ও তন্ত্রের মন্ত্রগুলি বেদবিরুদ্ধ? যদি তাহা না হইতে পারে, তাহা হইলে পুরাণ ও তন্ত্রের ব্যবহার হইতে যে অবৈদিক কাল উপস্থিত হইয়াছে, এমন অসঙ্গত, অযৌক্তিক কথাও বলা সঙ্গত নয়। শিব উপাস্য দেবতা বলিয়া বেদে নাই, এই কথা সামবেদের কৌথুমী শাখার কএকটি অধ্যায় দেখিয়া বলা হইয়াছে, কি সমগ্র বেদ খানি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া বলা হইয়াছে; কোন সমালোচনায় সে কথার পরিষ্কার উল্লেখ নাই। কোন জাতির ধর্ম্মের উপরে কোন কথা কহিতে হইলে, সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া এবং জানিয়া বলা উচিত নয় কি? নচেৎ কেহ যদি আঠারপর্ব্ব মহাভারত না দেখিয়াও

বলে যে, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের নাম নাই; মহাভারতের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন না; তিনি চৈতন্যের সময় হইতে হইয়াছেন, তাহা হইলে সেই কথাও যেমন, শিবের অর্চ্চনা পূর্ব্বে বা বৈদিক কালে ছিল না—বেদে নাই, এই কথাও ঠিক সেইরূপ।

শিবের উপাসনা বৈদিক কালে ছিল না, উহা বেদে নাই, এই কথা কহিলেই কথাটার কিনারা হইল কি? শৈবধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহুলোকে অন্যান্য ধর্ম্ম অবলম্বন করাতে বর্ত্তমান সময়ে শিবোপাসনার প্রথা ও শিবোপাসকের সংখ্যা অতি বিরল হইলেও, তৎসম্বন্ধে যে সকল দৃশ্যমান প্রমাণ অদ্যাপি পৃথিবীতে বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহা সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগের। পৃথিবীতে ঐ যুগত্রয়ের অনন্ত কোটি শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত আছে। তন্মধ্যে যে বিখ্যাত জ্যোতির্লিঙ্গ সোমেশ্বর (পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত বাবুগণ বেদে সোমনামা যে দেবতার নাম দেখিয়াছেন, এবং যাঁহাকে তাঁহারা বেদের অন্যতম দেবতা বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারই ঈশ্বর) মহাতীর্থরূপে বিদ্যমান আছেন, সেইটী কোন্ অবৈদিক কালের? বেদের প্রণব ওঙ্কার; সেই ওঙ্কারনাথ নামে জ্যোতির্লিঙ্গ কোন্ অবৈদিক কালের? শিবের উপাসনা যদি বেদে নাই,—সুতরাং বৈদিক কালে ছিল না,—তাহা হইলে বেদের মূল যে প্রণব, সেই প্রণবের ঈশ্বররূপে—বেদের বাবার বাবা রূপে, ওঙ্কারেশ্বর নামে যিনি মহাতীর্থরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, কি সিদ্ধান্তে বলিব যে তিনি অবৈদিক কালের? কেদার পর্ব্বতে নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়ের তপোবনে কেদারনাথ নামে যে জ্যোতির্লিঙ্গ শিব ঐ ঋষিদিগের প্রতিমূর্ত্তি সহ বিদ্যমান রহিয়াছেন, কি সিদ্ধান্তের নির্ভরে বলা যাইবে উহা অবৈদিক কালের? তাহার পর, হিমালয়ে ও ঝাড়খণ্ডে রাবণেশ্বর,

চন্দ্রশেখরে চন্দ্রনাথ, শম্ভুনাথ, বিরূপাক্ষ ; হিমালয়ে ব্যাধেশ্বর, বিল্বেশ্বর, ভীমেশ্বর, পরেশনাথ, আদিনাথ ; অনাদিনাথ, সেতুবন্ধে রামেশ্বর, বৃন্দাবনে গোপেশ্বর, দ্বারকায় শঙ্কুকর্ণেশ্বর, বশিষ্ঠাশ্রমে গোলোকেশ্বর ; কাশীতে বিশ্বেশ্বর, কেদারেশ্বর, তিলভাণ্ডেশ্বর, শূলটঙ্কেশ্বর, দণ্ডীকেশ্বর, চক্রেশ্বর, কালভৈরব প্রভৃতি এবং কুশাবর্ত্তে ত্র্যম্বকনাথ ও কপালেশ্বর, ব্যাসকাশীতে ব্যাসেশ্বর নামে যে সমস্ত সুবিখ্যাত জ্যোতির্লিঙ্গ শিব বর্ত্তমান আছেন, কি সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়া—কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, বলা যাইতে পারে যে, তাহা অবৈদিক কালের ? এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব যুগত্রয়ের অসংখ্য শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে পৃথিবীর দশহাজার কোটি তীর্থে, রাজাদিগের, বড়লোকদিগের এবং ভদ্রলোকদিগের গৃহে,—মঠে,—মন্দিরে। জগতের এই অনন্তকোটি শিবলিঙ্গ গুলিকে কি সিদ্ধান্তে বলিতে হইবে কোন অবৈদিক কালের।

গঙ্গাতীরে শব পারের পদ্ধতি আর কোথাও নাই। কাশীর পূর্ব্ব পারের শব সমস্তই কাশীতে পার করিয়া আনিয়া, সূর্য্যবংশীয় দশরথ রাজার অতি পূর্ব্বপুরুষ রাজা হরিশ্চন্দ্রের শবদাহের ঘাটে সৎকার করিয়া থাকে। সেই স্থানে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পূর্ব্ব হইতে পুরুষানুক্রমে এক ডোম শব পারের খেয়া দিত। রাজা হরিশ্চন্দ্র, তাহারই নিকটে আত্মবিক্রীত হইয়া ডোমের ক্রীতদাসরূপে মৃতদেহ পার করিতেন। তদবধি ঐ ঘাট রাজা হরিশ্চন্দ্রের নামেই বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। রাজা হরিশ্চন্দ্র সত্যযুগের লোক। ঐ ঘাট তাঁহারও জন্মের বহুপূর্ব্বের। এই অবস্থায় কি সিদ্ধান্তে বলিতে হইবে যে, কাশী অবৈদিক কালের ? বস্তুতঃ, হিন্দুর ধর্ম্মবিষয়ে ঐরূপ সমালোচনা কিরূপে সুসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহাই চিন্তার বিষয়।

দৃশ্যমান প্রণালীর শিবপূজা আধুনিক বলিয়া জবানবন্দী দিলেই কি পৃথিবীর সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের অনন্ত কোটি শিব উড়িয়া গেলেন? না—নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরা ঐ জবানবন্দী গ্রাহ্য করিলেন? প্রকৃতপক্ষে যে কথা, অপ্রামাণিক, যাহার কিনারা হয় না, এমন কথা বলিয়া দরকার কি, এবং হিন্দুদিগের ভক্তিবিশ্বাসের উপর ঘোরতর সন্দেহ উদ্ভাসিত করিয়া দিবারই বা কারণ কি?

মহাভারতের তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে তীর্থের সংখ্যা দশ হাজার কোটি। ইহার অধিকাংশই শৈবতীর্থ—অধিকাংশ তীর্থই শিবমাহাত্ম্য। এই দশ হাজার কোটি তীর্থে অনন্তকোটি শিবলিঙ্গ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের। বর্ত্তমান কলিযুগের শিবলিঙ্গ কিয়ৎপরিমাণেও আছে কি না, সন্দেহ। কেন না, এই কালে হিন্দুসন্তানগণ অনেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় বাবু ও সাহেব বনিয়া গিয়াছেন এবং বহুপরিমাণে হিন্দুরা শৈবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শৈব এবং শাক্ত ধর্ম্ম হইতে যাহারা ছদ্মবেশী হিন্দু, তাহাদের মন আর শৈব ধর্ম্মে নাই। সুতরাং পৃথিবীর দৃশ্যমান অনন্তকোটি শিব যে, সত্য, ত্রেতা, এবং দ্বাপর যুগের অনন্ত কোটি হিন্দু ভদ্রলোক এবং বড় লোকের সংস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত, ইহার আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় কি হিসাবে বলিতে হইবে যে, ঐ অনন্ত কোটি শিব আধুনিক অবৈদিক কালের? অল্পদিন হইল, অবৈদিক কালের আরম্ভ হইয়াছে। কারণ, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণেই বেদ অধ্যয়ন করিত বটে, কিন্তু বেদের গুরুগিরীর অধিকার ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোনও বর্ণের ছিল না; এই তিন বর্ণভিন্ন অন্য কোনও বর্ণের লোকে বেদের মর্ম্ম কিছুই জানিতে পারিত না। এমন কি, অন্য কোন জাতির সাক্ষা-

তেও বেদ অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল না। এইক্ষণকার অবস্থা কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত।

স্মৃতি ~~বেদ~~ ও মনুর নিষেধের
প্রমাণ।

"স্ত্রী শূদ্র দ্বিজ বন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।" ১

"নাধ্যেতব্যং ন চান্যেন ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং বিনা
শ্রোতব্যমিহ শূদ্রেণ না ধ্যেতব্যং কদাচন॥" ২

"অনুপনীতস্য শূদ্রসমত্বেন শ্রাদ্ধাতিরিক্ত বেদ
মন্ত্র নিষেধমাহ মনুঃ। নাভিব্যাহরয়েৎ ব্রহ্ম
স্বধানি নয়নাদৃতে। শূদ্রেণহি সমস্তাবদযাব-
দ্বেদেন জায়তে॥" ৩

অস্পষ্টভাবে বেদ অধ্যয়ন করিবে না, শূদ্র ও জনতা সমীপে বেদ পড়িবে না এবং রাত্রির শেষ প্রহরে উঠিয়া বেদ পাঠে পরিশ্রান্ত হইলে, পুনর্ব্বার আর শয়ন করিবে না। মনু ৯৯। ৪র্থ অধ্যায়। ৪

ব্রাহ্মণাদি তিন জাতি ব্যতিরেকে বেদ অধ্যয়ন বা শ্রবণে যে অন্য কোনও জাতির অধিকার নাই, এ বিষয়ে এতদ্ভিন্ন আরও অসংখ্য প্রমাণ রহিয়াছে। তাহাতে কি আশ্চর্য্য বিচার, বর্ত্তমান সময়ে সেই বেদের গুরুগিরীর অধিকার হইয়াছে ম্লেচ্ছ জাতির! ইহাতেও ধরিল না; পুরাণ ও তন্ত্র হইতে হইয়াছে অবৈদিক কাল! সাম বেদের সহস্র শাখা, যজুর্ব্বেদের সমস্ত শাখা এবং ঋগ্বেদ অথর্ব্ববেদ সম্পূর্ণ বাহির করিয়া, পুরাণ ও তন্ত্রের

মন্ত্রগুলি অথবা কোন্ কোন্ মন্ত্র বেদ-বিরুদ্ধ তাহা পরীক্ষা করিয়া, যদি পুরাণ ও তন্ত্র হইতে অবৈদিক কাল ধরা হইত, তাহা হইলে কথাটার একটুকু কিম্মত থাকিত। বস্তুতঃ, যে সময় হইতে বেদের উপর ম্লেচ্ছ জাতির গুরুগিরীর অধিকার হইয়াছে, এবং যে সময় হইতে নব্য বাবুরা সন্ধ্যোপাসনাদি পরিত্যাগ করিয়াছেন, ন্যায়ের বিচারে সেই সময় হইতেই হিন্দুমতে অবৈদিক কাল আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং তদবধি বর্ত্তমান সময়কে ঘোরতর অবৈদিক কালে ধরিয়াছে। এই অবৈদিক কাল মধ্যে ঐ অনন্তকোটী শিবের দুই একটীও যে সংস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। কাজেই বলিতে হইবে যে, পূর্ব্বকালের হিন্দু-ভদ্রলোকের, বড় লোকের ও রাজাদিগের বাড়ীতে, মঠে, মন্দিরে এবং পৃথিবীর সমস্ত তীর্থে যে অনন্ত কোটী শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত, প্রতিষ্ঠিত ও স্বয়ং উত্থিত হইয়া রহিয়াছে, উহা ঐ সাময়িক বেদের অতি পূর্ব্বের অথবা সম্পূর্ণ বৈদিক কালের। এই গুরুতর প্রমাণের বিরুদ্ধে সমালোচকগণের আপত্তি বা জবানবন্দী, হিন্দুদিগের নিকটে গ্রহণযোগ্য হইতেছে না। তথাপি শিবের লিঙ্গমূর্ত্তি স্বয়ং উত্থিত, স্থাপিত, নিত্যগঠিত ও অর্চ্চিত হওয়া সম্বন্ধে যজুর্ব্বেদোক্ত প্রমাণ——

> "—শিবলিঙ্গ প্রাদুর্ভাবো ব্রহ্মাবিষ্ণুরহমিকায়াং
> ভূতস্থ লিঙ্গং চুরমচরঞ্চ যো মৃদাদিভি লিঙ্গং
> গঠিত্বা যজতে স সত্যকামো ভবতি নান্যতঃ
> কিমপ্যর্থতে কামাশ্চ মোক্ষি ভবতি স্থূললিঙ্গেতু
> নাম ভেদঃ স চ হরো মহেশ্বরঃ শূলপাণি
> পিণাকধৃক্ পশুপতি শিবো মহাদেবঃ।"

কাশীতে স্বয়ং উত্থিত অনেক শিব আছেন। যাহা হউক প্রচলিত নিয়মের শিবপূজা যে বেদে নাই, বৈদিক কালে ছিল না, এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। যজুর্ব্বেদের ঐ মন্ত্রদ্বারা দৃশ্যমান প্রণালীর শিব স্বয়ং উত্থিত, স্থাপিত, নিত্যগঠিত ও অর্চ্চিত হওয়ার প্রমাণ দেখাইলাম। পৃথিবীতে বৈদিক কালের অথবা তাঁহারও পূর্ব্বের যে সকল শিব আছেন, তাহার মধ্যে কয়েকটীর নাম কীর্ত্তন করিয়াও দেখাইয়াছি। শিব উপাস্য দেবতা বলিয়া যে বেদে নাই, সমালোচকগণের এই উক্তি, যদিও উপরের লিখিত প্রমাণ দ্বারাই অন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তথাপি তৎসম্বন্ধে বেদে যে অতিরিক্ত প্রমাণ রহিয়াছে, এইক্ষণ তাহার কয়েকটী দেখাইতেছি।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের মধ্যে অথবা ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইতে তাঁহারা কোন্ উপাসনা করিতেন, এই কথার তত্ত্ব জানিতে হইলে বেদোক্ত যজ্ঞোপবীত ধারণের পর তাঁহারা যে ত্রিবেদোক্ত ত্রৈকালীন সন্ধ্যোপাসনা করিতেন, তাহাই জানা যায়। প্রমাণ——

মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে।

বঙ্গানুবাদ।

"ঋষিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া সন্ধ্যা করেন বলিয়া দীর্ঘায়ুঃ, প্রজ্ঞা, যশঃ, কীর্ত্তি এবং ব্রহ্মতেজ লাভ করেন। ৯৪।"

সেই ত্রিবেদোক্ত ত্রৈকালীন সন্ধ্যোপাসনাতে শিব উপাস্য দেবতারূপে আছেন কি না, শিবের উপাসনা হইত কি না, প্রমাণ জন্য ত্রিবেদীয় সন্ধ্যার কয়েকটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিলাম।

প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে

ত্রিদেবের ধ্যান।

"নাভিদেশে ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ।"

"ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরোম্। ওঁ রক্তবর্ণং চতুর্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসাসনসমারূঢ়ং ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ।"

তৎপরে—

"হৃদি কেশবং ধ্যায়েৎ।"

"ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরোম্। ওঁ নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং গরুড়াসনসমারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়েৎ।"

তৎপরে—

"ললাটে শম্ভুং ধ্যায়েৎ।"

"ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরোম্। ওঁ শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরমর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভস্থং শম্ভুং ধ্যায়েৎ।"

এই যে ত্রিবেদোক্ত ত্রিদেবের ধ্যান, ইহা ত্রৈকালীন সন্ধ্যাতেই পঠিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যাতেই প্রাতে ঐরূপে ত্রিদেবের ধ্যান, মধ্যাহ্নে ঐরূপে ত্রিদের ধ্যান এবং সায়াহ্নেও ঐরূপে ত্রিদেবের ধ্যান হইয়াছে; বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা ত্রিসন্ধ্যান্বিত ব্রাহ্মণ, তাঁহারা তিন বেলাই ঐরূপে ধ্যান করিতেছেন। এই ত্রিদেবের ধ্যানের মন্ত্র ও নিয়ম ত্রিবেদেই একরূপ, কিছুই প্রভেদ নাই।

উপাস্যকের স্বদেহে নাভিতে ব্রহ্মার, হৃদয়ে বিষ্ণুর এবং ললাটে শিবের ধ্যান করিবে; অর্থাৎ ঐ তিন স্থানে ঐ তিন দেবতা আছেন, এইরূপ জ্ঞান করিয়া প্রত্যেক সন্ধ্যায় ঐ তিনটি ধ্যান পাঠ করিতে হয়; ইহাই ত্রিবেদের ব্যবস্থা। তদনুসারে সৃষ্টি হইতে ব্রাহ্মণেরা ত্রৈকালীন সন্ধ্যায় ত্রিদেবের উপাসনা করিয়া আসিতেছেন। ত্রিবেদে ত্রিমূর্ত্তিতে ত্রিদেব উপাস্যরূপেই আছেন; ত্রিদেবের ত্রিশক্তিও ত্রিবেদে উপাস্যরূপেই রহিয়াছেন। কিন্তু ত্রিদেবের ধ্যান প্রত্যেক সন্ধ্যাতেই করিতে হয়; অর্থাৎ প্রাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের ধ্যান, মধ্যাহ্নে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের ধ্যান এবং সায়ংকালেও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের ধ্যান করিবার রীতি। ত্রিশক্তির ধ্যানের নিয়ম সেরূপ নহে। প্রাতে ব্রহ্মার শক্তির, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুর শক্তির, আর সায়ংকালে শিবের শক্তির ধ্যান করিতে হয়। যথা,—

প্রাতর্ধ্যানং।

ওঁ প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা
রক্তবর্ণা দ্বিভুজা অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধরা
হংসাসনমারূঢ়া ব্রহ্মাণী ব্রহ্মদৈবত্যা
কুমারী ঋগ্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া। ১৯

মধ্যাহ্নধ্যানং।

ওঁ মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা কৃষ্ণ-
বর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তা
যুবতী গরুড়ারূঢ়া বৈষ্ণবী বিষ্ণুদৈবত্যা
যজুর্ব্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া। ২০

সায়াহ্নধ্যানং।

ওঁ সায়াহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা শুক্লবর্ণা দ্বিভুজা ত্রিশূলডমরুকরা বৃষভাসনমারূঢ়া বৃদ্ধা রুদ্রাণী রুদ্রদৈবত্যা সামবেদোদাহৃতা ধ্যেয়া। ২১

রুদ্র যে শিবের নামান্তর, তাহা এই মন্ত্র হইতে প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যেমন শম্ভু, পশুপতি, মহেশ্বর, মহাদেব, শিবের নামান্তর, রুদ্রও সেইরূপ। পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত কোন কোন বাবু যে রুদ্রের অর্থ বজ্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন, ইহা প্রকৃত হইলে এই সায়াহ্নের ধ্যানে রুদ্রাণী হইত না। ত্রিসন্ধ্যায় ত্রিদেবের ধ্যানের মধ্যে শিবের নামান্তর 'শম্ভুং ধ্যায়েৎ' বলিয়া আছে। প্রাতে ব্রহ্মার শক্তির ধ্যানে ব্রহ্মাণী, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুর শক্তির ধ্যানে বৈষ্ণবী, সায়াহ্নে শিবের শক্তির ধ্যানে রুদ্রাণী লিখিত আছে। সুতরাং রুদ্র যে শিবের নামান্তর, ইহা শিব-শক্তির এই ধ্যানের মন্ত্রেই প্রমাণিত হইল। এতদ্ভিন্ন বেদের অন্যান্য বহুবিধ মন্ত্রেও ইহার বহুপ্রকার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

বাবুরা বলিয়া থাকেন যে শিব অনার্য্য দেবতা। এ দিকে কিন্তু পাওয়া যাইতেছে প্রাতর্ধ্যানের মন্ত্রে কুমারী, মধ্যাহ্নের ধ্যানের মন্ত্রে যুবতী এবং সায়ংকালের ধ্যানের মন্ত্রে বৃদ্ধা রুদ্রাণী। শিব-শক্তি যদি বেদোক্ত ধ্যানের মন্ত্রে বৃদ্ধা বলিয়া কথিতা হইলেন, তাহা হইলে শিব বেদেই বৃদ্ধ বলিয়া—বেদের বাবার বাবা বলিয়া স্থির হইলেন কি না?

প্রমাণার্থে

সামবেদের কৌথুমী শাখার ভূমিকা।

মঙ্গলাচরণ।

"যো অগ্নৌ রুদ্রো যো অপ্স্বন্ত র্য ওষধি বীরুধ আবি-

বেশ। "য ইমা বিশ্বা ভুবনানি চাক্‌ ৯পে তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্তুগ্নয়ে।" অথৎ সং ৭, ৮৭, ১।

বেদাধ্যাপক পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় এই মন্ত্রটীর যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, প্রমাণেরজন্য তাঁহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"যে রুদ্রদেবতা অগ্নিতে, যিনি জলের অন্তরে, যিনি ওষধি ও লতাদি পর্য্যন্তে আবিষ্ট আছেন, যিনি এই বিশ্বভুবন কল্পনা করি-তেছেন, সেই রুদ্রদেবতাকে, সেই অগ্নিদেবতাকে নমস্কার।"

রুদ্রের প্রকৃত অর্থ বাবুদিগের কৃত বজ্র হইলে তাহা অগ্নি, জল, ওষধি ও লতাদি পর্য্যন্তে আবিষ্ট থাকিতে পারে কি? এবং সেই বজ্রে কেমন করিয়াই বা এই বিশ্বভুবন কল্পনা করিতে পারে? অতএবই বলি, যেমন মহেশ্বর মহাদেব শিবের নামান্তর মাত্র, সেইরূপ রুদ্রও তাঁহার অন্যনাম।

উক্ত শাখার ভাষ্যাবতরণিকা।

"বাগীশাদ্যা সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে
যং নত্বা কৃতকৃত্যস্যাস্তং নমামি গজাননং।
যস্য নিশ্বসিতং বেদা যো বেদাভ্যোখিলং
জগৎ নির্ম্মমেতনহং বন্দ্যে বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরং।"

সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ।

"বাগীশাদি সুরগণ সর্ব্বকার্য্য উপক্রমে, যারে নমি কৃতকৃত্য, নমি সেই বিঘ্ন হরে।

ত্রয়ী যার শ্বাসত্রয়, সৃজেন যিনি ত্রয়ীক্রমে জগৎ, আমি বন্দি সেই বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরে।" ১—২

তীর্থ শব্দে গুরু॥ বিদ্যার গুরু অর্থাৎ সর্ব্ববিদ্যার আকর মহেশ্বর মহাদেব, ইহা অতি সুপ্রসিদ্ধ। এতাবতা বিদ্যাতীর্থ শব্দে জগদীশ্বর। মহেশ্বর, জগদীশ্বর, মহাদেব, দেবদেব, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মশিব। উপরিতন প্রমাণে মহেশ্বর বেদের বাবা হইতেছেন।

সামবেদোক্ত গায়ত্রীবিসর্জ্জনের
মন্ত্র।

ওঁ মহেশ্বরবদনোৎপন্না বিষ্ণুহৃদয়সম্ভবা।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছদেবি যথেচ্ছয়া। ২২

ঐ সন্ধ্যার পঞ্চবিংশ মন্ত্র।

ওঁ ঋতং সত্যং পরংব্রহ্ম পুরুষং
কৃষ্ণপিঙ্গলং ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং
বিশ্বরূপং নমো নমঃ।

এইমন্ত্র সাম ও যজুর্ব্বেদে একরূপ। ইহা যজুর্ব্বেদে 'শতপথ ব্রাহ্মণের' দ্বাদশ অধ্যায়ে।

এই যে রুদ্র, বিরূপাক্ষ, বিশ্বরূপ, ইহা শিবের নামান্তর মাত্র। শিবই বিশ্বরূপ, শিবের বর্ণনাই কৃষ্ণ-পিঙ্গল, ঊর্দ্ধলিঙ্গ, বিরূপাক্ষ; শিবই পরব্রহ্ম। এ কথা বেদে আছে এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের বঙ্গানুবাদ মহাভারতের আনুশাসনিক পর্ব্বের ষষ্ঠ্যাধিকশততম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির রাজার নিকটে স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেব কহিয়াছেন। বিশ্বদেবগণ শরীরের মধ্যে অবস্থান করেন বলিয়াই তাঁহার নাম হইয়াছে বিশ্বরূপ। বেদে ঊর্দ্ধরেতা, ত্রিনেত্র, বিশ্বময়, নীল-লোহিত-পুরুষরূপ নিত্যসত্য পরব্রহ্মের বহুপ্রকার অর্চ্চনা আছে।

বেদোক্ত সন্ধ্যার ষড়বিংশ মন্ত্রে।

"ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ অদ্ভো নমঃ, ওঁ বরুণায় নমঃ, ওঁ শিবায় নমঃ, ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ, ওঁ দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ, ওঁ রুদ্রায় নমঃ, ওঁ সর্ব্বেভ্যো নমঃ, ওঁ দেবেভ্যো নমঃ।"

কৃষ্ণ-চরিত্রের গ্রন্থকার, বিষ্ণু বেদে সূর্য্যের বেনামিতে আছেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে; ত্রিবেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইহাঁরা তিনেই স্বনামে রহিয়াছেন—বেনামিতে নন। তবে ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যার ১৯শ মন্ত্রে ত্রিগুণাত্মধারী বলিয়া সূর্য্য, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন নামে উল্লিখিত হইয়াছেন।

"ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগৎপ্রসূতি স্থিতিনাশহেতবে। ত্রয়ীনয়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরিঞ্চি-নারায়ণ-শঙ্করাত্মনে নমঃ।"

শঙ্কর, মহেশ্বর, মহেশ, মহাদেব, শূলপাণি, রুদ্র, শিবের নামান্তর। সুতরাং শিবই যে পরব্রহ্ম, বেদ-রহস্য উপনিষদের মন্ত্রদ্বারা তাহা দেখান যাইতেছে।

একং ব্রহ্ম বাদ্বিতীয়ং সমস্তং সত্যং সত্যং নেহানা নাস্তি কিঞ্চিৎ। একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে তস্মাদেকং ত্বাং প্রপদ্যে মহেশম্।

ইহাদ্বারাও সুন্দররূপে প্রমাণিত হইল, রুদ্র মহেশ এক, উহা শিবের নামান্তর এবং তিনিই পরব্রহ্ম ও অদ্বিতীয়।

বৈদিক কালের লোকদিগের মনে যে শিব উপাস্য দেবতা বলিয়া উদিত হইত না, তাহাদের মন-সমালোচক মহাত্মারা কিসে তাহা জানিতে পাইয়াছেন ? রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয় ছিলেন ; ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিনিয়ত পালন করিতেন। তিনি কখনই কোন বিষয়ে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই। ক্ষত্রিয়দের যজুর্ব্বেদোক্ত সন্ধ্যোপাসনা করার ব্যবস্থাও বেদেই রহিয়াছে। সুতরাং ত্রৈকালীন সন্ধ্যোপাসনা সময়ে শ্রীরামচন্দ্র যে ললাটে শিবের ধ্যান করিতেন, ইহা অভ্রান্ত। তাহার পর তাঁহার রাজধানীতেও পূর্ব্বপুরুষ হইতেই মঠে মন্দিরে শিবের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। রামচন্দ্র নিয়মিতরূপে সেই শিবের অর্চ্চনা করিতেন। অধিকন্তু সেতুবন্ধে যে রামেশ্বর নামে জ্যোতির্লিঙ্গ শিব মহাতীর্থরূপে বিদ্যমান আছেন, ঐ নামেই সাক্ষ্য দিতেছে, ঐ শিব শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসেও তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। এই প্রত্যক্ষপ্রমাণ উপেক্ষা করিয়া কি সিদ্ধান্তে বলিতে হইবে যে, শিব উপাস্য দেবতা বলিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মনেও উদিত হয় নাই ?

ত্রিবেদোক্ত ত্রৈকালীন সন্ধ্যোপাসনা করা ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম। মনু সাক্ষ্য দিয়াছেন, ঋষিগণ দীর্ঘকাল যাবৎ সন্ধ্যা করেন বলিয়াই দীর্ঘায়ু, প্রজ্ঞা, যশঃ, কীর্ত্তি ও ব্রহ্মতেজঃ লাভ করেন। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, সৃষ্টি হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতীয় লোকে ত্রিবেদের ব্যবস্থামতে সন্ধ্যোপাসনা কালে তিন বেলাই ললাটে শিবের উপাসনা এবং সন্ধ্যার ২৬শ মন্ত্র পাঠের দ্বারা শিবকে পরব্রহ্ম বলিয়া নমস্কার করিতেন। এই অকাট্যপ্রমাণ উপেক্ষা করিয়া কি সিদ্ধান্তে বলিতে হইবে যে,

শিব উপাস্য দেবতা বলিয়া বৈদিক কালে কাহারও মনে উদিত হয় নাই? যে শুদ্ধাচারব্রাহ্মণ মহর্ষি বশিষ্ঠদেব ত্রিসন্ধ্যান্বিত ছিলেন; সুতরাং তিন বেলাই সন্ধ্যার মন্ত্রে ললাটে শিবের আরাধনা করিতেন, তাহার পর যিনি স্বকীয় আশ্রমে গোলোকেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ পর্য্যন্ত সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, এইক্ষণ কি সিদ্ধান্তে বলা সঙ্গত হইবে যে, শিব উপাস্য দেবতা বলিয়া কস্মিন্ কালেও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই? বেদের দেবতা সোম, ইহা সমস্ত সমালোচকের স্বীকৃত বাক্য। সেই সোমদেবতার তপঃপ্রভাবেই কিন্তু সোমেশ্বর নামে জ্যোতির্লিঙ্গ শিব বিদ্যমান রহিয়াছেন। তথাপি কি বলিতে হইবে যে, শিব উপাস্য দেবতা বলিয়া দেবগণের মনে উদিত হয় নাই?

নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়ের তপস্যাতে কেদারনাথ নামে জ্যোতির্লিঙ্গ শিব মহাতীর্থরূপে তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তিসহ বিদ্যমান আছেন। ঋষিদ্বয়ের এবং কেদারনাথ শিবের ইতিহাসে ও মহাভারতে পাওয়া যায়, ঋষিদ্বয় বহুকাল পর্য্যন্ত দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করাতে, তাঁহাদিগের তপঃপ্রভাবে, শিব কেদারনাথ নামে জ্যোতির্লিঙ্গ হইয়াছেন। এই প্রসিদ্ধ প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া কি সিদ্ধান্তে বলিতে হইবে যে, শিব উপাস্য দেবতা বলিয়া নর-নারায়ণ ঋষির মনেও উদিত হয় নাই? রাক্ষসরাজা রাবণের তপস্যাতে রাবণেশ্বর নামে জ্যোতির্লিঙ্গ শিব দুই স্থানেই মহাতীর্থরূপে বিদ্যমান আছেন। তাহা দেখিয়াও কি বলিতে হইবে যে, শিব উপাস্য দেবতা বলিয়া বিশ্বশ্রবাঃ মুনির পুত্র রাবণের মনে উদিত হয় নাই? ওঙ্কার বেদের প্রণব। সেই প্রণবের ঈশ্বর ওঙ্কারনাথ শিব জ্যোতির্লিঙ্গ মহাতীর্থরূপে—বেদের বাবারূপে বৈদিক কালের আদি হইতে বিদ্যমান আছেন। উহা দর্শনেও কি

বলিতে হইবে যে, শিব উপাস্য দেবতা বলিয়া বৈদিক কালে কাহারও মনে উদিত হয় নাই?

এই সমস্ত জ্যোতির্লিঙ্গ ভিন্ন আরও বহুবিধ জ্যোতির্লিঙ্গ আছেন। তাহা ছাড়া বৈদিক কালের অনন্তকোটী হিন্দুর প্রতিষ্ঠিত অনন্তকোটী শিব রহিয়াছেন। অথচ, অবৈদিক কালে শিবপ্রতিষ্ঠা, শিবসংস্থাপন অতিবিরল ও অসম্ভব। তথাপি কি সিদ্ধান্তে বলিতে হইবে যে, শিব উপাস্য দেবতা বলিয়া পূর্ব্বের কোন লোকের মনে উদিত হয় নাই? বহু শিবের নাম পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, এজন্য এখানে এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। পৃথিবীতে দেখিতে পাই, অসংখ্য শিবলিঙ্গ, মহাভারতের আনুশাসনিক পর্ব্বে দেখিতে পাই রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে শ্রীকৃষ্ণকথিত (যাহা তাঁহার নিত্যপাঠ্য) শতরুদ্রীয় স্তব, কর্ম্ম ও চরিত্র ভেদে রুদ্র, বিশ্বরূপ, বিশ্বকর্ম্মা আদি (বেদেও যাহা সুস্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে) শিবের বহুবিধ নাম, ব্রহ্মা বিষ্ণুর সামগান দ্বারা শিবের স্তুতির কাহিনী, ঋগ্বেদে ও যজুর্ব্বেদে দেখিতে পাই রুদ্রাধ্যায় শিবের স্তব, রুদ্রোবৃহৎ সামে স্তুতি, সামবেদে দেখিতে পাই (যাহা সামসংহিতা বলিয়া সামবেদীয় ব্রাহ্মণের বৃষোৎসর্গশ্রাদ্ধে পঠিত হয়) শিবের স্তব, অথর্ব্ববেদে দেখিতে পাই শিবকে পরব্রহ্মরূপে, বেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রে দেখিতে পাই ব্রাহ্মণাদি তিন জাতীয় লোকের ললাটে পরব্রহ্ম বলিয়া শিবের ধ্যান, অশ্বমেধযজ্ঞে দেখিতে পাই শিবের অর্চ্চনা এবং বৃষোৎসর্গশ্রাদ্ধে দেখিতে পাই রুদ্রের পূজা, রুদ্রের হোম, রুদ্রাধ্যায় পাঠদ্বারা শিবের স্তব। এ অবস্থাতে, এতগুলি গুরুতর প্রমাণ বিদ্যমান থাকিতে, কি সিদ্ধান্তে বলিব যে, শিব অনার্য্য দেবতা, বৈদিক কালে শিবের উপাসনা হইত না, শিব উপাস্য দেবতা বলিয়া বেদে নাই এবং

তাহা লোকের মনেও উদিত হইত না? সমালোচক মহাশয়-দিগের এ উক্তি নিতান্তই ভ্রমাত্মক। বস্তুতঃ, বেদে পুরাণে শিব পরব্রহ্ম বলিয়া লিখিত আছেন, বৈদিক অবৈদিক, সমস্ত কালে তিনি পরব্রহ্ম বলিয়া পূজিত হইয়াছেন, হইতেছেন এবং তিনি অনুপাস্য দেবতা বলিয়া কস্মিন্ কালেও কাহারও মনে উদিত হন নাই, ~~হইতেছেন না~~। সুতরাং তাঁহাদের ঐ প্রকার জবানবন্দী প্রকৃত হিন্দু মাত্রেরই অগ্রাহ্য—শ্রবণের অযোগ্য।

এইক্ষণে শিবের কি কি নামে, কি কি মন্ত্রে, কি কি মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবার পদ্ধতি সেই আদিম বৈদিক কাল হইতে রহি-য়াছে, বেদে সেই সমস্ত নাম ও সেই সমস্ত মূর্ত্তির অর্চ্চনার বিবরণ আছে কি না, তাহাই দেখা আবশ্যক। এই কারণে নিম্নে শিবের অষ্টমূর্ত্তির পূজার মন্ত্র উদ্ধৃত করা গেল। শিবের পূজা-কালে তাঁহার অষ্টমূর্ত্তির পূজা না করিলে সে পূজা সিদ্ধ হয় না।

শিবের নাম। মন্ত্র।

১। সর্ব্ব…এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ।

২। ভব…এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ।

৩। রুদ্র…এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ।

৪। ভীম…এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ।

৫। পশুপতি…এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পশুপতয়ে যজমান-মূর্ত্তয়ে নমঃ।

৬। ঈশান…এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ।

৭। মহাদেব…এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ।

৮। উগ্র...এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ।

উল্লিখিত অষ্টনাম ও অষ্টমূর্ত্তি মধ্যে ভবাদি শিবের নামান্তর এবং ক্ষিত্যাদি তাঁহার রূপান্তর। সৃষ্টি ও পালন করার জন্যই তিনি অষ্টমূর্ত্তি ও তদতিরেকে বহুমূর্ত্তিতে আছেন। বহু মূর্ত্তিতে আছেন বলিয়া তাঁহার এক নামও হইয়াছে বহুরূপ।

বেদেও শিবের এই অষ্টমূর্ত্তির নাম ও অর্চ্চনা লিখিত রহিয়াছে। প্রমাণার্থে সেই সমস্ত মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত ঠিকানা মাত্র দেওয়া গেল।

পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ

যজুর্ব্বেদ মাধ্যন্দিনী শাখা।

২য় অধ্যায়ে—

১৬শ কণ্ডিকা।

১ম ও ২য় মন্ত্রে। রুদ্রদেবগণের অর্চ্চনা। রুদ্র শিবের নামান্তর।

৩য় অধ্যায়ে—

৬ষ্ঠ কণ্ডিকা।

১ম মন্ত্রে। তেজঃপুঞ্জ সূর্য্যরূপে অগ্নিই পূর্ব্বদিকে উদিত হন; তিনিই প্রাণিদিগের পিতৃরূপে পালনকারী। এই শাখার বহু মন্ত্রে অগ্নিকে সূর্য্যরূপে পাওয়া যায়। অগ্নি সূর্য্য পৃথক্ পৃথক্ বটে, কিন্তু উহারা উভয়েই শিবের রূপান্তর সুতরাং অগ্নি সূর্য্য এক।

৭ম কণ্ডিকা।

১ম মন্ত্রে। অগ্নিদেবতা প্রাণীবর্গের প্রাণাপানাদি বায়ুসঞ্চালনের হেতু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কারণ, অগ্নি বায়ু শিবের রূপান্তর। এই জন্যই ঐ কথা।

৫৮শ কণ্ডিকা।

মন্ত্রে। ত্র্যম্বক রুদ্রদেবতার স্তবও রহিয়াছে।

৫৯ম কণ্ডিকা।

১ম মন্ত্রে। ত্র্যম্বক রুদ্রদেবতার স্তুতি।

৬০ম কণ্ডিকা।

১ম ও ২য় মন্ত্রে। ত্র্যম্বক দেবতার স্তুতি এবং ধনধান্যাদি বৃদ্ধি, জন্মমৃত্যুর বন্ধন হইতে চিরমুক্তি ও পতি পত্নীর অবিচ্ছিন্নতার প্রার্থনা রহিয়াছে। ত্র্যম্বক এবং রুদ্র যে শিবেরই অন্য নাম, তাহা হিন্দুগণ অপরিজ্ঞাত নন।

১০ম অধ্যায়ে—

২০শ কণ্ডিকা।

২য় মন্ত্রে। রুদ্র দেবতার অর্চ্চনা এবং শিবের ক্রিবিঞ্চ নাম প্রকাশ পাইয়াছে। ক্রিবিঞ্চ নামের অর্থ প্রলয়কারী। এবম্ভূত প্রকারে বেদে মহাদেবের অনেক নামে অর্চ্চনা ও স্তুতির মন্ত্র আছে।

একাদশ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ কণ্ডিকার ১ম মন্ত্র, ৭ম কণ্ডিকার ১ম মন্ত্র, ৮ম কণ্ডিকার ১ম মন্ত্র এবং ২৭শ কণ্ডিকার ১ম মন্ত্রে যে সকল বর্ণনা দ্বারা স্তুতিপাঠ রহিয়াছে, রুদ্রাধ্যায়ের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে, সমস্ত কারণে এবং সমস্ত লক্ষণেই যে উহা শিবের স্তব, শিবের মহিমা বলিয়া বোধ হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কেন না, চন্দ্রসূর্য্যাদি সকল দেবতার মূলীভূত মহাদেব। যেহেতু সন্ধ্যার মন্ত্রে মহাদেবই পরব্রহ্ম বলিয়া কথিত হইয়াছেন; চন্দ্রসূর্য্যাদি তাঁহারই রূপান্তর।

১৭শ অধ্যায়ে—

১৩শ, ১৪শ কণ্ডিকা।

২য় মন্ত্রে। অগ্নি ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

১৫শ কণ্ডিকা।

১ম মন্ত্রে। হে অগ্নে! তুমি প্রাণদ,অপানদ, ব্যানদ, বর্চ্চোদ, ধনদ। তোমার জ্বালারূপ আয়ুধ আমাদের বিপক্ষগণকে সন্তপ্ত করুক। আমাদিগের জন্য তোমার পাবক ও শিব নাম সার্থক হউক।

৫৪শ, ৬৮ম কণ্ডিকা।

৫ম মন্ত্রে। অগ্নি সূর্য্যনামে উল্লিখিত হইয়াছেন।

২১শ অধ্যায়ে—

২৩শ, ২৮শ কণ্ডিকা।

২য় মন্ত্রে। পঞ্চদশ স্তোম ও বৃহৎ সামে রুদ্রদেব স্তুত হইয়াছেন। সুতরাং বৃহৎ সাম না দেখিয়া, ত্রিবেদীয় রুদ্রাধ্যায়ের প্রকৃত অর্থের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া হিন্দুর ধর্ম্মসম্বন্ধে সমালোচনা করা নিতান্ত অসঙ্গত।

২৪শ অধ্যায়ে—

২য় কণ্ডিকা।

মন্ত্রে। শিবকে পশুপতি রুদ্রদেবতা বলিয়া পাওয়া যায়। পশুপতি রুদ্র শিবের নামান্তর।

২৭শ অধ্যায়ে—

২৯শ, ৩৪শ কণ্ডিকা।

৩য় মন্ত্রে। বায়ু দেবতাকে শিবরূপী ও শিব নামে পাওয়া যায়। বায়ু শিবের রূপান্তর—শিবের অষ্টমূর্ত্তির এক মূর্ত্তি।

৩২শ অধ্যায়ে—

১ম, ১৬শ কণ্ডিকা।

১ম ও ১২শ মন্ত্রে। ১ম মন্ত্রে ব্রহ্মের স্তুতি আরম্ভ করিয়া এই কণ্ডিকার ১২শ মন্ত্র পর্য্যন্তই তাঁহার স্তুতি ও মহিমার কীর্ত্তন করা হইয়াছে। ১ম মন্ত্রে,—যিনি অগ্নির, আদিত্যের, বায়ুর, চন্দ্রমার,

শুক্রের, জলের ও প্রজাপতির অন্তরদেবতা, তিনিই ব্রহ্ম। বেদে ও বেদোক্ত রুদ্রাধ্যায়ে সমস্ত দেবগণের অন্তরদেবতা রুদ্রকেই পাওয়া যায়। ২য় মন্ত্রে,—এই পুরুষ হইতে বিদ্যুৎপুঞ্জ উৎপন্ন হওয়া ও সেই বিদ্যুদগ্নি রুদ্রাধ্যায়ে রুদ্রের স্থান বলিয়া পাওয়া যায়। ৩য় মন্ত্রে,—ব্রহ্মের ব্যাখ্যাতে তিনি হিরণ্যগর্ভ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। রুদ্রাধ্যায়ের ৩২শ মন্ত্রের অনুবাদেও মহা-মহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত মহাশয় হিরণ্যগর্ভ রুদ্র দেবকেই স্থির করিয়াছেন। ৪র্থ মন্ত্রে—ব্রহ্ম গর্ভস্থ-শিশু ও জাত-বালকাদির রক্ষকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এদিকে রুদ্রাধ্যায়ের সঙ্গে মিলা-ইলে, রুদ্রের নাম পাওয়া যায় পূর্ব্বজ, অপরজ, মধ্যজ। এই ৩টী নামের অর্থ এই যে, রুদ্রদেব গর্ভস্থ ও জাত শিশুর রক্ষক এবং আত্মার আত্মারূপে আছেন। সুতরাং রুদ্র দেবকেই ব্রহ্ম বলিয়া ৪র্থ মন্ত্রে স্তুতি করা হইয়াছে। বিশেষতঃ, ৯ম মন্ত্রেও ব্রহ্মের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে পরমদেবতা শব্দে। ১২শ মন্ত্রে ব্রহ্মের যেরূপ মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বপ্রকারে রুদ্রাধ্যায়ের রুদ্রের মহিমা মাহাত্ম্যের অনুরূপ। বিশেষতঃ ব্রহ্মের আর দ্বিতীয় নাই। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন কণ্ডিকার ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে যে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা, তাহার কোনই কারণ নাই। রুদ্রাধ্যায়ে পাওয়া যায়, সৃজন, পালন, সৃষ্টি-সংহার এবং জন্মমৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্তির কারণ রুদ্রদেবকে। এই অবস্থায় ঐ ১২শ মন্ত্রে যে ঐ সমস্ত কর্ম্মকর্ত্তারূপে ব্রহ্মের বর্ণনা হইয়াছে, সমগ্র লক্ষণে, সমগ্র হেতুতে, সেই ব্রহ্ম রুদ্রদেবই বটেন। ইহাতে কাহারও সংশয় জন্মিলে, তিনি সামশ্রমী মহাশয়ের ঐ যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার ৩২শ অধ্যায়ের, রুদ্রাধ্যায়ের এবং সিদ্ধান্ত মহাশয়ের রুদ্রাধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

৩৪শ অধ্যায়ে—

১২শ, ১৫শ কণ্ডিকা।

১ম মন্ত্রে। অগ্নিকে শিব নামে পাওয়া যায়।

৩৬শ অধ্যায়ে—

১ম, ২৪শ কণ্ডিকা।

২০শ মন্ত্রে। অগ্নিকে শিব নামে পাওয়া যায়।

৩৭ অধ্যায়ে—

২০ শ কণ্ডিকা।

৪র্থ মন্ত্রে। পরমদেবতার পরিধানে সর্ব্বদিক্‌রূপ বাস থাকাতে দিগম্বর নামে মহাদেবকেই পাওয়া যায়।

বেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রে রুদ্রদেবই পরব্রহ্ম বলিয়া আরাধিত হইয়াছেন।

যজুর্ব্বেদোক্ত রুদ্রাধ্যায়ের ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম মন্ত্রে রুদ্রদেবকে সূর্য্যরূপে নীলকণ্ঠ, সহস্রাক্ষ নামে, ১০ম মন্ত্রে কপর্দ্দী নামে, ৩য়, ৪র্থ মন্ত্রে গিরীশ, গিরীশন্ত নামে, ১৭শ মন্ত্রে সহস্রাক্ষ, শতায়ুধ নামে, ২৮শ কণ্ডিকার মন্ত্রে রুদ্র, ভব, সর্ব্ব, পশুপতি, নীলকণ্ঠ, সিতিকণ্ঠ নামে, ২৯শ কণ্ডিকায় কপর্দ্দী, বুপ্তকেশ, গিরিশয়, সহস্রাক্ষ, শতধন্ব, শিপিবিষ্ট, মীঢ়ুষ্টম নামে, ৩০শ কণ্ডিকায় হ্রস্ব, বামন, বৃহৎ, বর্ষীয়ান্, বৃদ্ধ, যুবা, অগ্র্য, প্রমথ নামে, ৩১শ কণ্ডিকায় আশু, অজির, শীভ্য, ঊর্ম্য, কর্ত্তাদী নামে, ৩২শ কণ্ডিকায় জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, পূর্ব্বজ, অপরজ, মধ্যজ ইত্যাদি নামে, ৩৯শ কণ্ডিকায় বাত্য, বাস্তব্য, বাস্তুপ, সোম, তাম্র, অরুণ নামে, ৪০শ কণ্ডিকায় পশুপতি, উগ্র, ভীম, অগ্রেবধ, দূরেবধ, হন্তা, হনিয়ান্, হরিকেশ, তার নামে, ৪১শ কণ্ডিকায় ময়োভব, শঙ্কর, শিব, শিবতর নামে, ৪২শ কণ্ডিকায় অবাষ্য, প্রতরণ, উত্তরণ, তীর্থ্য, কুল্য, শষ্প্য, ফেন্য নামে,

এবং ৪৩শ কণ্ডিকায় শিকত্য, প্রবাহ্য, কিংশীল, ক্ষয়ন, কপৰ্দ্দী, পুলস্তী, ইবিস্ত, প্রপথ্য নামে পাইতেছি। এতদ্বারা এবং ৪৬শ, ৪৭শ, ৪৮শ, ৪৯শ, ৫০শ, ৫১শ, ৫২শ, ৫৩শ, ৫৪শ, ৫৫শ, ৫৬শ, ৫৭শ, ৫৮শ, ৫৯ম, ৬০ম, ৬১ম, ৬২ম, ৬৩ম, ৬৪ম, ৬৫ম, ৬৬ম কণ্ডিকার মন্ত্রদ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হইতেছে, রুদ্র শিবের নামান্তর,—অগ্নি, বায়ু, আকাশ, ক্ষিতি, জল, চন্দ্র, সূর্য্য শিবের রূপান্তর।

ঐ সমস্ত কণ্ডিকার কোন কোন মন্ত্রদ্বারা আরও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, শিবরূপ রুদ্র অসংখ্য, দেবগণের হৃদয়স্বরূপ এবং সর্ব্বব্যাপক। এমন বস্তু এবং এমন স্থান কোথাও নাই, যাহা রুদ্র ছাড়া; এমন জীব কোথাও নাই, যাহা আত্মা ছাড়া; এমন আত্মা কোথাও নাই, যাহা শিব ছাড়া; আত্মাই শিব এবং শিবই আত্মা ও পরমাত্মা।

মহাভারতের আনুশাসনিক পর্ব্বের ষষ্টাধিকশততম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের নিকটে ভগবান বাসুদেব-কথিত-বাক্যে দেখা যায় যে, কর্ম্ম ও চরিত্র নিবন্ধন বেদে মহাদেবের নানাপ্রকার নাম হইয়াছে। বেদেও তাহা আছে ও পাওয়া যাইতেছে। ভগবান কহিয়াছেন, শিবের নাম রুদ্র, অগ্নি, সর্ব্ব, সর্ব্বজিৎ, ইন্দ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমার, বিদ্যুৎ, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, ঈশান, কাল, অন্তক, মৃত্যুত্তম, দিবা, রাত্রি, মাস, পক্ষ, সায়ংকাল, প্রাতঃকাল, সংবৎসর, ধাতা, বিধাতা, বিশ্বকর্ম্মা, সর্ব্বজ্ঞ, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্, বিদিক্, বিশ্বমূর্ত্তি ও অমেয়াত্মা। তিনি কখন একধা, কখন দ্বিধা, কখন সহস্রধা কখন শতসহস্রধা, কখন বা তদপেক্ষাও বহুধা বিভক্ত হইয়া থাকেন। বেদে ও বেদোক্ত রুদ্রধ্যায়ে ভগবান-কথিত শিবের নাম ও শিবের মাহাত্ম্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।

যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার ১৭শ অধ্যায়ে—

১৭শ, ২৪শ কণ্ডিকা।

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম মন্ত্রে বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মের বর্ণনাদ্বারা মহিমা, মাহাত্ম্য ও স্তুতি বর্ণিত হইয়া রহিয়াছে। ইহাই মহাভারতে বাসুদেব-কথিত মহাদেবের বিশ্বকর্ম্মা নাম ও স্তুতি।

ঐ বেদের ঐ শাখার ৩৬শ অধ্যায়ে—

১ ম, ২৭ শ কণ্ডিকা।

৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ, ১৭শ মন্ত্রে যে পরম দেবতার স্তুতি রহিয়াছে, ইহাও ভগবান বাসুদেব কথিত, অর্থাৎ বাসুদেব যে কহিয়াছেন কর্ম্ম ও চরিত্র নিবন্ধন বেদে মহাদেবের নানা প্রকার নাম হইয়াছে, উল্লিখিত কণ্ডিকার উল্লিখিত মন্ত্রগুলিও পরম দেবতার নাম, মহাদেবেরই নাম। ৮মন্ত্র হইতে ১৭শ মন্ত্র পর্য্যন্ত ঐ পরমদেবতার যে সমস্ত কর্ম্ম, গুণ, লক্ষণ, মহিমা ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা হইয়াছে, রুদ্রাধ্যায়ের সঙ্গে মিলাইয়া দেখা গিয়াছে যে, সমস্ত কারণে, সমস্ত লক্ষণে, ঐ পরমদেবতা নামে, মহাদেবকেই পাওয়া যাইতেছে। ৯ম, ১০ম ও ১১শ মন্ত্রে এই কথা আছে,—সেই পরমদেবতার প্রসাদে ও তাঁহারই নিয়মাধীনে মিত্রদেবতা, বরুণ দেবতা, বৃহস্পতি, বায়ু, সূর্য্য, ইন্দ্র, ব্যাপক বিষ্ণুদেবতা, ইন্দ্রাগ্নি, সোমদেবতা, দিবস ও রাত্রি আমাদের কল্যাণকারী ইত্যাদি। আবার ৩৭শ অধ্যায়ের ২০শ, ও ২৪শ কণ্ডিকার ঐ পরমদেবতার স্তুতির ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম মন্ত্রে যদিও পরমদেবতার নামে, শুধু পরম দেবতা ভিন্ন মহাদেবের প্রকাশ্য অন্য নাম কিছু লিখিত হয় নাই, কিন্তু ১ম মন্ত্রে সেই পরমদেবতা সূর্য্যের সহিত, ২য় মন্ত্রে অগ্নিভাবে

সর্ব্বপ্রকার অগ্নি, সবিতৃদেবতা ও সূর্য্যের সহিত প্রকাশ পান,—সঙ্গত হন, ৩য় মন্ত্রে তাঁহার নাম হইয়াছে দেবদেব, ৪র্থ মন্ত্রে তিনি সর্ব্বদিক্‌রূপবাস পরিধানপূর্ব্বক সমস্ত ভুবনের অন্তরে অতিশয়-রূপে বর্ত্তমান আছেন, ৫ম মন্ত্রে বিশ্বভুবনের, বিশ্বজন-মানসের ও বিশ্বজন-বাক্যের অধিপতি, ৭ম মন্ত্রে তিনি পিতা ও পিতার ন্যায় জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করেন, ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টতঃ শিবের নাম প্রকাশ না পাইলেও, সূর্য্যের সহিত, অগ্নিভাবে সর্ব্বপ্রকার অগ্নি ও সবিতৃদেবতার সহিত সঙ্গত হওয়া এবং প্রকাশ পাওয়ার কথা রুদ্রদেব ভিন্ন অন্য কোন দেবে সম্ভবে না। কেন না, অগ্নিরূপে, সূর্য্যরূপে শিব,—সূর্য্য ও অগ্নি শিবের রূপান্তর মাত্র। শিবের অষ্টমূর্ত্তির মধ্যেই সূর্য্য ও অগ্নি মূর্ত্তি রহিয়াছে। ৩য় মন্ত্রে যে দেবদেব নাম রহিয়াছে, উহাতেও স্পষ্টাক্ষরে মহাদেবকে পাওয়া যাইতেছে। কারণ, 'দেবদেবং প্রণম্যাদৌ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদর্শিনং কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং সার্ব্ববর্ম্মিকং' এই বর্ণনা রহিয়াছে মহাদেবের। ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত; সুতরাং ৩য় মন্ত্রের দেবদেব, মহাদেব ব্যতীত অন্য কোন দেবকে বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ সেই পরমদেবতা, ৪র্থ মন্ত্রে সর্ব্বদিক্‌রূপ বাস পরিধান পূর্ব্বক সমস্ত ভুবনের অন্তরে অতিশয়রূপে বর্ত্তমান আছেন। এই যে সর্ব্বদিক্‌রূপ বাস, ইহা মহাদেবের। দেবদেব মহাদেব ভিন্ন সর্ব্বদিক্‌রূপ বাস, অন্য কোন দেবে সম্ভবে না। সর্ব্বদিক্‌রূপ বাস মহাদেবের বলিয়াই তাঁহার এক নাম হইয়াছে দিগম্বর। ইহা সমস্ত হিন্দু অবগত আছেন। সমস্ত ভুবনের অন্তরে অতিশয়-রূপে রহিয়াছেন বলিয়া যে লিখিত আছে, রুদ্রাধ্যায়েও দেখিতে পাওয়া যায়; সেই দেবদেব মহাদেবই সমস্ত ভুবনের অন্তরে

আছেন। ৫ম মন্ত্রে বিশ্বভুবন বিশ্বজন-মানস ও বিশ্বজনী-বাক্যের অধিপতি এবং ৭ম মন্ত্রে সেই পরমদেবতাকে পিতা ও পিতার ন্যায় জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করেন বলিয়া যে বর্ণনা আছে, ইহাও রুদ্রাধ্যায়ের সঙ্গে মিলাইয়া দেখা গিয়াছে ; ইহাতে মহাদেবকেই পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রে আছে "ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপাং নমো নমঃ।" দেবাদিদেব মহাদেবই সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরম-দেবতা, পরম পিতা। শিব ভিন্ন অন্য কোন দেবকে ঐ সমস্ত লক্ষণে পাওয়া যাইতে পারে না। দেবদেব শিব ভিন্ন, কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি দৈত্য দানব, কি মানব, পিতারূপে সমস্তের জ্ঞান-প্রদাতা অন্য কেহই হইতে পারে না। বিশেষতঃ বিশ্বরূপ নাম মহাদেবের ; সুতরাং সমস্ত কারণে, সমস্ত লক্ষণে ঐ পরমদেবতা শিব। এই পরমদেবতার সকল লক্ষণের সহিত রুদ্রাধ্যায় মিলা-ইয়া দেখা যাইতেছে, ঐ ২০শ কণ্ডিকার সাতটী মন্ত্রের ও পূর্ব্বোক্ত ২৪শ কণ্ডিকার পরমদেবতা মহাদেবই স্থির হইয়া রহিয়াছেন।

মহাত্মা সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় যজুর্ব্বেদোক্ত মাধ্যন্দিনী শাখার ১৭শ কণ্ডিকার ১ম মন্ত্রের যেরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, প্রমাণ জন্য তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"এই হিরণ্ময় পাত্রদ্বারা সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের মুখ আবৃত রহিয়াছে। বস্তুতঃ, এই দৃশ্যমান আদিত্যের অন্তরেও সেই পরম-পুরুষ আছেন, যিনি আমাতেও আছেন। এই নিশ্চয় জানিবে, সেই ওঁ নামে উপাস্য ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় ব্যাপক, কিন্তু এই আকাশেরও আধার। ১

যে অদ্বিতীয় পরমপুরুষ হইতে অগ্নি, বায়ু, ক্ষিতি, জল, চন্দ্র, সূর্য্য ও আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি ঐ সপ্ত ও যজ্ঞমূর্ত্তিসহ

অষ্টমূর্ত্তিতে আছেন—অষ্ট মূর্ত্তিতে পূজা পাইতেছেন, যাঁহার অষ্টমূর্ত্তির মধ্যে আকাশ এক মূর্ত্তি, তিনিই আকাশের আধার, তিনিই, বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, বিশ্বের আত্মা। বেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রে যিনি বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, তিনিই ঋতং সত্যং পরংব্রহ্ম, তিনিই প্রণবে বিন্দুনাদ রূপে আছেন বলিয়া ওঙ্কারনাথ নামে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্লিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। আদিত্য যাঁহার রূপান্তর, রুদ্রাধ্যায়ে যাঁহাকে সূর্য্যরূপে ও আদিত্যের অন্তরে পাওয়া যাইতেছে, তিনিই আদিত্যের অন্তরে আছেন। সেই আদিত্যকেই 'হিরণ্ময় পাত্র' বর্ণনা এবং তাহারই দ্বারা সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর মহেশ্বরের মুখ আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। সেই পরমপুরুষের অষ্টমূর্ত্তির পঞ্চমূর্ত্তি হইতে পঞ্চভূতাত্মক জীবদেহ পাইতেছি। সুতরাং সেই পরমপুরুষ আত্মারূপে সর্ব্বভূতে আছেন, ইহাই ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত; বেদ-সম্মত নিশ্চয় কথা। যিনি ভূতনাথ নামে প্রসিদ্ধ, বেদের প্রমাণে তিনিই আত্মা, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, এক। ভিন্ন ভিন্ন কণ্ডিকার ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন পরব্রহ্ম, ইহা কদাপি হইতে পারে না। বেদে ঐরূপ বহু মন্ত্রই আছে, যাহা বেদোক্ত রুদ্রাধ্যায়ের, ত্রিবেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রের এবং বেদোক্ত শিবপূজা পদ্ধতির সঙ্গে মিলাইলে অতি সহজে অতর্কিতরূপে দেবদেব মহাদেবকে পাওয়া যাইতে পারে। সর্ব্বদিক্‌রূপ বাস যাঁহার পরিধান, তিনি আকাশ অপেক্ষাও ব্যাপক, অথচ আকাশেরও আধার।

যজুর্ব্বেদোক্ত রুদ্রধ্যায়ের ৪৬শ কণ্ডিকার ১ম, ২য় ও ৩য় মন্ত্রে রুদ্র সমস্ত দেবগণের, অগ্নির, বায়ুর ও সূর্য্যের হৃদয়স্বরূপ। এই অবস্থায়, ঐ রুদ্রের অর্থ বজ্র কিরূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে? বিশেষতঃ ৪৭শ কণ্ডিকার ১ মন্ত্রে রুদ্রকে সোমাধিপতি নীল-

লোহিত শিব নামে পাওয়া যাইতেছে। ৪৮শ কণ্ডিকার ২য় মন্ত্রে রুদ্রকে কপর্দ্দী নামে দেখিতেছি। ৪৯শ কণ্ডিকার ৩য় মন্ত্রে রুদ্রের যে তনু কল্যাণকারিণী কল্যাণসাধিনী, সেই তনুদ্বারা সুখী করার প্রার্থনা করা হইয়াছে। ৫১শ কণ্ডিকার ৫ম মন্ত্রে শিবতম শিব বলিয়া কৃত্তিপরিধান ও পিণাকধারণ করিয়া আগমন করার প্রার্থনা হইয়াছে। ৫৩শ কণ্ডিকার ৭ম মন্ত্রে রুদ্র সহস্রবাহু, ঈশান নামে, ৫৬শ, ৫৭শ কণ্ডিকার ৩য়, ৪র্থ মন্ত্রে নীলগ্রীব, সিতিকণ্ঠ নামে, ৫৮শ কণ্ডিকার ৫ম মন্ত্রে নীলগ্রীব বিলোহিত নামে ও ৫৯শ কণ্ডিকার ৬ষ্ঠ [illegible] কপর্দ্দী, সর্ব্বভূতের অধিপতি নামে পাওয়া যাইতেছে। ৬০ম কণ্ডিকার ৭ম মন্ত্রে রুদ্রদেবতা ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত পথেই রক্ষক আছেন। ৬১ম কণ্ডিকার ৮ম মন্ত্রে রুদ্র দেবতা তীর্থ সকলে বিদ্যমান আছেন ও তীর্থ সকল প্রচার করিতেছেন। এই অবস্থায় রুদ্রের অর্থ বজ্র বলিয়া পোষায় কি না, তাহা অবশ্যই পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। রুদ্রকে নীলগ্রীব, সিতিকণ্ঠ, শিবতম, শিব, ঈশান, কপর্দ্দী, ভব, শঙ্কর, সহস্রাক্ষ নামে কৃত্তিপরিধান ও পিণধারণপূর্ব্বক আগমন করার প্রার্থনা থাকাতে, রুদ্রের অর্থ বজ্র হইল, কি শিব হইল ? না রুদ্র যে শিবের নামান্তর, তাহাই স্থিরীকৃত হইল ? ব্যাঘ্রকৃত্তিবসন, পিণাকপাণি, ঈশান, নীলকণ্ঠ, সিতিকণ্ঠ, কপর্দ্দী, ভব, শঙ্কর, সহস্রাক্ষ, রুদ্র ইত্যাদি যে শিবের নাম, তাহা হিন্দুগণ বিলক্ষণরূপে জানেন এবং জানেন বলিয়াই তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। এই রুদ্রের উপাসনা করাতেই পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত সমাজে পূর্ব্বের ঋষিগণ অসভ্য বলিয়া অগ্রাহ্য হইয়াছেন। রুদ্রের অর্থ প্রকৃতপ্রস্তাবে বজ্র হইলে পূর্ব্বতন ঋষিরা যে অসভ্য ও মূর্খ, এ কথা সত্য। কিন্তু অর্থ

করিতে যদি সভ্য বাবুদের ক্রটি ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই পূজ্যতম ঋষিদিগকে অসভ্য বলিয়া নিন্দা করা অন্যায় কি না, তাহা পাঠক মহাশয়দিগেরই বিবেচনাধীন।

যজুর্ব্বেদোক্ত রুদ্রাধ্যায়ে রুদ্রের যে সকল নাম আছে, সেই সমুদয় নাম শিবের; রুদ্রই শিব, শিবই রুদ্র। সুতরাং রুদ্র শিবের নামান্তর। উহাতে রুদ্রের নাম ভব, শিব, শঙ্কর পশুপতি, কপর্দ্দী, তার, সোম, সর্ব্ব, ভীম, উগ্র, ঈশান, নীলকণ্ঠ, সিতিকণ্ঠ, গিরীশ, পিণাকী, উপবীতী, সহস্রাক্ষ, শতধন্বা, গিরীশন্ত, নীললোহিত, [illegible]তম, ত্র্যম্বক, ভুতনাথ, মহেশ্বর, মহাদেব, অগ্নি, বায়ু, জল, আকাশ, চন্দ্র, সুর্য্য ইত্যাদি। বেদেও শিবের বহুবিধ নাম আছে। রুদ্র যে নামান্তর, ইহা চারিবেদ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র ইত্যাদিতে বহুবিস্তৃতরূপে প্রমাণিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার পর বৈষ্ণবগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে রুদ্রগীতে, রুদ্র যে শিবের নামান্তর, তাহা অতি পরিষ্কারভাবে লিখিত আছে। পাঠকের ইচ্ছা হইলে ঐ রুদ্রগীত পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। বেদে যদি রদ্রের নাম শিব, ভব, বৃষধ্বজ, বৃষভস্থ, পিণাকী ইত্যাদি না থাকিত, তাহা হইলেও তাহাতে রুদ্র সম্বন্ধে এমন একটী মন্ত্র নাই যে, যাহাতে রুদ্রের অর্থ বজ্র হইতে পারে। এই অবস্থায় অহেতুক রুদ্রের অর্থ বজ্র কল্পনা করিয়া, পূর্ব্বের ঋষিগণকে অসভ্য বলা ও হিন্দুগণের বেদোক্ত ধর্ম্মের উপরে আক্রমণ করা, সমালোচনায় নিতান্ত অসঙ্গত কর্ম্ম হইয়াছে। বেদের সময়ে শিবের উপাসনা হইত না, শিবপূজার পদ্ধতি. পুরাণের সময় হইতে হইয়াছে; এ কথা বলা সমীচীন নহে। কেন না, পুরাণে পুরাতন ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। সুতরাং লিখিত হওয়ার সময়ে বা পরে

উদ্ভব হয় নাই। সেই সমস্ত ইতিহাস পূর্ব্বেও ছিল, বরং লিখিত ছিল না। ইহা ভিন্ন বেদের সময়, পুরাণের সময়, প্রভেদ ছিল বলিয়া কি রূপে, কি সিদ্ধান্তে সঙ্গত হইতে পারে?" যজুর্ব্বেদে আছে, ব্রহ্মা বিষ্ণুর রহমিকায় শিবলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। চতুর্থ পুরাণে আছে, ব্রহ্মা বিষ্ণুর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, শত-বৎসরেও উহার পরিসমাপ্তি না হওয়ায় উভয়ের মধ্যস্থলে অতি বিপুলাকারে একটী লিঙ্গমূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে বিষ্ণু ব্রহ্মাকে কহিলেন, এই যে তৃতীয় ব্যক্তি মধ্যস্থলে, ইনি কে? ইঁহার ঊর্দ্ধে ও অধে শেষ সীমা দেখা যাইতেছে না। অতএব ঊর্দ্ধের ও অধের শেষ সীমা তোমার আমার জানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এই মন্ত্রণা স্থির করিয়া বিষ্ণু শ্বেত বরাহ রূপে অতলজলে নিমগ্ন হইলেন, ব্রহ্মা হংসরূপে ঊর্দ্ধে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা চারি হাজার বৎসর কাল গমন করিয়াও শেষ সীমা পাইলেন না। তৎপরে ঠিক একই সময়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু পূর্ব্বকথিত স্থানে ফিরিয়া আসিলেন এবং উভয়ে একত্রিত হইয়া স্তবস্তুতি আরম্ভ করিলেন। তাহাতে ঐ লিঙ্গমূর্ত্তি হইতে দশভুজ মহাদেব উভ-য়ের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। "বিষ্ণু শ্বেত বরাহ হইয়াছিলেন বলিয়াই নাম হইয়াছে শ্বেত-বরাহ-কল্প; যাহা পঞ্জিকাতে চলি-তেছে। যজুর্ব্বেদের ঐ প্রমাণ হইতে চতুর্থ পুরাণের এই প্রসঙ্গ বিপর্য্যয় নহে; তবে যজুর্ব্বেদে আছে সংক্ষেপে, চতুর্থ পুরাণে আছে বিস্তৃতরূপে লিখিত। তাহার পর অন্য কোন বেদেও যে উহার বিস্তার নাই, সমস্ত বেদ না দেখিলে এমন কথা বলাও কখ-নই" উচিত নহে। পুরাণে লিখিত আছে বলিয়াই কি পুরাতন প্রসঙ্গ নূতন হইয়া দাঁড়াইল? পুরাণে আছে বলিয়াই কি সেই সময়ে বৈদিক কালের পরিসমাপ্তি হইয়া গেল? পুরাণে আছে বলি-

য়াই কি॰ যজুর্ব্বেদোক্ত প্রমাণ রহিত হইয়া গেল? পুরাণে আছে বলিয়াই কি বেদে নাই বলিতে হইল? ইহাই কি হিন্দুধর্ম্মের সুবিচারের কথা? বিশেষতঃ ত্রিবেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রে শিব এবং শিব-শক্তির উপাসনা পাইতেছি, যজুর্ব্বেদে শিবের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হওয়ার কারণসহ প্রমাণ পাইতেছি, আরও পাইতেছি স্থাপিত করার ও নিত্যপূজায় ব্যবহারের ব্যবস্থা। শিব উপাস্য দেবতা বলিয়াই তাঁহার মাহাত্ম্য ও মহিমা বেদে অতি বিস্তৃতরূপে বিবৃত রহিয়াছে। তবে তাহাতে শিবের অনন্তমূর্ত্তি ও কার্য্য-কারণগত নানাপ্রকার নাম হইয়াছে।

সমালোচক মহাত্মারা যে বেদে কিংবা কোন ঋকের আভা-সেও শিবের নাম নাই বলিয়া সমালোচনায় বাহির করিয়াছেন, তাহা কতদূর সঙ্গত, দৃষ্ট্যর্থে বেদোক্ত শতরুদ্রীয় স্তব হইতে কয়েকটী ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

নমঃ কপর্দ্দিনে চ ব্যুপ্তকেশায় চ নমঃ
সহস্রাক্ষায় চ শতধন্বনে চ॰নমো গিরিশায় চ।
শিপিবিষ্টায়চ নমো মীঢুষ্টমায়
চেষুমতে চ নমঃ। ৯। নমঃ কূপ্যায়
চাবট্যায় চ নমো বিধ্যায় চাতপ্যায়
চ নমো মেধ্যায়চ বিদ্যুত্যায়চ
নমো বর্ষ্যায় চাবর্ষ্যায় চ নমঃ। ১০।

নমঃ শঙ্করেচ পশুপতয়েচ নম উগ্রায়চ ভীমায়চ নমো-গ্রেবধায়চ দূরে.বধায়চ নমো হন্ত্রেচ হনীয়সেচ নমো বৃক্ষভ্যো-হরি কেশোভ্যো নমঃ। ১১।

নমঃ শম্ভবায়চ ময়ো ভবায়চ নমঃ শঙ্করায়চ ময়স্করায়চ নমঃ শিবায়চ শিবতরায়চ নমঃ। ১২।

অগ্নিরিতি ভস্ম বায়ুরিতি ভস্ম জলমিতি ভস্ম স্থলমিতি ভস্ম ব্যোমেতি ভস্ম সর্ব্বং হবা ইদম্ভস্ম মন এতানি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চক্ষুংষি ভস্মানি তস্মাদ্ ব্রতমেতচ্ছামভবম্ পশুপাশ বিমোক্ষণায়। ৪।

তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্র প্রচোদয়াৎ। ৫।

অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্ব সর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ স্বাহা। ৬।

সদ্যোজাতম্প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবেঽভবে নাতিভবে ভবস্বমাম্ভবোদ্ভবায় নমঃ। ৭।

বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্ব্বভূত দমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ। ৮।

ঈশান সর্ব্বভূতানামীশ্বরঃ সর্ব্বদেবানাম্ ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মাশিবোমেঽস্তু সদা শিবোম্। ৯।

ওজশ্চ মে সহশ্চ মে আত্মাচ মে তনূচ মে শর্ম্মচ মে বর্ম্মচ মেঽঙ্গানিচ মে স্থোনিচ মে পরুংষিচ মে শরীরাণিচ মে আয়ুশ্চ মে জরাচ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্। ২।

যন্তাচ মে ধর্ত্তাচ মে ক্ষেমশ্চ মে ধৃতিশ্চ মে বিশ্বঞ্চ মে মহশ্চ মে সম্বিশ্চ মে জ্ঞাত্রঞ্চ মেঽসূশ্চ প্রসূশ্চ মে সীরঞ্চ মে লয়শ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্। ৪।

প্রাণশ্চ মেঽপানশ্চ মে উদানশ্চ মে ব্যানশ্চ মে সমানশ্চ মেঽসুশ্চ মে চিত্তঞ্চ মে অধীতঞ্চ মে বাক্‌চ মে মনশ্চ মে চক্ষুশ্চ মে শ্রোত্রঞ্চ মে ইন্দ্রিয়াণিচ মে বলঞ্চ মে যজ্ঞেনকল্পন্তাম্‌। ৫।

আয়ুর্য্যজ্ঞেন কল্পন্তাম্‌ প্রাণো যজ্ঞেন কল্পন্তাম্‌ চক্ষুর্য্যজ্ঞেন কল্পন্তাম্‌ শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পন্তাম্‌ বাক্‌যজ্ঞেন কল্পন্তাম্‌ মনোযজ্ঞেন কল্পন্তাম্‌ আত্মাযজ্ঞেন কল্পন্তাম্‌ ব্রহ্মা যজ্ঞেন কল্পন্তাম্‌ বিষ্ণু যজ্ঞেন কল্পন্তাম্‌। ১০।

শত রুদ্রীয় স্তব বহুবিস্তৃত। তাহা হইতে এই কয়টী মাত্র উদ্ধৃত করা গেল।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় ৩য় অধ্যায়ের

৬০ম মন্ত্র।

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং উর্ব্বারুকমিব বন্ধানান্‌ মৃত্যোর্মুক্ষিয় মামৃতং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং প্রতিবেদনং উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাদিতো মুক্ষিয় মামুতঃ। ৬০।

ত্র্যম্বক নামের বৈদিক অর্থ—ত্রি+অম্বক—ত্র্যম্বক। ত্রিনেত্র, ত্রিলোক, ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ ত্রি অম্বক। প্রমাণ, যজুর্ব্বেদীয় সৎপথ, সামবেদীয় দৈবত ব্রাহ্মণ।

ত্র্যম্বক নামের অর্থ অভিধানে যেরূপ লিখিত আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

১। যিনি ত্রিবেদ বলিয়াছেন, তাঁহারই নাম ত্র্যম্বক।

২। যিনি ত্রিলোকের পিতা, ত্রিলোক পালক, তাঁহারই নাম ত্র্যম্বক।

৩। ত্রিলোচন। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক যাঁহার স্থান, তাঁহার নাম ত্র্যম্বক।

কার্য্যকারণগত বেদে এইরূপে শিবের বহুবিধ নাম পাওয়া যায়।

অভিধানে শিবের অন্যান্য নামের অর্থ যে প্রকার লিখিত আছে, তন্মধ্যে কতিপয় নামের অর্থ নিম্নে প্রদর্শন করা গেল।

রুদ্র—ব্রহ্মার রোদনে আবির্ভূত হওয়াতে নাম হইয়াছে রুদ্র।

বিরূপাক্ষ—বিকৃত চক্ষু বলিয়াই নাম হইয়াছে বিরূপাক্ষ। কেন না, শিবের ঊর্দ্ধনেত্র মুদ্রিত; সেই নেত্রে দৃষ্টি করিলে সৃষ্টি-সংহার্ হয়।

নীললোহিত—এক কল্পে নীল, অন্য কল্পে লোহিত বর্ণ হন বলিয়া নাম হইয়াছে নীললোহিত।

ব্যোমকেশ—ব্যোম শব্দের অর্থ আকাশ। আকাশ যাঁহার কেশ, তিনি ব্যোমকেশ। 'আকাশ ব্যাপী যাঁহার কেশ, অর্থাৎ আকাশ ব্যাপী চন্দ্রসূর্য্যের কিরণ যাঁহার কেশ, তিনি ব্যোম-কেশ।

যজুর্ব্বেদোক্ত রুদ্রাধ্যায়ের অনুবাদে মহাত্মা সত্যব্রত-সামশ্রমী মহাশয় রুদ্রের যে সমস্ত নামের যে অর্থ করিয়াছেন, প্রমাণার্থে তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

রুদ্রের নাম—	অর্থ—
হিরণ্যবাহুসেনানী	যাঁহার বাহুর আশ্রয়ে সমস্ত জগৎ রক্ষিত, তিনিই হিরণ্যবাহুসেনানী।
হরিকেশ	হরিতবর্ণ কেশ এবং বৃক্ষের অন্তরেও আছেন বলিয়া হরিকেশনামে প্রসিদ্ধ।
ভব	যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে; অর্থাৎ স্রষ্টা।
রুদ্র	যিনি মৃত্যুভয়রূপ রুৎ—দুঃখ, তাহা দ্রাবণ, অর্থাৎ বিনাশ করেন। একা-

দর্শ পুরাণের অর্থ, ব্রহ্মা সৃষ্টি চিন্তায় ধ্যানস্থ হইলে, প্রথমেই কতকগুলি সর্পের সৃষ্টি হইয়াছিল। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা রোদন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। ঐ রোদনে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মাকে পুনর্জ্জীবিত ও পুনরায় সৃষ্টি চিন্তায় ধ্যানস্থ হইতে আদেশ দিয়া যিনি অন্তর্দ্ধান হন। ব্রহ্মার রোদনে আবির্ভূত হওয়াতে নাম হইয়াছে রুদ্র। যিনি অগ্নিতে বিদ্যমান।

সর্ব্ব ... ... যিনি সকলের অন্তক, অর্থাৎ সংহর্ত্তা।

পশুপতি ... ... পশু—প্রাণী, তাহাদের অধিপতি। প্রাণিগণের পালয়িতা।

নীলকণ্ঠ ... ... নির্ম্মল আকাশে উদিত সূর্য্যের অন্তরে যিনি আছেন।

সিতিকণ্ঠ ... ... সমেঘ আকাশে উদিত সূর্য্যের অন্তরে যিনি আছেন।

কপর্দ্দী ... ... জটাজুটধারী।

সহস্রাক্ষ ... ... সর্ব্বপ্রাণীর অন্তঃ প্রবিষ্ট।

আশু ... ... জগদ্ব্যাপক।

জ্যেষ্ঠ }
কনিষ্ঠ } ... ... সৃষ্টির আরম্ভে যাহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার এবং অতঃপর যে সকল উৎপন্ন হইতেছে, হইবে, সেই সমস্তেরও হৃদয়ে বিদ্যমান বলিয়া জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ নাম হইয়াছে।

পূর্ব্বজ মধ্যজ অপরজ	যেহেতু প্রথম গর্ভাধানে ও গর্ভস্থ শিশুর রক্ষকরূপে সেই শিশুর আত্মার আত্মা হইয়া গর্ভে বাস পূর্ব্বক তাহারই সহিত প্রসূত হন; তৎপর গর্ভাধানেও সেইরূপ। অতএবই তাঁহাকে প্রথম সন্তান, দ্বিতীয় সন্তান, শেষ সন্তান, সমস্তই বলা যাইতে পারে।
শোভ্যং	পৃথিবীলোকে ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে সেই প্রসূত বালকের অন্তর্দ্দেবতা।
যাম্য	মৃত্যু যাতনা ভোগ কালে যিনি বিদ্যমান থাকেন।
অবসান্য	যাঁহার প্রসাদে প্রাণী সকল জন্ম মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে।
কক্ষ্য	যিনি গৃহে বিদ্যমান।
শ্রব	যিনি ধ্বনিতে বিদ্যমান।
প্রতিশ্রব	যিনি প্রতিধ্বনিতে বিদ্যমান।
শূর	যিনি যুদ্ধবিশারদগণের হৃদয়ে বিদ্যমান।
অবভেদী	যিনি শত্রু হৃদয়ভেদী প্রহরণেতে বিদ্যমান।
মেঘ্য	যিনি মেঘে আছেন।
বিদ্যুত্য	যিনি বিদ্যুতে আছেন।
বর্ষ্য	যিনি বৃষ্টির ধারাতে আছেন।
বাত্য	যিনি বায়ুপ্রবাহে আছেন।

রেষ্ম্য ... ... যিনি প্রবল বাত্যাতেও আছেন।
বাস্তব্য ... ... যিনি বাস্তুতে আছেন।
বাস্তুপ ... ... বাস্তুর পালয়িতা।
সোম ... ... যিনি চন্দ্রে বিদ্যমান।
উগ্র ... ... শিবের বায়ু মূর্ত্তি।
ভীম ... ... ভয়ানক দর্শন।
তার ... ... সংসার বন্ধন হইতে ত্রাণকারী।
শঙ্কর ... ... ঐহিক কল্যাণকারী।
শিব ... ... কল্যাণস্বরূপ।
শিবতর ... ... কল্যাণস্বরূপ করিতেও সমর্থ।
হৃদয্য ... ... হৃদয়ে বিদ্যমান।
নিবেষ্য ... ... হিম রাশিতে বিদ্যমান।
পাংশব্য ... ... ধূলিতে বিদ্যমান।
ঊর্ব্য ... ... বাড়বানলে বিদ্যমান।
সূর্ব্য ... ... মহাপ্রলয়ানলে বিদ্যমান।
উদ্গুরমান ... ... সদ্যোঘ্নমি উৎপাদক।
অভিঘ্নন ... ... সংহারক।
ইষুকৃত ... ... বাণের স্রষ্টা।
কিরিক ... ... বৃষ্ট্যাদিদ্বারা জগৎসৃজন কারক।
বিচিম্বৎক ... .. বৃষ্ট্যাদিদ্বারা জগৎ পালন কারক।
দ্রপে ... ... পাপিগণের দুর্গতিকারী।
সোমাধিপতি... ... (পৃথিবীতে দৃশ্যমান, সোমেশ্বর নামে শিব আছেন বলিয়াই বোধ-হয়, সামশ্রমী মহাশয় সোমাধি-পতির কোন অর্থ লিখেন নাই)

দরিদ্র	সহায়শূন্য ; যেহেতু অদ্বিতীয়।
নীললোহিত	একাংশ নীল, অপরাংশ লোহিত ; অর্থাৎ কৃষ্ণ শুক্ল উভয়াত্মক।
বিকিরিদ্র	বিশেষরূপে বিনাশকারী।
বিলোহিত	বিশেষ রক্তবর্ণ সংহারমূর্ত্তি।

ইহা ভিন্ন ঋগ্বেদের ১ম অষ্টকের ৩য় অধ্যায়ে ১ম মণ্ডলের ৪৩ শ সূক্তের ১ম, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ মন্ত্রে রুদ্রদেবকে রুদ্র নামে, ১১৪ শ সূক্তের ১ম, ৫ম, মন্ত্রে কপর্দ্দী নামে এবং ২য়, ৩য়, ৪র্থ, মন্ত্রে রুদ্র নামে পাওয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ রুদ্র, কপর্দ্দী শিবেরই নামান্তর।

১১৪ শ সূক্তের ৪র্থ মন্ত্রে রক্ষাকারী, ৫ম মন্ত্রে সুখ, ব্রহ্ম, গৃহ প্রদানকারী, ৬ ষ্ঠ মন্ত্রে মরুৎগণের সৃজনকারী এবং ৯ম মন্ত্রে সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকারী বলিয়া রুদ্রদেবের স্তুতি ও উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে।

ঐ বেদের ২য় অষ্টকের ৭ম অধ্যায়ে ২য় মণ্ডলের ৩৩শ সূক্তের ১ম মন্ত্রে রুদ্রকে মরুৎগণের সৃজনকারী, ৬ষ্ঠ মন্ত্রে মরুৎরূপে, ৮ম মন্ত্রে সূর্য্যরূপে, ৯ম মন্ত্রে বহুরূপ নামে, ১০ম মন্ত্রে জগৎ-রক্ষকরূপে পাওয়া যায়। বহুরূপ শিবেরই অন্য নাম।

ঋগ্বেদের ১ম অষ্টকের ৩য় অধ্যায়ে ১ম মণ্ডলের ৪৩শ সূক্তের ৭ম, ৮ম, ৯ম মন্ত্রে সোম দেবতার স্তুতিবিশেষ। উহাতে সোমদেবতা শিব নামে খ্যাত হইয়াছেন। শিবেরই নাম সোম এবং সোমেরই নাম শিব। সোমদেবতা শিবের রূপান্তর। ৪৪শ সূক্তের ৫ম মন্ত্রে অগ্নিদেবতাকে বিশ্বপালক, বিশ্বের ত্রাণকর্ত্তা ও যজ্ঞনির্ব্বাহকরূপে ২য় অষ্টকের ৫ম অধ্যায়ে ১ম সূক্তের ৬ষ্ঠ মন্ত্রে অগ্নিদেবকে রুদ্র-রূপে ঈশ্বর নামে, ২য় সূক্তের ১ম মন্ত্রে তাঁহাকে সর্ব্বভূতজ্ঞ নামে

পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে অগ্নি যে রুদ্রের রূপান্তর, তাহার আর সন্দেহ নাই। রুদ্র শিবেরই নামান্তর। যেহেতু হিন্দুরা জানেন যে, রুদ্রের নামও কপর্দ্দী, শিবের নামও কপর্দ্দী।

ওঁ তৎসৎ।

ওঁ ঋগ্বেদায় নমঃ।

মহউগ্রায় তবসে সুবৃক্তিং প্রেরয় শিবতমায়পশ্বঃ গির্বাহসে গির ইন্দ্রায় পূর্বীর্ধে হিতম্বে কুবিদংগবদেৎ। ৬।৬।৩।৫

উপলঃ পিতরা বাচর শিবঃ শিবাভি রুতিভি। ময়োভুর দ্বিবেণ্যঃ সখা সুশেশে অদ্বয়াঃ। ২।৫।৬।৩

ভুবো যজ্ঞস্য রজসশ্চ নেতাযত্রা নিযুদ্ভিঃ সচসে শিবাভিঃ। দিবিমূর্ধানং দধিষে স্বর্ষাং জিহ্বামগ্নে চাকৃষে হব্যবাহং। ৭।৬।৪। ২

পৃক্ষোবপুঃ পিতুমান্নিত্য আশয়ে দ্বিতীয় মাসপ্ত শিবাসুমাতৃষু। তৃতীয়মস্য বৃষভস্য দোহসে দশপ্রমতিং জনয়ংত যোষণঃ।

২। ২। ৮। ২

অদেবাদ্দেবঃ প্রচতা গুহা যন প্রপশ্য মানে।
অমৃতত্ব নেমি শিবং যৎসংতম শিবো জহামিস্যাৎ সখ্যাদরণীং নাভিমেমি। ৮।৭।৯।২

ঋষিং নরাবং হসঃ পঞ্চজন্য মৃবী সাদত্রিং মুংচক্ষো গণেন।
মিনং ত্ব দাস্যোরশিবস্য মায়া অনুপূর্ব্বং বৃষণা চোদয়ংতা।

১।৮।১৩।৩

অদব্ধেভিঃ সবিতঃ পায়ুভিষ্টং শিবেভিরদ্য পরিপাহিনে গেয়ং হিরণ্যজিহ্বঃ সুবিতায় নব্যসে রক্ষামাকির্ণো অঘশংস ঈশত।

৫।১।১৫।৩

মানোমর্ত্তয়ে রিপবে রক্ষস্বিনে মাঘ শংসায় রীরধ।
অগ্নে খদ্ভি গুরুনিভির্যবিষ্ঠ শিবেভিঃ পাহিপায়ুভিঃ।
৬।৪।৩৩।৩

অত্রাশিবাং তন্বোধাসিমস্যা জরাং চিন্নেনির্ঋতির্জগ্রভীত।
৪।২।১৬।২

অয়ং মে হস্তো ভগবানয়ং মে ভগবত্তবঃ অয়ং মে বিশ্বভেষজোঽয়ং শিবাভিমর্শন। ৮।১।২৫।১২

প্রতিববানি বর্ত্তয়তে অশ্রু চক্রন্নক্র দদাধ্যে শিবার্ষে।
প্রতত্তে হিনবায়ত্তে অস্মে পরেহ্য স্তং নহিমুর মাপ। ৮।৫।৩।৩

যোবঃ শিবতমো রসন্তস্যভা জয়তেঃ হনঃ উশতীরিব মাতরঃ।
৭।৬।৫।২

তং বর্দ্ধর্দ্ধয়ং তোমতিভিঃ শিবাভিঃ সিংহমিবনালদতং মধস্থে
বৃহস্পাতিং বৃষণং শূরসাতৌ ভারভার অনুমদেম জিষুং।
৮।২।১৬।৩

অশ্বতীরীয়তে সংবভধ্ব মুত্তিষ্ঠত প্রতরতা সখায়ঃ।
অত্রাজহাম যে অসন্নশেবাঃ শিবাম্নয়মুত্তরে মাভিবাজান্।
৮।১।১৪।৩

যাবাং প্রত্নানি সখ্যাশিবাণি তেভিঃ সোমস্য পিবতং সুত্তস্য।
১।৭।২৬।৫

যে চ পূর্ব্বাঋষয়ো যে চ নূত্না ইন্দ্রং ব্রহ্মাণি জনয়ন্ত বিপ্রাঃ
অস্মেতে সংতু সখ্যা শিবাণি যূয়ঃ পাতস্বস্তিভিঃ সদানঃ।
৫।৩।৬।৫

শিবা নঃ সখ্যা সংতু ভ্রাতাগ্নে দেবেষু বুষ্মে।
সানোনাভিঃ সদনে সস্মিন্নূধন্। ৩।৫।১০।৮

নমামি মেথ নজিহিল এষা শিবা সখিভ্যাউতমহ্যমাসীৎ।
অক্ষস্যাহমেক পরস্য হোতোরণু ব্রতামপ জায়ামবেবিং।

৭।৮।৩।৩

অঘোর চক্ষুরপতি ঘ্নোধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সর্ব্বাঃ।
বীরসূদেব কামা স্যোনা শং নোভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে।

৮।৩।২৮।৪

সখায়স্তে বিষুনা অগ্ন এতেশিবা সঃ সংতো অশিবা অভূবন
অধূর্ষত্ত স্বয়মেতে বচোভির্ঋজূয়তে বৃজিনানি ব্রুবংতঃ। ৪।১।৪।৫

তা অস্মভ্যং পয়সা পিন্বমানীঃ শিবাদেবী বশিপদা ভবংতু
সর্ব্বনদ্যো অশিমিদা ভবংতু। ৫।৪।১৭।৪

অজো ভাগতপসা তৎতপস্যতংতেশোধেস্তপস্তভূতংতে অর্চ্চিঃ।
যাস্তে শিবাস্তম্বো জাতবেদস্তভির্বহৈনং সুকৃতামু লোকং।

৭।৬।২০।৪

প্রজাপতির্মহ্য মেতারোরাণো বিশ্বৈর্দেবৈ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ
শিবাঃ সতীরুপনোগোষ্ঠ মাকস্তা সাং বয়ং প্রজায়া সংসদেম।

৮।৮।২৭।৪

উপত্যাবহ্নি গমতোবিশং নোরক্ষোহনা সংভৃতা বীলুপাণী
সমংধাংস্যগত মৎসরাণি মানোবধিষ্টমাগতং শিবেন।

৫।৫।২০।৪

ব্রাহ্মণাসঃ পিতর সোম্যাসঃ শিবেনোদ্যারা পৃথিবী অনেহসা
পূষানঃ পাতুদুরিতা দৃতা বৃধো রক্ষামা কির্ণো অবশং সঈশত।

৫।১।২০।৫

অপ্রযুচ্ছন্ন প্রযুচ্ছদ্ভিবগ্নেশিবেভির্ণঃ পাযুভিঃ পাহিশগ্মৈঃ।
দব্ধেভিরদৃপিতেভিরিষ্টে২নিমিষদ্ভিঃ পরিপাহি নোজা ২।২।১২।৮

পিতুশ্চি দূধর্জ্জুধাবিবেদব্য ব্যধারা অস্থজদ্ধিধেনাঃ।
গুহাচরং তং সখিভিঃ শিবেভির্দিবো যহ্বীভির্ণ গুহাবভুব।
২।৮।১৪।৪

অলোগহিসদোভিঃ শিবেভিঃ মহান্মহীভি ছেতিভিঃ মন্যেন।
অস্মেরয়িং বহুলং সংতরুক্ষ সুবাচং ভাগং যশসং কৃধীনঃ।
২।৮।১৬।৪

অসুব কবিরাদিতি র্বিবস্বান্ত সুসং সন্মিত্রো অতিথি শিবোর্ণঃ।
চিত্র ভাণুরুষসাং ভাত্য গ্রেহপাং গর্ভঃ প্রস্ব আবিবেশ।
৫।২।১২।৩

এতে স্তোমানরাং নৃতমতুভ্যঃ সম্মাচ শূরোবিতচে নৃণাং।
৫ । ২ । ৩০ । ৫

সজুদেবেভিরপাং নপাতং সখায়ং কৃধ্বং শিবো নো হস্তু।
৫।৩।২৬।৫

পরাগা সেষবশং কাচ্চিদাঘ্নণে নিতংরেকনো অমর্ত্য অস্মাক।
পুষগবিতা শিবোভব মংহিষ্টৌ বাজসাতয়ে। ৫।৭।৩৩।৩

অগ্নে মন্মানিতুভ্যং কং ঘৃতং নজুহব আসনি।
সদেবেষু প্রচিকিদ্ধি তং হ্যপি পূর্ব্যঃ শিবোদূতো বিবস্বতো
লভংতামস্তকে সমে। ৬।৩।২২।৩

সস ইন্দ্রঃ শিবঃ সখাশ্বাবক্ষোমজ্ববমৎ উরুধারেব দোহতে।
৬।৩।২১।৬

ত্বংনো বৃত্রহং তনেং দ্রস্যোং দো শিবঃ সখা যৎসীংহবংতে
সমিত্তে বিবোমদে যুধ্যমানাস্তেকে সাতো বিবক্ষসে। ৭।৭।১২।৪
স্তোমং বো অদ্য রুদ্রায় শিকসেক্ষয় দ্বীরায় নমসাদিদিষ্টনঃ।

যেভিঃ শিবঃ স্বশ্বঁ এবয়া মভির্দিবঃ মিষক্তি স্বয়শা নিকামভিঃ।

৮।৪।২৪।৪

শিবঃ কপেতে ইষিতো নো হস্ত নাগা দেবা শকুনোগৃহেষু।
অগ্নির্হি বিপ্রো জুষতাং হবির্ণঃ পরিহেতিঃ পক্ষিণী নো বৃণক্তু ঃ।

৮।৮।২৩।২

পুরাণ লোকঃ সখ্যং শিবং বাং যুবোর্ণবাদ্রবিনং জহ্নাব্যাং
পুনঃ কৃন্বানাঃ সখ্যাশিবাণি মধ্বামদেম সহনু সমানাঃ।

৩।৪।৪।১

বায়ো যাহি শিবাদিবো বহস্বা সুস্বশ্ব্যং বহস্বমহঃ পৃথুপক্ষ-
সারথে। ৬।২।৩০।৩

অদেবাদ্দেবঃ প্রচতা গুহাযনপ্রপশ্যমানো অমৃতত্বমেমি।
শিবং যৎসংতম শিবোজহামিস্বাং সখ্যাদরণীং নাভিমেমি।

৮।৭।৯।২

ঋং মংণ্ড্য অ ২ অ ঋগ্বেদীয় দ্বিতীয় অধ্যায়
৭ম মণ্ডলের ১৯শ সুক্ত।

'এতেস্তোমাং নরাং নৃতমতুভ্য মস্মদ্র্যং চোদদতো মঘানি।
তেষামিন্দ্রং বৃত্র হত্যো শিবো ভুসখাচ শূরো হরিতাচ নৃণাং। ১।
ত্বমগ্নে প্রথমো অংগিরা ঋষির্দেবো দেবানামভবঃ শিবঃ সখা
তব ব্রতে কবয়ো বিদ্মনাপশোহজায়তং ত মরুতোভ্রাজ দৃষ্টর্য্যঃ। ১।
প্রথমাষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩১শ সুক্ত,
১ম ঋক।

আত্তেসুপর্ণা অমিনং তঁএবে কৃষেণ্যা নো নাব বৃষভো যদীদং
শিবাভির্ণস্ময়মানাভি বাগাৎ পতবতি মিহস্তন যংত্যভ্র। ১।৫।২৭।২
উপন্নঃ পিতবাচর শিবঃ শিবাভিরূতিভিঃ।
ময়োভুরদ্বিষেণ্যঃ সখাসুবেশে অদ্বয়াঃ। ২।৫।৬।৩

সখায়ন্তে বিষুণা অগ্নএতে শিবানঃ সংতো অশিবা অভুবন্।
অধুর্বত স্বয়মেতে বচোভিঃ ঋজূয়তে বৃজিনানি ব্রুবংতঃ।
৪।১।৪।৫

অয়ং দেবঃ সহসা জায়মান ইন্দ্রেণ যুজাপনিমস্তভায়াৎ
অয়ং স্বস্য পিতুরাজধানীং দুরমুষ্ণাদ শিবস্য মায়া।
৪.৭।২।২

যো বাচা বিবাচোমৃধ্রবাচঃ পুরূসহস্রা শিবা জঘান।
তত্তদিদস্য পৌংস্যং গৃণীমসি পিতেব যস্ত বিষীং বা বৃধেসবঃ।
৭।৭।৯।৫

মাকির্ণ এনা সখ্যা বিবৌষুস্তবচেং দ্রবিণদস্য চ ঋষেঃ।
বিদ্মাহিতেপ্রমিতিং দেবজামিব দস্মে তে সংতু সখ্যা শিবাণি।
৭।৭।৯।৭

সনোযোবেং দ্রো জোহুত্রঃ সখা শিবোন রামস্ত পাতা।
যঃ শং সং তং যঃ শশমানমুতী পচং তং চস্তবং তংচপ্রণৈষৎ।
২।৬।২৫।৩

আরে অস্মদমতিমারে অহং আরে বিশ্বাং দুর্ম্মতিং যন্নিপানি
দোষাশিবঃ সহসঃ সুনোঅগ্নে যংদেব আচিৎ সচসেস্বস্তি।
৩।৫।১১।৬

মার্জাল্যো নৃজ্যতে স্বেদমুনাঃ কবিপ্রশস্তো অতিথিঃ শিবোনঃ
সহস্র শৃঙ্গো বৃষভস্ত দোজা বিশ্বা অগ্নে সহসাপ্রাস্যল্যান্।
৩।৮।১৩।২

শিবস্তুষ্ট রিহাগত্তি বিভুঃ পোষ উতত্মনা।
যজ্ঞে যজ্ঞে ন উদব। ৬।৮।২১।৩

অগ্নেত্বংনো অংতম উতএতো শিবোভবা বরূথ্যঃ।
বসুরগ্নির্বসুশ্রবা অচ্ছানক্ষি দ্যুমত্তমং রয়িং দাঃ॥ ৪।১।১৬।১

বিষ্ণুরগম্ন উভয়া অণুব্রতা দূতোদেবানাং রজসী সমীয়সে

বস্তেধীত্তিং স্থমতিমাবৃণী মহেহধ স্মনেত্রি বরূথঃ শিবোভবঃ।

৪।৫।১৮।৪

যোগৃণতা মিদাসিথা পিরূতী শিবঃ সখা সত্বং ন ইন্দ্র মৃলব।

৪।৭।২৪।২

সামবেদীয়

আরণ্যসংহিতা। ৯।১১

অধিপ৴ তাই। মিত্রপ৴ তাই। ক্ষত্রপ৴ তাই। স্বপতাই।

ধনপতাই। না২ মাঃ। মন্যুহা বৃত্রহা সূর্য্যেণ স্বরাড্ যজ্ঞেন

মঘবাদক্ষিণাস্য প্রিয়াতনু রাজ্ঞাবিশং দাধার।

বৃষভস্তৃষ্টা বৃত্রেণ সচীপতিবম্মেনগয়ঃ

পৃথিব্যা হ্বণিকোগ্নিনা। বিশ্বংভুতম। ভ্যভবো।

বায়ুনা বিশ্বাঃ। প্রজাভ্যপবথা বষ্ট্কারেণার্দ্ধ

ভাক্। সোমেন সোমপাঃ। সমিত্যা। পরমেষ্ঠীরে

দেবা দেবাঃ। দিবিষদঃ। স্থতেভ্যো বো। দেবা

দেবেভ্যোনমঃ। যেদেং। অন্তরিক্ষ সদঃ। স্থতেং।

যেদেং। পৃথিবোষদঃ। স্থতেং। যেদেং। অপস্থু-

ষদঃ। স্থতেং। যেদেং। দিক্ষুসদঃ। স্থতেং। যেদেং

আশাসদঃ। স্থতেং। অবজ্যামি বধম্বনোবিতেমন্যুং

নবাঃমসি মৃতত্তান ইহ অস্যাভ্যং ইডাভা ২৩।

যইদং বিশ্বভুতং। বৃয়ো।৩। আউবী। ২৩। না ২৩৪। মাঃ

অধিপ। তাই। মিত্রপ। তাই। ক্ষত্রপ। তাই। স্বপতাই।

ধনপতাই। নামাঃ। নমউত্তভিভ্য শ্চোত্তস্থানেভ্যশ্চ নমো

নোষঙ্গিভ্যশ্চোপবীত্তিভ্যশ্চ নমো স্যঙ্গোভ্যশ্চ
প্রতিপাদনেভ্যশ্চ নমঃ। প্রবিষ্যঙ্গশ্চ
প্রবাদিভ্যশ্চনমঃৎসরঙ্গশ্চ ভনারিভ্যশ্চ নমঃশ্রী।
তেভ্যশ্চ শ্রায়িভ্যশ নমস্তিষ্টঙ্গ শ্চোপতিষ্টভ্যশ্চ
নমো যতেচ বিযতেচ নমঃ পথেচ বিপথায়চ।
অবজ্যামি বধম্বনো বিতে মন্যুং নয়ামসি ম্বড়তাং
ন ইহ যুয়ো। আউবা। নামা। ১০
অধিপ ৫ তাই। এবং পশ্চাৎপাঠ নমোম্নায়ন
নোন্নপতয় একাক্ষায় চাবপন্নাদায়চ নমোনমঃ।
রুদ্রায় তীরসদেন। মস্থিরায়। স্থিরধম্বনে নমঃ
প্রতিপদায়চ পটরিণেচ। নমস্ত্রিগ্নমবকায়চ
কপর্দ্দিনেচ নমঃ। আশ্রয়েভ্যশ্চ। প্রত্যাশ্রয়েভ্যশ্চনমঃ।
ক্রব্যেভ্যশ্চ। বিবিক্ষেভ্যশ্চ নমঃ সংবৃতেচ বিবৃতেচ।
অবজ্যামি। বধম্বনো বিতে মন্যুং নয়ামসি ম্বড়তাং
ন ইহ। অস্মভ্যং ইড়াভায় ইদং বিশ্বভুতং।
যুয়ো আউবা নামাঃ। ১০

সামবেদীয় আগ্নেয়পর্ব্ব দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয়দশক্তি।

আবো রাজান মধ্বরস্য রুদ্রং। হোতারং। সত্যযজং রোদস্যো। অগ্নিং পুরাতনয়িস্তোরচিত্তাদ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বং। ৭

তৃতীয় অধ্যায়।

এষতে রুদ্রভাগঃ সহ স্বগ্রাম্বিক যাতুং যুষস্ব স্বাহা এষ্তে রুদ্রভাগ আখুস্তে পশুঃ। ৫৭

অবরুদ্র মদীমহ্য বদেবত্র্যাম্বকং যথা নে। বস্য সঙ্করদ্যথা নঃ শ্রেয় সঙ্করদ্যথা নোব্যবসায়াৎ। ৫৮

ভেষজমসি ভেষজঙ্গবেঽশ্বায় পুরুষায় ভেষজং সুখম্মেষায় মেষ্ট্যৈ। ৫৯

এতত্তেরুদ্রাবসং তেন পরো মূজবতোঽতীহি। অবততধন্বা পিনাকাবসঃ কৃত্তিবাসা। অহিংসতন্বঃ শিবোঽতীহি ৬১।

ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ। কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং। যদ্দেবেষু ত্র্যায়ুষং। তন্নোঅস্তু ত্র্যায়ুষং শিবোনামাসি স্বধিতি পিতা নমস্তে অস্তমা মাহিংসী নিবর্ত্তয়া ম্যাবুষেঽন্নদ্যায় প্রজননায় রায়স্পোষায় সুপ্রজস্ত্বায় সুবীর্য্যাং। ৬৩

বেদে শিব অগ্নিরূপে, বায়ুরূপে, চন্দ্র অর্থাৎ সোমরূপে, সূর্য্যরূপে, ইন্দ্রাগ্নিরূপে, ক্ষিতিরূপে, জলরূপে এবং শিবরূপে রুদ্রনামে অথবা রুদ্ররূপে শিব নামে, অগ্নিরূপে শিব নামে, সোমরূপে শিবনামে, বায়ুরূপে শিবনামে, সূর্য্যরূপে শিবনামে পূজিত ও আরাধিত হইয়াছেন। অগ্নি শিবের রূপান্তর বলিয়াই সাগ্নিক ঋষিগণ সর্ব্বদাই হোমগৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিয়া প্রতিদিন ত্রৈকালীন হোম করিতেন এবং অগ্নির অর্চ্চনা ও রুদ্রের উপাসনাদ্বারা সিদ্ধি ও মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতেন। বস্তুতঃ বেদে বহু নামে, বহুরূপে, শিবের স্তব, স্তুতি ও উপাসনা রহিয়াছে।

ঋগ্বেদে যে রুদ্রাধ্যায়ে শিবের স্তব আছে, যাহা ঋগ্বেদোক্ত রুদ্রাধ্যায় বলিয়া বিখ্যাত, উহা ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে রুদ্রদেবের পূজা ও হোমের পর পঠিত হইয়া থাকে; সামবেদ রুদ্রাধ্যায়ে সামসংহিতা বলিয়া যে স্তব আছে, তাহা সামবেদী ব্রাহ্মণের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে পঠিত হয় এবং যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৈশ্যশূদ্রপ্রভৃতি সমস্ত হিন্দুর বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে যজুর্ব্বেদোক্ত রুদ্রাধ্যায়ে শিবের স্তব পাঠ করার রীতি আছে।

শিবের উপাসনা, শিবের স্তব, বেদে ও ব্যবহারে যে বুহিয়াছে, ইহা হিন্দুজাতিমাত্রই বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন। এই অবস্থায় শিবের উপাসনা, শিবের অর্চ্চনা, শিবের নামগন্ধও বেদে নাই বলিয়া বেদবিরুদ্ধে কোনও কথা বলা কি সমালোচনা বাহির করা নিতান্ত অসঙ্গত।

(ঋক্ সং ৮মং ৭অং ১১, ১২ বর্গ)।

"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।

অহম্ মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ ১ ॥

এই সূক্তের ভগবান্ সায়নাচার্য্যকৃত ভাষ্য এই ;—

"অহং সূক্তস্য দ্রষ্ট্রী বাগাম্ভৃণী য়দ্ ব্রহ্ম জগৎকারণং তদ্রূপা ভবন্তী রুদ্রেভী রুদ্রৈরেকাদশভিঃ। ইত্থম্ভাবে তৃতীয়া। তদাত্মনা চরামি। এবং বসুভিরিত্যাদৌ তত্তদাত্মনা চরামীতি য়োজ্যম্। তথা মিত্রাবরুণা মিত্রং চ বরুণং চ। সুপাং সুলুগিতী দ্বিতীয়ায়া আকারঃ। উভোভাবহমেব ব্রহ্মীভুতা বিভর্ম্মি ধারয়ামি। ইন্দ্রাগ্নী অপ্যহমেব ধারয়ামি। উভোভাবশ্বিনাবপ্যহমেব ধারয়ামি। ময়ি হি সর্ব্বং জগচ্ছুক্তৌ রজতমিবাধ্যস্তং সন্দৃশ্যতে। মায়া চ জগদাকারেণ বিবর্ত্ততে। তাদৃশ্যা মায়ায়া আধারত্বেনা সঙ্গস্যাপি ব্রহ্মণ উক্তস্য সর্ব্বস্যোৎপত্তিঃ॥ ১॥

অহং সোম মাহনসম্ বিভর্ম্যহন্ ত্বষ্টারমুত পূষণম্ ভগম্।

অহন্দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে য়জমানায় সুন্বতে॥ ২ ॥

আহন্ৎসম্মাহত্তব্য স্বভিষোতব্য। সোমংয়ন্বা শত্রূণামাঙ্স্তারং দিবি্ বর্ত্তমানং দেবতাত্মানং সোমমহমেব বিভর্ম্মি। তথা ত্বষ্টার মুতাপি চ পূষণং ভগং চাহমেব বিভর্ম্মি। তথা হবিস্মতে হবির্ভি-র্দ্ধকায় সুপ্রাব্যে শোভনং হবির্দেবানাং প্রাপয়িত্রে তর্পয়িত্রে। অবতে স্তর্পণার্থাদবিতৃ স্থত ত্রিভ্য ঈরিতীকার প্রত্যয়ঃ। চতুর্থ্যেক বচনে য়ণ্যাদাত্তস্য রিতয়োর্য়ণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্যেতি সুপঃ স্বরি-তত্বং। সুষতে সোমাভিষবংকুর্বতে। শতুরনুম ইতি চতুর্থ্যা উদাত্তত্বং। ঈদৃশায় য়জমানায় দ্রবিণং ধনং য়াগফল রূপমহমেব ধারয়ামি। এতচ্চ ব্রহ্মণঃ ফলদাতৃত্বং "ফলমত উপপত্তেঃ। ৩, ২, ৩৮" ॥

ইত্যধিকরণে ভগবতা ভাষ্যকারেণ সমর্থিতম ॥ ২ ॥

অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসুনাঞ্চিকিতুষী প্রথমা য়জ্ঞিয়ানাম্।
তাম্ মা দেবা ব্যধধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাগ্ ভূর্যাবেশয়ন্তীম্ ॥৩॥

অহং রাষ্ট্রী ঈশ্বরনাম্নৈ তৎ। সর্বস্য জগত ঈশ্বরী। তথা বসূনাং ধনানাং সঙ্গমনী সঙ্গময়িত্রী। উপাসকানাং প্রাপয়িত্রী। চিকিতুষী য়ৎ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যং পরং ব্রহ্ম তজ্জ্ঞাতবতী। স্বাত্ম-তয়া সাক্ষাৎ কৃতবতী। অতএব য়জ্ঞিয়াণাং য়জ্ঞার্হাণাং প্রথমা মুখ্যা। য়ৈবংরূপ বিশিষ্টাহং তাং মাং ভূরিস্থাত্রাং বহুভাবেন প্রপঞ্চাত্মনাবতিষ্ঠমানাং ভূরি ভূরীণি বহূনি ভূতজাতান্যাবে-শয়ন্তীং জীব ভাবেনাত্মানং প্রবেশয়ন্তী মীদৃশীং মাং পুরুত্রা বহুষু দেশেষু ব্যদধুঃ। দেবা বিদধতি কুর্বন্তি। উক্তপ্রকারেণ বৈশ্যা

রূপ্যোণাব্ স্থানাৎ। য়দ্যৎ কুর্ব্বন্তি তৎসর্বং মামেব্ কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ॥৩॥

ময়া সো অন্নমত্তি য়ো বিপশ্যতি য়ঃ প্রাণিতি য় ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবন্তে বদামি॥ ৪ ॥

য়োঽন্নমত্তি স ভোক্তৃশক্তিরূপয়া ময়ৈ ব্যান্নম্ভক্তি। য়শ্চ বিপশ্যতি। আলোকয়তীত্যর্থঃ। য়শ্চ প্রাণিতি শ্বাসোচ্ছ্বাসাদি ব্যাপারং করোতি সোঽপি ময়ৈব। য়শ্চোক্তং শৃণোতি। শ্রু শ্রবণে। শ্রুবঃ শৃ চেতি শ্রুধাতোঃ শৃভাবঃ। য় ঈদৃশীমন্তর্য়ামিরূপেণ স্থিতাং মাং ন জানন্তি তেঽমন্তবোঽমন্যমানা অজানন্ত উপক্ষিয়ন্তি। উপক্ষীণাঃ সংসারেণ হীনা ভবন্তি।

মনেরৌণাদিকস্তুপ্রত্যয়ঃ। নঞ্ সমাসে ব্যত্যয়েনান্তোদাত্তত্বম্। য়দ্বা ভাবে তুঃ প্রত্যয়ঃ। ততো বহুব্রীহৌ নঞ সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বম্। মামমন্তবো মদ্বিষয়জ্ঞানরহিতা ইত্যর্থঃ। হে শ্রুত বিশ্রুত সখে শ্রুধিময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু। ছান্দসো বিকরণস্য লুক্। শ্রু শৃণু পৃকৃবৃভ্য ইতি হের্ধি ভাবঃ। কিং তচ্ছ্রোতব্যম্। শ্রদ্ধিবম্। শ্রদ্ধিঃ শ্রদ্ধা। তয়া য়ুক্তম্। শ্রদ্ধায়ত্নেন লভ্যমিত্যর্থঃ। শ্রদন্তরো রুপসর্গ বদ্বৃত্তিরিষ্যতে। পাঃ বাং ১, ৪, ৫৭, ২।

ইতি শ্রচ্ছব্দস্যোপসর্গ বদ্বর্ত্তমানত্বাদুপসর্গে ঘোঃ কিরিতি কি প্রত্যয়ঃ। মত্বর্থীয়ো বঃ। ঈদৃশং ব্রহ্মাত্মকং বস্তু তে তুভ্যং বদামি। উপদিশামি॥ ৪ ॥

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টন্ দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।

য়ং কাময়ে তন্তমুগ্রণ্ড কৃণোমি তম্ ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৫ ॥

অহং স্বয়মেবেদং বস্তু ব্রহ্মাত্মকং বদামি। উপদিশামি। দেবেভির্দেবৈরিন্দ্রাদিভিরপি জুষ্টং সেবিতম্। উতাপি চ মানুষেভির্ম্মনুষ্যৈরপি জুষ্টম্। ঈদৃশস্বাত্মিকাহং কাময়ে য়ং পুরুষং রক্ষিতুমহং বাঞ্ছামি তং তং পুরুষমুগ্রং কৃণোমি। সর্বেভ্যোঽধিকং করোমি। তমেব ব্রাহ্মণং স্রষ্টারং করোমি। তমেবর্ষিমতীন্দ্রিয়ার্থ দর্শিনং করোমি। তমেব সুমেধাং শোভনপ্রজ্ঞং চ করোমি॥ ৫ ॥

অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।

অহং জনায় সমদণ্ড কৃণোম্যহন্দ্যাবা পৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৬ ॥

(ইত্যষ্টমস্য সপ্তমে একাদশো বর্গঃ ॥)

পূজা ত্রিপুর বিজয় সময়ে রুদ্রায় রুদ্রস্য। ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী। মহাদেবস্য ধনুশ্চাপ মহমা তনোমি। জ্যয়া ততং করোমি। কিমর্থং। ব্রহ্মদ্বিষে ব্রাহ্মণানাং দ্বেষ্টারং শরবে শরুং হিংসকং ত্রিপুর নিবাসিন মসরং হন্তবৈ হন্তুং হিংসিতুম্। হন্তেস্তুমর্থে সেসেনিতি তবৈ প্রত্যয়ঃ। অন্তশ্চ তবৈ যুগপদিত্যাত্মন্ত য়োর্যুগ পদুদাত্তত্বং। শৃ হিংসায়ামিত্যস্মা চ্ছ স্বৃ স্নি হীত্যাদিনো প্রত্যয়ঃ। ক্রিয়া গ্রহণং কর্ত্তবামিতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থী। উশব্দঃ পুরকঃ।

অহমেব সমদং সমানং মাত্ত্বত্যস্মিন্নিতি সমৎ সংগ্রামঃ
স্তোতৃজনার্থং শত্রুভিঃ সহ সংগ্রাম মহমেব কৃণোমি করোমি।
তথা দ্যাবা পৃথিবীদিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তর্য্যামিতয়াহমেবা
বিবেশ প্রবিষ্টবতী ॥ ৬ ॥

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্মম য়োনির প্স্ব১ন্তঃ সমুদ্রে।

ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামূন্দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি ॥ ৭॥

দ্যৌঃ পিতেতি শ্রুতেঃ পিতা দ্যৌঃ। পিতরং দিবমহং সুবে। প্রসুবে জনয়ামি। আত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইতি শ্রুতেঃ। কুত্রেতি তদাহ। অস্য পরমাত্মনো মূর্ধন্ মূর্দ্ধন্যুপরি। কারণ ভুতে তস্মিন হি বিয়দাদি কার্য্যজাতং সর্বং বর্ত্ততে তন্তুষু পটইব। মম চ য়োনিঃ কারণং সমুদ্রে। সমুদ্দ্রবন্ত্যস্মাদ্ভূত জাতা নীতি সমুদ্রঃ পরমাত্মা। তস্মিন্ অপ্সু ব্যাপন শীলাসুধীবৃত্তি ষন্তর্মধ্যে ব্রহ্ম চৈতন্যং তন্মম কারণমিত্যর্থঃ। য়ত ঈদৃগ ভুতাহমস্মি ততো হেতোর্বিশ্বা বিশ্বানি সর্বাণি ভুবনানি ভূতজাতান্যনুপ্রবিশ্য বিতিষ্ঠে। বিবিধং ব্যাপ্য তিষ্ঠামি। সমবপ্রবিভ্যঃ স্থঃ ইত্যাত্মনে পদম্। উতাপি চামূং দ্যাংবিপ্রকৃষ্টদেশেহবস্থিতং স্বর্গ লোকম্। উপলক্ষণমেতৎ।

এতদুপলক্ষিতং কৃৎস্নং বিকারজাতং বর্ষ্মণা কারণভুতেন মায়াত্মকেন মদীয়েন দেহেনোপ স্পৃশামি। য়দ্বা অস্য ভুলোকস্য মূর্দ্ধন্মূর্দ্ধন্যুপর্যহং পিতরমাকাশংসুবে। সমুদ্রে জলধাব প্স্বুদকেষন্তর্মধ্যে মম য়োনিঃ কারণভুতোহম্ভৃণাখ্য ঋষির্বর্ত্ততে। য়দ্বা সমু-

ম্বেহন্তরিক্ষেহপ্সু স্ময়েষু দেবশরীরেষু মম কারণভূতং ব্রহ্ম চৈতন্যং বর্ত্ততে। ততোহহং কারণাত্মিকা সতী সর্ব্বাণি ভুবনানি ব্যাপ্নোমি অন্যৎ সমানম্ ॥ ৭ ॥

অহংমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।

পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সম্বভূব ॥৮॥

বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি ভুবনানি ভূতজাতানি কার্য্যাণ্যারভমাণা কারণরূপেণোৎপাদয়ন্ত্যহমেব পরেণানধিষ্ঠিতা স্বয়মেব প্র বামি প্রবর্ত্তে। বাত ইব। যথা বাতঃ পরেণা প্রেরিতঃ সন্ স্বেচ্ছয়ৈব প্র বাতি তদ্বৎ। উক্তং সর্ব্বং নিগময়তি। পরো দিবা। পর ইতি সকারান্তং পরস্তাদিত্যর্থে বর্ত্ততে যথাধ ইত্যধস্তাদর্থে। তদ্যোগে চ তৃতীয়া সর্ব্বত্র দৃশ্যতে। দিব আকাশস্য পরস্তাৎ এনা পৃথিব্যা দ্বিতীয়াটৌঃস্বেন ইতীদম এনাদেশঃ। অস্যাঃ পৃথিব্যা। দ্বিতীয়াটৌঃস্বেন ইতীদম এনাদেশঃ। অস্যাঃ পৃথিব্যাং পরঃ পরস্তাৎ। দ্যাবাপৃথিব্যোরুপাদানমুপলক্ষণং। এতদুপলক্ষিতাৎ সর্ব্বস্মাদ্বিকারজাতাৎ পরস্তাদ্বর্ত্তমানাসঙ্গোদাসীনকূটস্থব্রহ্মচৈতন্যরূপাহং মহিনা মহিম্নৈতাবতী শংবভুব। এতচ্ছব্দেনোক্তং সর্ব্বং পরামৃশ্যতে। এতৎপরিমাণমস্যাঃ। যত্তদেতেভ্যঃ পরিমাণ ইতি বতুপ্। আ সর্ব্বনাম্ন ইত্যাত্বম্। সর্ব্বজগদাত্মনাহং সম্ভূতাস্মি। মহচ্ছব্দাদিমনিচি টেরিতি টিলোপঃ। ততঃ তৃতীয়ায়া মুদাত্ত নিবৃত্তিস্বরেণ তস্যা উদাত্তত্বম্। ছান্দসো মলোপঃ ॥ ৮ ॥ (ইত্যষ্টমস্য সপ্তমে দ্বাদশো বর্গঃ)।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কৃষ্ণচরিত্রের গ্রন্থকার যে শিব এবং শৈবসম্প্রদায়ের উপরে অপবাদ চাপাইয়াছেন, এইক্ষণ তাহারই সমালোচনা করা কর্ত্তব্য,—কথা প্রকৃত কি অপবাদ?

অর্থাৎ কৃষ্ণচরিত্রের গ্রন্থকার ঐ গ্রন্থের ২৫০ ও ২৫১ পৃষ্ঠায় কহিয়াছেন, মহাভারতের সময়ে বা পূর্ব্বে শিবপূজার পদ্ধতি ছিলনা। মহাভারতের পরহইতে শিবপূজা আরম্ভ হইয়াছে।

শৈবেরা আপনার দেবতাকে বড় করার উদ্দেশ্যে মহাভারতের দোহাই দিয়া শিবমাহাত্ম্য মহাভারতের নানাস্থানে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে ইত্যাদি।

গ্রন্থকার বৈষ্ণবগ্রন্থে সর্ব্বনিয়ন্তা বিষ্ণুকে পাইয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার ঐ কথা; তবেই গ্রন্থকারের কথা এই হইল যে, শিব নূতন অতি ক্ষুদ্র দেবতা। যদি শিব নূতন ও ক্ষুদ্র দেবতা হইয়া থাকেন এবং যদি তাঁহাকে বড় করিলে শৈবসম্প্রদায়ের স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে বড় করার উদ্দেশ্য হইতে পারে, যদি শিব পুরাতন ও খুব বড় দেবতা হইয়া থাকেন এবং তাহাতে যদি শৈবসম্প্রদায়ের কোন স্বার্থ না থাকে, তবে মহাভারতের দোহাই দেওয়ার ও মহাভারতে শিব-মাহাত্ম্য প্রক্ষিপ্ত করার আর দরকার ছিল না। সুতরাং দেখা সঙ্গত যে, শিব অতি ক্ষুদ্র ও নূতন দেবতা কিনা এবং তাঁহাকে বড় করার উদ্দেশ্যে মহাভারতের দোহাই দেওয়ার ও মহাভারতের নানাস্থানে শিব-মাহাত্ম্য প্রক্ষিপ্ত করার কারণে শৈবসম্প্রদায়ের স্বার্থ ছিল কি না?

এসম্বন্ধে শৈবেরা কি বলেন, তাহা জানি না। কিন্তু আমি

দেখিতেছি; কথাটা নিতান্ত অন্যায় ও অসঙ্গতরূপে শৈবসম্প্রদায়ের উপর অনুমানে আক্রমণ করা হইয়াছে।

যদিও গ্রন্থকার বর্ত্তমান নাই, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। কথাটা ধর্ম্মের উপরে বিশেষতঃ অতি উচ্চ শ্রেণীর লিখকের লিখা, কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে বিশেষরূপে তত্ত্ব না করিয়া সন্দেহ উদ্দীপিত করিয়া দেওয়া সঙ্গত হয় নাই; সুতরাং হিন্দুসম্প্রদায়ের অবশ্যকর্ত্তব্য যে, কথাটা বিচার করিয়া ধর্ম্মের উপর ঐ প্রক্ষিপ্ত আবিলতা বিদূরিত করিয়া মন পরিষ্কার করা।

শিব যে অতি পুরাতন ও অদ্বিতীয় দেবতা ও পরব্রহ্ম তাহা আমি এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে বেদোক্তপ্রমাণে দেখাইয়াছি, তৃতীয় অধ্যায়েও যে তর্কের মীমাংসায় গুরুতর প্রমাণ সমস্তের সমালোচনা হইবেক, তাহাতেও এই অধ্যায়ের তর্কের মীমাংসাসম্বন্ধে বহু কথাই প্রস্ফুরিত হইবে।

আপনার দেবতাকে বড় করিলে ও বড় করার জন্য পুস্তক রচনা ও যেসমস্ত পুরাতন পুস্তক আছে, তাহাতে রচনা প্রক্ষিপ্ত করা ও স্থানে স্থানে বক্তৃতাদ্বারা সাধারণকে উপদেশ প্রদান করিলে সম্প্রদায় বর্দ্ধিত ও গঠিত হইতে পারে। এইরূপে সম্প্রদায় বর্দ্ধিত হইলে, স্বার্থ সেই সম্প্রদায়ের না গুরুগিরির? এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই বলা যাইতে পারে, স্বার্থ কেবল গুরুগিরির, তদ্ভিন্ন শিষ্যগিরির কিছুই স্বার্থ নাই। বেদে, তন্ত্রে, পুরাণে শৈবশাক্ত ধর্ম্মপ্রচারেরও উপাস্য দেবতা ও উপাসনাপদ্ধতি প্রকাশ করারও ব্যবস্থা নাই। কোনরূপ লক্ষণদ্বারা চিনিয়া লওয়া ভিন্ন শৈবশাক্তেরা কখনও জনসমাজে প্রকাশ করিয়া বলেন না যে, তাঁহারা শৈব কি শাক্ত। শৈবশাক্তের পরস্পর ধর্ম্মের পরিচয় না থাকাতে তাহাদের মধ্যে সম্প্রদায়গঠন ও সাম্প্রদায়িকতা নাই।

বৈষ্ণবধর্ম্মের উপর শৈবশাক্তের কোনওরূপ বিদ্বেষ নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ভক্তিসহকারে নিয়ত শালগ্রাম চক্র অর্চ্চনা করেন, দোল, জন্মাষ্টমীব্রত, উপবাস, সত্যনারায়ণ সেবা ও হরির লুট ইত্যাদিদ্বারাও বিষ্ণুর অর্চ্চনা ও প্রীতিসম্পাদন করিয়া থাকেন। প্রকৃত বৈষ্ণব ও বিষ্ণুর উপর শৈবশাক্তের কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। বক্তৃতা ও উপদেশাদিদ্বারা মোহিত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে শৈব ও শাক্তের চেষ্টা নাই। শৈবশাক্তের কোন উপদেষ্টা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কাহাকে কখনও শৈবশাক্তধর্ম্মে দীক্ষিত করেন নাই, করার ব্যবস্থাও শৈবশাক্তধর্ম্মে নাই, বরং নিষেধ আছে।

বৈষ্ণবসন্তান শৈবশাক্তের শিষ্য হইতে এবং শৈবশাক্তের গুরুও বৈষ্ণবসন্তানকে দীক্ষাপ্রদান করিয়া শিষ্য করিতে পারেন না অর্থাৎ বৈষ্ণবসন্তানকে শৈব কি শাক্ত মন্ত্র দিতে পারেন না; এই অবস্থায় যদি কোনও গৃহী বৈষ্ণবসন্তান উপস্থিত হইয়া শৈবশাক্তের গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শিষ্য হইতে প্রার্থনা করেন, তবে তাহাতে শৈবশাক্তের গুরুর নিয়ম এই যে, ঐ নবাগত দীক্ষাপ্রর্থীকে প্রথমতঃ গুরু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইবেন, তাঁহারা কোন্ সম্প্রদায়। তাহাতে সেই প্রার্থী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইলে, তাহাকে উপেক্ষা করিবেন। তথাপি যদি শিষ্য হইতে সেই প্রার্থীর একান্ত আগ্রহ হয়, তবে শাস্ত্রোক্ত পরীক্ষা-দ্বারা জানিয়া লইয়া তাহাতে যাহা ধার্য্য হয়, তদনুসারে বিষ্ণু বা কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন; ইহাই শৈবশাক্তের গুরুগিরির ব্যবস্থা। এই অবস্থায় শৈবশাক্তের গুরুগিরিরও কোন স্বার্থ থাকা অর্থাৎ বৈষ্ণবসন্তানকে শৈব শাক্তমন্ত্রে দীক্ষিত করার ব্যবস্থা ও নিয়ম নাই; সুতরাং শৈবসম্প্রদায় বৃদ্ধি বা গঠন করার জন্য

কোন স্বার্থ পাওয়া গেল না অথবা কখনও কোন বৈষ্ণবসন্তানকে শৈবশাক্তের গুরুমহাত্মারা শৈবশাক্তমন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিয়া শিষ্য করেন নাই; সুতরাং শৈবশাক্তসম্প্রদায়ের অথবা তাঁহা-দিগের গুরুগিরির কোন স্বার্থ নাই, তবে শৈবেরা যে আপনার দেবতাকে বড় করার জন্য কি স্বার্থে কি উদ্দেশ্যে মহাভারতের দোহাই দিয়া মহাভারতের স্থানে স্থানে শিবমাহাত্ম্য প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন, তাহার মূল কারণ যাহা গ্রন্থকার অনুমান করিয়াছেন, তাহা সাব্যস্থ হইতেছে না। যখন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের লোক-দিগকে শৈবশাক্তমন্ত্রে শিষ্যকরার ব্যবস্থা শৈবশাক্তের গুরুগিরির নাই ও শৈবশাক্তধর্ম্মপ্রচারেরও ব্যবস্থা নাই, তখন কিজন্য কি স্বার্থে শিবমাহাত্ম্য বৈষ্ণবগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিয়া শিবের ও শৈব-সম্প্রদায়ের কলঙ্ক শৈবেরা করিয়াছেন, এমন অসম্ভব এবং অসঙ্গত কথা কখনই হিন্দুরা গ্রাহ্য করিতে পারেন না। যদি বৈষ্ণ-বকে ব্রাহ্মণ হওয়ার ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে বৈষ্ণবসম্প্র-দায়কে শৈবশাক্ত করার ব্যবস্থা হইতে পারিত, তাহাহইলে গ্রন্থ-কারের ঐ অনুমান সঙ্গত হইতে পারিত। কারণ ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হয়না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা।

ব্রাহ্মণসন্তান বৈষ্ণব হইলে, তাঁহার যেরূপ উচ্চগৌরব নষ্ট হয় ও বেদোক্ত কার্য্যে অধিকার থাকে না, দেবশর্ম্মণ কহিতে পারে না, দাস বলিয়া পরিচয় দিতে বাধ্য হয়। শৈবধর্ম্ম শিব-মাহাত্ম্য বৈষ্ণবগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিলে, সেইরূপ উচ্চগৌরব নষ্ট হওয়ার কথা, ইহা শৈবেরা বিলক্ষণ বিবেচনা করিতে পারেন; সুতরাং তাঁহারা কখনই মহাভারতের দোহাই দিয়া শিবমাহাত্ম্য বৈষ্ণবগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করেন নাই, ইহা প্রকৃতই শৈবসম্প্রদায়ের ও শিবের অপবাদ হইয়াছে।

কৃষ্ণচরিতের গ্রন্থকার শিবকে ছোট ও অতি ক্ষুদ্র জানিয়াছেন কিসে? এক্ষণ তাহারই অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক।

শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব এই যে পঞ্চ উপাসক ইহার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ধর্ম্মের উপদেষ্টা অর্থাৎ গুরুগিরির ক্ষমতা ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য কোন জাতির নাই। পঞ্চম শ্রেণীর ধর্ম্মের (বৈষ্ণবদিগের) উপদেষ্টা অর্থাৎ গুরুগিরির ক্ষমতা শূদ্রাদি নানাজাতীয় বৈষ্ণবের ও নানাজাতীয় লোকদিগের আছে।

যে ধর্ম্মের গুরুগিরির ক্ষমতা নীচজাতীয় লোকদিগের আছে, সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, যেধর্ম্মের গুরুগিরিতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির ক্ষমতা নাই, সেই ধর্ম্ম নিম্নতর নিম্ন এমন উল্টা ব্যবস্থা বর্ত্তমান সময়ের উপযুক্তই বটে।

গ্রন্থকার শিবকে কি কি কারণে অথবা কি কি কর্ম্মে ছোট জানিয়াছেন, যদি বুঝিতে হয়, ~~তবে শিবের~~ পূজাদ্বারা, ~~তাহা বুঝিব~~; যজুর্ব্বেদোক্ত প্রমাণে, পাওয়াঁযায়, ব্রহ্মা, বিষ্ণুর অহমিকায় শিবের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল যথার্থ, কিন্তু চতুর্থ পুরাণে জানাযায় এ লিঙ্গমূর্ত্তির শেষ সীমা জানিতে বিষ্ণু শ্বেতবরাহরূপে ~~এক~~ চারি হাজার বৎসরপর্য্যন্ত অতলজলে গমন করিয়া ও ব্রহ্মা হংসরূপে ঐসময়পর্য্যন্ত উর্দ্ধে গমন করিয়াও যখন উর্দ্ধ ও অধোদেশের শেষ সীমা পাইলেন না, তখনই সেই লিঙ্গমূর্ত্তির স্তবস্তুতি ও অর্চ্চনা করিয়াছিলেন (বিষ্ণু) এবং সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের পৃথিবীতে অনন্ত কোটী হিন্দুর অনন্ত কোটী শিবলিঙ্গ স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন ও নিয়ত অর্চ্চিত হইতেছেন। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ ও হিন্দুভদ্রলোকেরা প্রতিদিন পার্থিব শিবলিঙ্গ গঠিত করিয়া অর্চ্চনা করিতেছেন; একাদশ পুরাণে প্রমাণ রহিয়াছে, উহা নির্গুণব্রহ্মের অর্চ্চনা। ইহা ভিন্ন শিবের প্রতিমূর্ত্তিরও

প্রতিবৎসরে সন্যাস পূজা, কালবৈশাখী পূজা বহুদিনব্যাপক, পূর্ব্বে ইহা অত্যন্ত জাঁকজমকে সম্পন্ন হইত এবং এখনও অনেকস্থলে হইয়া থাকে। এ পূজা উপলক্ষে পূর্ব্বে বহুলোক জিহ্বায় বানাম ফুড়িত, পৃষ্ঠে বড়শী ফুড়িয়া তাহাতে রশি বাঁধিয়া গাছে ঝুলিয়া ঘুরিত, এই দৃশ্য অতি ভয়ানক ছিল। শক্তি-পূজা শরৎ ও বসন্তে শিব ও শক্তি পূজার মত এমন জাঁকজমক ও আমোদ আহ্লাদের বড় পূজা আর নাই। শিবের অষ্টমূর্ত্তির পূজাও যার পর নাই মহিমাব্যঞ্জক। যাঁহার অষ্টমূর্ত্তির পূজা-পদ্ধতি ও মাহাত্ম্য একাদশ পুরাণে কথিত হইয়াছে, তিনিই পরব্রহ্ম,একথা বেদসম্মত, সুতরাং পূজায় শিব সকলের বড়,সমস্তের শ্রেষ্ঠ, সমস্ত দেবের বড়, সমস্ত দেবের ঈশ্বর।

যদি বড় বুঝিতে হয়, আসনদ্বারা তবে ত্রিদেবের আসন অর্থাৎ (ত্রিবেদোক্ত প্রমাণে) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের আসনের স্থান দুইটী, একটী বেদোক্ত প্রণবে অপরটী উপাসকের স্বদেহে। প্রথমোক্ত আসনের অর্থাৎ বেদোক্ত প্রণবের নিম্নে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ঊর্দ্ধে নাদ-বিন্দুরূপে মহেশ্বর। প্রণবে নাদবিন্দুরূপে আছেন বলিয়াই প্রণবের ঈশ্বর ওঁঙ্কারনাথ নামে বিখ্যাত জ্যোতির্লিঙ্গ আদিম বৈদিককালের অথবা তৎপূর্ব্বের মহাতীর্থরূপে অদ্যাপি বর্ত্ত-মান রহিয়াছেন। দ্বিতীয় আসন উপাসকের স্বদেহে। ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের-ত্রিবেদোক্ত সন্ধ্যোপাসনায় উপাসকের নাভিতে ব্রহ্মার হৃদয়ে বিষ্ণুর ও ললাটে শিবের স্থান, সুতরাং দ্বিবিধ আসনে শিব অতি উচ্চ, অতি বড়,অতি মহান্।

যদি বড় বুঝিতে হয়, বস্ত্রদ্বারা তবে বেদে যাঁহার পরি-ধান সর্ব্বদিক্‌রূপ বাস, তদপেক্ষা বড় ও শ্রেষ্ঠ বসন আর কাহার কি হইতে পারে? সুতরাং বস্ত্র ব্যবহারেও শিব সকলের

বড়, বিশ্বব্যাপক বিশ্বাধার বেদের প্রমাণেই তিনি বিশ্বরূপ।

যদি বড় বুঝিতে হয়, নামে তবে বেদোক্ত প্রমাণেই শিবের অনন্ত নাম, তন্মধ্যে মহেশ্বর, মহাদেব, রুদ্র, ত্র্যম্বক, শিব, শঙ্কর, ভব, তার, আশুতোষ, দিগম্বর, ব্যোমকেশ, ভূতভাবন, ভূতনাথ, দেব দেব, কর্ত্তা, বিশ্বেশ্বর, ওঙ্কারেশ্বর, জগদাত্মা, জগৎপিতা, সর্ব্ব, ঈশান, ঈশ্বর, পরব্রহ্ম, বিশ্বরূপ, বিশ্বপালক, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বনাথ ইত্যাদি নামগুলি অপরিসীম মাহাত্ম্যব্যঞ্জক। বিশ্বদেবগণ তাঁহার শরীরে অবস্থান করেন বলিয়া নাম হইয়াছে বিশ্বরূপ। অগ্নি, জল, আকাশ, বায়ু ইত্যাদি ভূতগণের স্রষ্টা বলিয়াই তিনি ভূতনাথ নামে প্রসিদ্ধ। বেদে ভূতনাথের অন্য অর্থ আত্মা ও পরমাত্মা।

জীবগণের জন্ম মৃত্যুরূপ বন্ধনহইতে ত্রাণ করেন বলিয়া বেদে তাঁহার নাম হইয়াছে তার, আকাশ—যাঁহার কেশ আকাশব্যাপী, চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ তাঁহার কেশ বলিয়া নাম হইয়াছে ব্যোমকেশ, ত্রিলোকের পিতা ত্রিলোকপালক বলিয়াই তাঁহার নাম ত্র্যম্বক, ত্রিলোক যাঁহার নেত্র ভূঃ ভুবঃ স্ব অম্বক ইত্যাদি ত্র্যম্বক নামের ত্রিবিধ অর্থ। সমস্তের স্রষ্টা বলিয়া তাঁহার নাম ভব, ইত্যাদি নামেও শিব সকলেব বড়, সকলের শ্রেষ্ঠ, এমন শ্রেষ্ঠ, এমন বড় আর নাই। তিনি যেরূপ শ্রেষ্ঠ, যেরূপ বড় তদনুরূপ বর্ণনা করা দেবতারও অসাধ্য। নামেও শিব সকলের বড়।

যদি বড় বুঝিতে হয়, অধিকারের ব্যাপকতায় তবে শিব অষ্টমূর্ত্তিতে বিরাজমান আছেন বলিয়াই বেদ, স্মৃতি, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদিতে শিবের অষ্টমূর্ত্তির পূজাপদ্ধতি বিবৃত রহিয়াছে। ক্ষিতিরূপে শিব, জলরূপে শিব, বায়ুরূপে শিব, অগ্নিরূপে শিব, সূর্য্যরূপে শিব, সোমরূপে শিব, আকাশরূপে শিব, যজ্ঞ

মূর্ত্তিরূপে শিব এই অষ্টমূর্ত্তিরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল সমস্ত চরাচরে শিবের একাধিপত্য। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ, নর, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও বৃক্ষাদি স্থাবর জঙ্গম সমস্তই শিবহইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সমস্তই অষ্টমূর্ত্তে সৃজন-পালন করিতেছেন, সুতরাং ন্যায় এবং যুক্তিসঙ্গতকারণে সমস্ত চরাচরে একমাত্র শিবেরই অধিকার, জগতের একটী অণুমাত্রও শিবাধিকারের বহির্ভূত নহে।

সৃষ্টি,স্থিতি ও লয় শিবের ইচ্ছাধীন,শিব যে মুহূর্ত্তে তাঁহার অষ্টমূর্ত্তি স্বীয় শরীরে মিশাইয়া লইবেন,তন্মুহূর্ত্তেই সৃষ্টিরাজ্যের ধ্বংস হইবে। অতএব সৃষ্টি,স্থিতি ও প্রলয় একমাত্র সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম শিবেরই ইচ্ছাধীন; এতাবত্তায় শিব সর্ব্বাধিকারী কর্ত্তা নামে অভিহিত।

যদি বড় বুঝিতে হয়, গুণে তবে বৈদিক প্রমাণেই শিব ত্রিগুণাত্মক; যাঁহার গুণে সৃজন,পালন ও পোষণহইতেছে, যাঁহার প্রসাদে ও যাঁহার সেই অষ্টমূর্ত্তির পঞ্চ মূর্ত্তিহইতে পঞ্চভূতাত্মক জীবদেহের বিকাশ হয়, যাঁহার প্রসাদে জীবদেহ পুষ্ট ও রক্ষিত হইতেছে, যাঁহার কৃপায় আমরা চন্দ্রসূর্য্যের আলো পাইতেছি,যাঁহার প্রসাদে অগ্নি, জল ও বায়ুদ্বারা প্রাণধারণ করিতেছি, যাঁহার কৃপায় রোগে ঔষধ পাইয়া পুনর্ব্বার স্বাস্থ্য লাভ করিতেছি, যাঁহার অনুকম্পাগুণে দেহে বল ও ইন্দ্রিয়াদি প্রাপ্ত হইয়াছি, যিনি আত্মার আত্মারূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিদ্যমান ও সমস্ত পথে রক্ষকরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, যিনি বিশ্বচরাচরে সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বজীবের মঙ্গল বিধান করেন বলিয়া শিবনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন; সেই চরাচর গুরু বিশ্বাত্মা সমস্তগুণেও সর্ব্বাপেক্ষা বড় সেই জগদাত্মা জগৎপিতার গুণ এতই বড় এতই বিস্তীর্ণ যে, তাহা লিখিয়া শেষ করিতে সমস্ত অমরেরও সাধ্য নাই।

যদি বড় বুঝিতে হয় শক্তিদ্বারা তবে দেবদেব মহাদেবের অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন বলিয়াই একাঘাতে ত্রিপুর ও ত্রিভুবনবিজয়ী অগণিত ত্রিপুরাসুরগণকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি অনন্তশক্তিসম্পন্ন বলিয়াই অনন্তশক্তিরূপিণী, জগজ্জননী নগেন্দ্রনন্দিনী তাঁহার গেহিণী। রণস্থলে বিপক্ষের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্রপ্রভৃতি দিব্যাস্ত্রসকল গ্রাস করিয়া ব্যর্থ করা, সেই অনন্তশক্তিসম্পন্ন মহেশ্বরভিন্ন অন্য কোনও দেবের ক্ষমতাধীন নহে। সুতরাং শক্তিতে শিব সমস্তের বড়, সমস্ত জগৎ সেই অসীম শক্তিশালী দেবদেবের ভুজদণ্ডাশ্রিত বলিয়াই বেদে তাঁহার নাম হইয়াছে, হিরণ্য বাহুসেনানী। যাঁহার বাহুর আশ্রয়ে সমস্ত জগৎ রক্ষিত, তিনিই হিরণ্য বাহুসেনানী।

যদি বড় বুঝিতে হয় মূর্ত্তিদ্বারা তবে বেদেই শিবের অনন্তমূর্ত্তি। বিশেষতঃ একাদশ পুরাণে শিবের যেসমস্ত মূর্ত্তির কথা রহিয়াছে, তন্মধ্যে দুইটী ভয়ানক মূর্ত্তির কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। শিবের একভীষণ মূর্ত্তির গলদেশে বিষ্ণুর সেই কূর্ম্মবরাহনৃসিংহের মুণ্ডমালা পরিধান নৃসিংহের চর্ম্ম,এই মূর্ত্তির ধ্যান,পূজা, মন্ত্রাদি স্বতন্ত্র। দ্বিতীয় মূর্ত্তির এক হস্তে ব্রহ্মার শবদেহ অন্য হস্তে বিষ্ণুর শবদেহ ইহারও পূজা মন্ত্রাদি স্বতন্ত্র। সুতরাং মূর্ত্তিতে শিব সকলের বড়। বিশেষতঃ দশদিক্ যাঁহার বস্ত্র, যিনি দিগম্বর-(১) মূর্ত্তিরূপে বিশ্বব্যাপক, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সকলের বড়।

যদি বড় বুঝিতে হয় দয়া ও ক্ষমাগুণে তবে বৈষ্ণবদিগের শ্রীমদ্ভাগবতে সমুদ্রমন্থনের বিবরণ যাহা আছে, যে গ্রন্থ বৈষ্ণব-

(১) বেদে যিনি বিশ্বরূপ বিশ্বব্যাপক দিক্‌সমস্ত তাঁহারই অম্বর, সুতরাং তিনি দিগম্বর।
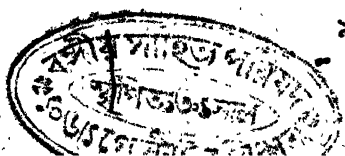
বলিল বলিয়া স্বীকৃত, তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, সমুদ্রমন্থনে অপরিমিত বিষ উৎপন্ন হওয়ায় দেবদানবমানবাদি সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। তাহাতে দেবগণ ভীত ও কম্পিত হইয়া মহাদেবের স্মরণ লইলে, মহাদেব সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত অপরিমিত হলাহল বিষ পান করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি মন্থনের উৎপাদিত বিষ গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিয়াছেন, অমৃত, উচ্চৈশ্রবা, কৌস্তুভপ্রভৃতি অমূল্য বস্তু সমস্ত ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গতকারণে তাঁহারই প্রাপ্য, তিনিই তাহাতে স্বত্ববান্। দয়া ও ক্ষমাগুণে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এহেন অপরিসীম দয়া ও ক্ষমাগুণ মহাদেবের ভিন্ন অন্য কোনও দেবের হইতেই পারে না। সুতরাং দয়া ও ক্ষমাগুণে শিব অদ্বিতীয়।

যদি বড় বুঝিতে হয় মহিমায়, তবে হিন্দুর নিত্য-পাঠ্য মহিম্নঃস্তবে,—

'অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্‌মনসয়োরতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।

স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ পদেত্বর্ব্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ'॥ ২

উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ যথা,—

প্রভু কেহই তোমার মহিমা বাক্যদ্বারা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে না এবং মনোমধ্যেও ধারণ করিতে পারে না; বেদও চকিতান্তঃকরণে তন্ন২ রূপে তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, বেদও তোমার স্বরূপবর্ণন করিয়া মনঃক্ষোভ নিবারণ করিতে পারেন নাই; সুতরাং কে তোমার মহিমা বর্ণন করিয়া স্তব করিতে পারে? এবং কেই বা তোমার অনন্তগুণের ইয়ত্তা করিতে

সক্ষম হয় ? তুমি কাহারও বুদ্ধির বিষয়ীভূত হও না ; তথাপি তোমার 'চন্দ্রশেখরাদি' মনোহরমূর্ত্তি চিন্তা করিলে, তোমার মাহাত্ম্য-বর্ণনে কাহার মন ও বাক্য আসক্ত না হয় ? সকলেই মনোবাক্যে তোমার অসীমগুণকীর্ত্তনে অভিলাষ করিয়া থাকে। আমিও সেইপথের পথিক হইয়া যথামতি তোমার কিঞ্চিৎ মহিমা সংকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

অপিচ উল্লিখিত স্তোত্রে,—

'অসিতগিরি সমংস্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরুবর-শাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তবগুণানামীশ পারং নযাতি'॥ ২

উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ যথা,—

হে ঈশ! যদি কৃষ্ণপর্ব্বতপরিমিত মসী হয় এবং সমুদ্র যদি সেই মসীর আধার হয়, বীণাপাণি বাগ্দেবী যদি সুরদ্রুমের শাখাকে লেখনী এবং পৃথিবীকে পত্র করিয়া সর্ব্বদা তোমার মহাত্ম্য লিখিতে থাকেন, তথাপি তোমার গুণবর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন না।

কৃষ্ণচরিতগ্রন্থকার যে উদ্দেশ্য ধরিয়াছেন, ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গতকারণে তাহা খাটিতেছে না। মহিম্নঃস্তব শৈবদের নিত্যপাঠ্য; ইহার দ্বাত্রিংশ স্তোত্রে পৃথিবীকে পত্র ও সমুদ্রকে মসীর আধার করিয়া যদি স্বয়ং সারদা সুরদ্রুমের শাখাতে সর্ব্বকাল লিখেন, তথাপি যাঁহার মাহাত্ম্য লিখিয়া শেষ করিতে পারেন না, যিনি পরব্রহ্ম, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর, যাঁহার অনন্ত মহিমা সর্ব্বোচ্চ আসন, যিনি সর্ব্বপ্রকারে বড়, যিনি সর্ব্বভূতের সর্ব্বদেবের ঈশ্বর,

তাঁহার আর বড় হওয়ার বাকি ছিল কি? অথবা বেদে, তন্ত্রে, পুরাণে যাঁহার অনন্তমহিমা সর্ব্বোচ্চসীমায় রহিয়াছে, তাঁহার আবার মহাভারতের দোহাই দেওয়ার ও মহাভারতে মহিমা-মাহাত্ম্য প্রক্ষিপ্ত করার দরকার পরিয়াছিল কি? সুতরাং সমস্ত কারণে কৃষ্ণচরিত্রগ্রন্থকারের উল্লিখিত অনুমান, সন্দেহ ও কল্পনা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বিশেষ বেদে, তন্ত্রে, পুরাণে শিব-মাহাত্ম্য যেরূপ উচ্চসীমায় রহিয়াছে, তদপেক্ষা মহাভারতের শিব-মাহাত্ম্য উচ্চসীমায় উঠে নাই। মহাভারতের পূর্ব্বে অর্থাৎ আদিম বৈদিককালে অথবা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরযুগে সমস্ত হিন্দুরা যে শৈবশাক্ত ছিল, শিবপূজা, শিবস্থাপন ও শিবপ্রতিষ্ঠা করিত, তাহার বিশেষ প্রমাণ অনন্তকোটী হিন্দুকর্ত্তৃক পৃথিবীতে অনন্ত-কোটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। এই শৈবধর্ম্ম বেদোক্ত, ইহা কখনও বক্তৃতামূলক নহে। ইহা প্রচার অথবা উপদেশ-দ্বারা গঠিত হয় নাই, বেদোক্ত ক্রিয়াই ইহার মূল, অধুনা এই ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হওয়ার তিনটী নালা হইয়াছে। যেমন জলপূর্ণ জলাশয়ের জল নাল কাটিলে বাহির হয়, সেইরূপ এই ধর্ম্মহইতে একটী নাল কাটিয়া নেওয়া হইতেছে। চৈতন্যের সময়হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মে দ্বিতীয় নাল কাটিয়া নেওয়া হইতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মে তৃতীয় নাল কাটিয়া নেওয়া হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মে সুতরাং শৈবধর্ম্ম বিলুপ্ত-প্রায়, বিশেষতঃ শৈবশাক্তধর্ম্মে লোক জুটানের ও সম্প্রদায়-গঠনের কিম্বা ধর্ম্মপ্রচারের কোন বিধিব্যবস্থা নাই, বরং নিষেধই আছে। অপিচ বৈষ্ণব, বৌদ্ধ কিম্বা ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন ব্যক্তিকে শৈবশাক্তধর্ম্মে ভুক্ত করিয়া লওয়ারও কোন ব্যবস্থা নাই, এ অবস্থায় কি স্বার্থে, কি কারণে, কি অভাবে মহাভারতের দোহাই দিয়া শৈবেরা শিবমাহাত্ম্য বৈষ্ণবগ্রন্থ মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত

করিবেন, এমন অন্যায় ও অসঙ্গত কথা হিন্দুরা গ্রাহ্য করিতে পারেন না।

মহাভারতের প্রয়োজনেই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব যত্নপূর্ব্বক প্রকৃততত্ত্বে শিবমাহাত্ম্য মহাভারতে বর্ণনা করিয়াছেন কিনা, এক্ষণ তাহারই সমালোচনা করা আবশ্যক। সেই বিচারে কি কি কারণে শিবমাহাত্ম্য মহাভরতের কি কি প্রয়োজনে লাগিয়াছে, তদ্বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। তাহার প্রথমকারণ এই যে, কৃষ্ণার্জ্জুনের একাত্মতায় পুরাতন ঋষি নরনারায়ণ বলিয়া মহাভারতের স্থানে স্থানে বর্ণনা রহিয়াছে। শব্দকল্পদ্রুম ও প্রকৃতিবাদ অভিধানে নরনারায়ণ এক বলিয়া লিখিয়া সেই একহইতে নরনারায়ণ দুই মূর্ত্তির মূলকারণ লিখিয়াছে এবং বিষ্ণুর নৃসিংহমূর্ত্তিকে মহাদেব সরভমূর্ত্তিতে দ্বিখণ্ড করেন। একাদশ পুরাণে নৃসিংহ প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়া দেবতাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করায় ব্রহ্মা, ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ দেবদেব মহাদেবের নিকট নৃসিংহের প্রতিকূলে অভিযোগ উপস্থিত করিলে, মহাদেবের আদেশে তদীয় অংশীভূত বীরভদ্র ভৈরব, সরভমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নৃসিংহকে দ্বিখণ্ড করেন, তাহার নরখণ্ডে নর, সিংহখণ্ডে নারায়ণ এই দুই ঋষি উৎপন্ন হইয়া বহুকালপর্য্যন্ত কেদারপর্ব্বতে মহাদেবের তপস্যা করেন। অদ্যাপি সেইপর্ব্বতে নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি এবং তাঁহাদের কঠোর তপঃপ্রভাবে শিব কেদারনাথ নামে জ্যোতির্লিঙ্গ মহাতীর্থরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রুমে, প্রকৃতিবাদ অভিধানে, একাদশ পুরাণে ও অন্যান্য পুরাণে, উক্ত নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়ের উৎপত্তির কারণ প্রায় একরূপ, মূলের কিছুতেই প্রভেদ নাই। সেই নর অর্জ্জুন, নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ, একবিষ্ণুর নৃসিংহমূর্ত্তিকে

দ্বিখণ্ড করিয়া নরনারায়ণ দুই ঋষির স্রষ্টা মহাদেব। সেই নর-নারায়ণের মাহাত্ম্য মহাভারতে আনিতেই নরনারায়ণের স্রষ্টার মাহাত্ম্য প্রকৃততত্ত্বেই মহাভারতে আসিয়াছে।

দ্বিতীয়কারণ মহাদেবের অংশে দুর্ব্বাসামুনির জন্ম, এই দুর্ব্বাসামুনির পরিচর্য্যা করিয়াই কুন্তীদেবী তাহাহইতে বর ও মন্ত্রপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ কুন্তী ইচ্ছা করিয়া ঐ মন্ত্রদ্বারা যে দেবতাকে সঙ্গমার্থ আহ্বান করিবেন, দুর্ব্বাসার বর ও মন্ত্রপ্রভাবে তাঁহাকেই পাইবেন, ইহাই মহাভারতের মূলবীজ, এই মূলবীজ-হইতেই সূর্য্যদেবের ঔরসে কুন্তীর প্রথম সন্তান মহাবীর কর্ণ, তৎ-পর পঞ্চপাণ্ডব অর্থাৎ পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র ধর্ম্মহইতে যুধিষ্ঠির, বায়ুহইতে ভীম, ইন্দ্রহইতে অর্জ্জুন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়হইতে নকুল ও সহদেবের জন্ম। যে শিবের অংশরূপী দুর্ব্বাসাদ্বারা মহাভারতের মূলবীজ স্থাপিত হইয়াছে, সেই শিবের মাহাত্ম্য প্রক্ষিপ্ত,না প্রকৃততত্ত্বেই ব্যাসদেব মহাভারতে প্রকটিত করিয়াছেন, বিজ্ঞপাঠক ইহা বিবেচনা করিবেন।

তৃতীয়কারণ মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তির পঞ্চমূর্ত্তিহইতে ভারত, বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় সমস্ত রাজগণের, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থমা, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব-প্রভৃতি সমস্ত যোদ্ধৃবর্গের এবং উভয়পক্ষীয় সমস্ত সৈনিক ও হস্তী, অশ্বপ্রভৃতি জীবগণের পঞ্চভূতাত্মক জীবদেহ গঠিত হইয়া-ছিল; বিশেষতঃ যজুর্ব্বেদ মাধ্যন্দিনী শাখার ষোড়শ অধ্যায়ের ৫৪ কণ্ডিকায় বেদাধ্যাপক সত্যব্রত সামশ্রমিমহাশয় শিবের (১)"আশুসেন"নামের অর্থ লিখিয়াছেন, দ্রুতগামী সৈনিকশ্রেণীতে

(১) রুদ্রের নাম যে শিব এবং শিবের নাম যে রুদ্র এবং রুদ্র ও শিব যে এক, ইহা আমি প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ করিয়াছি।

বিদ্যমান; "আশুরথ" নামের অর্থ লিখিয়াছেন, দ্রুতগামী রথশ্রেণীতে বিদ্যমান; "শূর" নামের অর্থ যুদ্ধবিশারদগণের হৃদয়ে বিদ্যমান, "অবভেদী" নামের অর্থ শত্রুহৃদয়ভেদী প্রহরণে বিদ্যমান, এই অবস্থায় ভারতযুদ্ধের সময়ে যিনি ঐরূপে রণস্থলে বিদ্যমান ছিলেন অথবা যাঁহার অবশ্য থাকার কথা বেদের প্রমাণে যিনি সর্ব্বজীবে, সমস্ত অস্ত্রে, সমস্তবস্তুতে বিরাজমান, সেই শিবের মাহাত্ম্য মহাভারতে থাকিবে না, এমন অসঙ্গত বিবেচনা করিতে বেদব্যাস সক্ষম হইয়াছিলেন না; সুতরাং শিবমাহাত্ম্য যত্নপূর্ব্বকই প্রকৃত তত্ত্বে মহাভারতে লিখিয়া গিয়াছেন।

চতুর্থকারণ—পূর্ব্বকার সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ স্বধর্ম্মনিরত ছিলেন, তাঁহারা বেদ অধ্যয়ন ও যজুর্ব্বেদোক্ত ত্রৈকালীন সন্ধ্যোপাসনা করিতেন, বেদ এবং বেদোক্ত সন্ধ্যোপাসনায় নাভিতে ব্রহ্মা, হৃদয়ে বিষ্ণু ও ললাটে শিবের ধ্যানাদি পাঠ করিতেন। ইহাদ্বারাই দেখিতেন, মহাদেবের পদতলে বিষ্ণু ও ব্রহ্মা অবস্থিত। এতদ্দ্বারা জানিতেন, মহাদেব সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর। তাঁহারা ত্রিসন্ধ্যায় শিবকে পরব্রহ্ম, বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ ইত্যাদি নামে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক নমস্কার করিতেন। যিনি ললাটে ধ্যেয়, তিনিই বটেন মূলদেবতা, যিনি মূলদেবতা উপাসক তাঁহারই। সুতরাং পূর্ব্বকার সমস্ত রাজগণ শৈব ছিলেন। তাঁহারা শিবের উপাসনাই করিতেন, তৎকালীন রাজগণের ইতিহাসেও তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডই লিপিবদ্ধ থাকা আবশ্যক মনে করিয়া ব্যাসদেব মহাভারতে নৃপতিগণের উপাস্যদেবতা মহাদেবের মাহাত্ম্য যত্নপূর্ব্বক বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

পঞ্চম কারণ এইয়ে,—মহাদেব ও মহাদেবীর মাহাত্ম্য ভারতাখ্যানে বর্ণিত হওয়াতে নাম হইয়াছে মহাভারত ও পঞ্চম

বেদ। যথা—ঋগ্বেদে রুদ্রাধ্যায় শিবের স্তব, যজুর্ব্বেদে রুদ্রাধ্যায় বৃহৎ সামে রুদ্রের স্তব বেদের মূল ; সেইকারণে উহা ব্রাহ্মণের নিত্যপাঠ্য, অদ্যাপি কাশীতে উহা নিত্য পঠিত ও বৃষোৎসর্গ, শ্রাদ্ধে হিন্দুদের বৈদিক পুরোহিতেরা রুদ্রপূজা ও হোম করিয়া তাহাদিগকর্ত্তৃক রুদ্রাধ্যায় শিবের স্তব পঠিত হইয়া থাকে। বেদ-ব্যাস ইহা বিবেচনা করিয়া ভারতাখ্যানকে মহাভারত ও পঞ্চম-বেদরূপে পরিণত এবং গণ্য, মান্য ও বিখ্যাত করার উদ্দেশ্যে ভারতাখ্যানে মহাদেব ও মহাদেবীর মাহাত্ম্য প্রকৃততত্ত্বেই বর্ণনা করিয়াছেন।

ষষ্ঠকারণ—যুধিষ্ঠির পৃথিবীর সম্রাট্ ছিলেন, তাঁহার সাম্রাজ্যে মঠমন্দিরে অনন্তকোটী শিবলিঙ্গ ও শক্তিমূর্ত্তি তীর্থরূপে বিদ্যমান থাকা দর্শন করিয়া তৎসমস্তের ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসার কারণও বটে ; তীর্থ-মাহাত্ম্যে উক্ত ইতিহাস কহিতে শুনিতে প্রকৃততত্ত্বেই শিব-মাহাত্ম্য মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তম কারণ এই যে,—পূর্ব্বে দেবতারা সমুদ্রমন্থনে অমৃতোৎ-পাদন করিয়া অমরত্বার অভাব সেই অমৃতদ্বারা সৌভাগ্যের অভাবলক্ষ্মীদ্বারা অর্থের অভাব কৌস্তুভমণিদ্বারা, ঐশ্বর্য্যের অভাব ঐরাবত ও উচ্চৈশ্রবাদ্বারা, চিকিৎসকের অভাব ধম্বন্তরী-দ্বারা পূরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভারতাখ্যানেও ধর্ম্মের অভাব পূরণজন্য গ্রন্থকার গ্রন্থরচনার সময় বিবেচনাপূর্ব্বক যত্নসহকারে শিবমাহাত্ম্য সন্নিবেবিশিত করিয়াছেন।

অষ্টম কারণ এই—মহাভারতে ব্যাসদেব যদি শিবমাহাত্ম্য না লিখিতেন, তবে থাকিত কেবল ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণপ্রভৃতির বাহু-বলাশ্রয়ে পাণ্ডবদিগের উপর দুর্য্যোধনাদির পাপাচার, কুন্তীর কতকগুলি উপস্বামী, আর থাকিত পিতাপুত্রের এক উপপত্নী-

কুন্তী ও মাদ্রীর ভ্রষ্টাচার, ব্যাসদেব এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিয়াই মহাভারতের স্থানে স্থানে গ্রন্থের প্রয়োজনে পবিত্র ও পুণ্যপ্রদ মাহাত্ম্যদ্বারা গ্রন্থের পাপ্যংশ প্রশমিত করার উদ্দেশ্যেই মহাভারতে শিবমাহাত্ম্য আনয়ন করিয়াছেন।

নবম কারণ এই যে,—হিন্দুদিগের মৃত ব্যক্তির মোক্ষপ্রাপ্তিজন্য বেদোক্ত বৃষোৎসর্গশ্রাদ্ধে মোক্ষধর্ম্ম বলিয়াই বেদোক্ত রুদ্রাধ্যায় শিবের স্তব পঠিত হইয়া থাকে। শিবমাহাত্ম্য মোক্ষধর্ম্ম বলিয়াই রুদ্রাধ্যায় বেদের মূল। ব্যাসদেব ভারতাখ্যান রচনা করিতে ইহা বিবেচনা করিয়াই গ্রন্থের পাপাংশ ক্ষয়কামনায় এবং ভারতাখ্যানকে ধর্ম্মগ্রন্থ ও পুণ্যপ্রদ করার অভিপ্রায়ে মোক্ষধর্ম্ম শিবমাহাত্ম্য মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সেকালের লোকও ধার্ম্মিক ছিল, শিবমাহাত্ম্য সমাবেশ না হইলে, তৎকালীন লোকেরা ভারতাখ্যানকে ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া কখনও গ্রহণ করিতেন না। ভারতাখ্যানে দেবদেব মহাদেবের, দুর্গাগঙ্গার এবং শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, বলিয়াই, উহা পঞ্চমবেদ বর্ণনায় আদিপর্ব্বে ব্যাসদেব ব্যক্ত করিয়াছেন।

দশম কারণ এইযে, পাণ্ডবপত্নী দ্রুপদনন্দিনী পূর্ব্বজন্মে তপস্যাদ্বারা মহাদেবের সাক্ষ্যাৎকার লাভ করিয়া পাঁচবার "পতিং দেহি পতিংদেহি" বলিয়া বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তাহাতেই তাঁহার পঞ্চস্বামী হইয়াছে। দ্রুপদরাজ মহাদেবের উক্ত বরপ্রসঙ্গ শুনিয়া পাঁচজনকে এক কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, সুতরাং প্রকৃততত্ত্বেই মহাদেবের মাহাত্ম্য মহাভারতে আসিয়াছে।

কৃষ্ণচরিত্রের গ্রন্থকার এক স্ত্রীর পঞ্চস্বামী হওয়ার এই কারণ স্বীকার করেন, কিন্তু মহাভারতের পরহইতে শিবপূজাপদ্ধতির

প্রচলন বলেন, মহাভারতের পূর্ব্বহইতে শিবপূজা ও শিবের উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত না থাকিলে, দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্মের তপস্যা ও বর লাভের ঘটনা ঠিক হয় কিরূপে? পাঠক ইহা বিবেচনা করিবেন।

যেধর্ম্ম প্রচার করিয়া সম্প্রদায় গঠিত করার ব্যবস্থা নাই, তাহা নূতন, আর যেধর্ম্ম প্রচার করিয়া বক্তৃতা ও উপদেশাদিদ্বারা প্রথমোক্ত ধর্ম্মত্যাগ করাইয়া সম্প্রদায় গঠন করার ব্যবস্থা আছে, তাহা পুরাতন এমন উল্টা কথা,উল্টা ব্যবস্থা একালে ভিন্ন সেকালে পোষাইত না। যেহেতু মহাভারতের যে যে স্থানে শিবমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে বর্ণিত হওয়ার কারণও রহিয়াছে। বিশেষতঃ পূর্ব্বে যেমন সত্যযুগে রাজা ভগীরথ পৃথিবীতে গঙ্গা আনিয়া পাপীদিগের মহদুপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ ভবিষ্যদ্দর্শী মহাত্মা ব্যাসদেব পাপিগণকে মহা মহা পাতকহইতে পরিত্রাণের জন্য অতি পবিত্র মোক্ষপ্রদ সুধাময় বেদোক্ত শিবমাহাত্ম্য ভারতাখ্যানে স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ইহা অকৃত্রিম এবং মহাভারতের ধর্ম্মন্তর; ইহাই সুমীমাংসা।

তৃতীয় অধ্যায়।

১ম পরিচ্ছেদ।

শিব হয়েন, বিষ্ণুর উপাসক, বৈষ্ণব কি বিষ্ণু হয়েন, শিবের উপাসক। শৈব এই তর্কের মীমাংসার দরকার কিনা? বর্ত্তমানসময়ে গানে কীর্ত্তনে শিবদুর্গার অভিনয় বিষ্ণু ঠাকুরের দাস দাসীরূপে বিষ্ণুর অভিনয় শিবদুর্গার নমস্য ও উপাস্যরূপে চলিয়াছে। এই দৃশ্য ও ধারণা যদি বেদসম্মত না হয়, তাহা হইলে ইহা নিতান্ত পাপমূলক, সুতরাং এই তর্কের মীমাংসা হিন্দুদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

কোনও কোনও মহাত্মা বলেন, পঞ্চব্রহ্ম ও ত্রিদেবের কোনই প্রভেদ নাই। এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন সঞ্জ্ঞামাত্র; কিন্তু কথাটা কিনারা হইতেছে না, কেননা শ্রীমদ্ভাগবতে ও অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থে অত্যন্ত প্রভেদ। শ্রীমদ্ভাগবতে শিব, বিষ্ণুর ভক্তানুভক্ত পশুপক্ষীর তুল্য। অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থেও শিব বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব, বিষ্ণুর চরণ বা প্রসাদ পাওয়ার জন্য লালায়িত ইত্যাদি।

এইরূপ রচনা আবার গানে কীর্ত্তনেও চলিতেছে, সুতরাং অত্যন্ত প্রভেদ। বর্ত্তমানসময়ে শিব উপেক্ষিত ও তাড়িত হইতেছেন।

যদিও পুরাণ, উপপুরাণ, মহাভারত ও অন্যান্যগ্রন্থে বিষ্ণু শিবভক্ত শৈব, শিব উপাস্য বিষ্ণু উপাসক প্রমাণ রহিয়াছে, কিন্তু উহা সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া শৈবধর্ম্ম উপেক্ষিত হইতেছে।

ন্যায় ও বিচারতঃ শিব বিষ্ণুর উপাসক না হইয়া যদি তাঁহার ঈশ্বর হন, তাহা হইলে শিব বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব, বিষ্ণুর চরণ বা প্রসাদ পাওয়ার জন্য লালায়িত হইয়া অনন্তকাল তাঁহার স্তুতি ও তপস্যা করিতেছেন, এইকথা শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিয়া গানে কীর্ত্তনে চালাইয়া অথবা মনে মনে ঐরূপ জ্ঞান বা ধারণা করিয়া

নিশ্চয়ই মহাপাতকে নিপতিত হওয়ার কারণ হইয়াছে, সুতরাং এই কথার বিচারমীমাংসা করিয়া লওয়া হিন্দুর একান্ত কর্ত্তব্য। এই কথার বিচারমীমাংসা পুরাণ, উপপুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, ভগবদ্গীতা কিম্বা শ্রীমদ্ভাগবতের কোনও বচনপ্রমাণদ্বারা সঙ্গত ও সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে না, কেন না এই তর্ক এই সমস্ত গ্রন্থহইতেই উপস্থিত হইয়াছে।

শিব যে, বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব, এই কথার দলিলী প্রমাণ বিষ্ণুপক্ষে কি কি, প্রথমে তাহাই দেখা আবশ্যক।

১। এই কথার বৃহৎ দলিল হইতেছে, বিষ্ণুর পরমপদ শ্রীমদ্ভাগবতে যে পরমপদকে মূল দলিল করিয়া ভাগবত রচিত হইয়াছে।

২। দ্বিতীয় দলিল হইতেছে, বিষ্ণুবক্ষে ভৃগুমুনির পদচিহ্ন, ভৃগুমুনি অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন, তথাপি বিষ্ণুর ক্রোধ হইল না, ইহাতেই বিষ্ণু হইতেছেন পরব্রহ্ম।

বিষ্ণুর পক্ষস্থ ঐ দুইটী দলিলী প্রমাণের সমালোচনা ও মীমাংসার সঙ্গে কে ঈশ্বর অথবা পরব্রহ্ম ও কে তাহার উপাসক বা ভক্ত এই গুরুতর কথারও মীমাংসা হইবে।

ভাগবতকারের লিখিত গ্রন্থে বিষ্ণুর স্বপক্ষে ও শিবের বিপক্ষে যেসকল জবানবন্দী রহিয়াছে, তাহা ভিন্ন২রূপে উদ্ধৃত করিয়া ভিন্ন২রূপে বিচার ও মীমাংসা হইবে।

প্রথমে বিষ্ণুর সপক্ষে মূল দলিলী প্রমাণ সমালোচনা ও মীমাংসা করিয়া বিষ্ণুই পরব্রহ্ম, শিব তাঁহার উপাসক বৈষ্ণব, না শিবই পরব্রহ্ম বিষ্ণু তাঁহার উপাসক শৈব, তাঁহাই অবধারণ করা আবশ্যক হইতেছে।

হিন্দুদিগের মধ্যে শৈবশাক্তসৌরগাণপত্যশ্চ বৈষ্ণব এই যে, পঞ্চ উপাসক আছেন, ইহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ উপাসকের গুরুগিরীতে আছেন ব্রাহ্মণ, শেষোক্ত পঞ্চম ধর্ম্মের গুরুগিরীতে আছেন ব্রাহ্মণশূদ্রপ্রভৃতি নানা জাতীয়বৈষ্ণবগণ।

কি দীক্ষিত কি অদীক্ষিত সমস্ত লোককে বৈষ্ণবধর্ম্মে নেওয়ার বা ভুক্ত করার ব্যবস্থা ও ব্যবহার বৈষ্ণবধর্ম্মে আছে।

কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মের লোককে ঐ চারিপ্রকার উপাসকদিগের মধ্যে নেওয়ার ব্যবস্থা ও ব্যবহার নাই; সুতরাং বলা কর্ত্তব্য যে, পুরাতন গ্রন্থে রচনা প্রক্ষেপ করার যে স্বার্থ বৈষ্ণবধর্ম্মে আছে, সেই স্বার্থ শৈবশাক্ত, সৌরগানপত্যধর্ম্মে নাই, অতএব বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্প্রদায়গঠনজন্য স্বার্থমূলক উদ্দেশ্যে নীচবর্ণের সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা যেমন বেদবিরুদ্ধ নূতন২ পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তেমনই মৃত মহাত্মগণের নামে ভাষ্য ও টীকাটিপ্পনী এবং পুরাতন পুস্তকেও বেদের বিপর্য্যয় রচনা প্রক্ষেপ করিয়াছেন। এইহেতু বেদে ও ব্যবহারে যাহা আছে, তাহাই অকৃত্রিম খাটি জিনিষ। মীমাংসার পক্ষে তাহাই ন্যায় এবং যুক্তিঅনুসারে বিশুদ্ধপ্রমাণ।

সমস্ত হিন্দুর জাতকর্ম্মহইতে শ্রাদ্ধপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মই বেদমূলক। এই অবস্থায়, মনুসংহিতার ১২ শ অধ্যায়ে মহাত্মা মনু কহিয়াছেন।—

বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত।

১। বেদই পিতৃলোক, দেবতা ও মনুষ্যের সনাতন চক্ষু। ইহা অপৌরুষেয় ও অপ্রমেয়, ইহাই স্থিরমীমাংসা। ৯৪ শ্লোক।

২। যেসকল স্মৃতি বেদবহির্ভূত, যেসকল শাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ কুতর্কমূলক, পরলোকসম্বন্ধে সেসকলই নিষ্ফল জানিবে। সেই সকল শাস্ত্র তমঃকল্পিতমাত্র। ৯৫

৩। যেসকল শাস্ত্র বেদমূলক নহে, পরন্তু পুরুষকল্পিত, সে-সকল উৎপন্ন হইতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে। আধুনিকতাহেতু তাহাদিগকে নিষ্ফল ও মিথ্যা বলিয়া জানিবে। ৯৬

৪। চাতুর্ব্বর্ণ্য, স্বর্গাদি লোকত্রয়, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয় এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, সমুদায় বেদহইতেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ৯৭

৫। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, সকলই বেদপ্রসূত। গুণ ও কর্ম্মানুসারে বেদই সকলের প্রসূতি। ৯৮

৬। সনাতন বেদশাস্ত্র সকলভূতকে ধারণ করিতেছে, জ্ঞানীরা ইহাকে মনুষ্যের পুরুষার্থ সাধনের পরম উপায় বলিয়া মনে করেন।৯৯

৭। সৈনাপত্য, রাজ্য, দণ্ড প্রণেতৃত্ব এবং সর্ব্বলোকাধিপত্য, বেদশাস্ত্রজ্ঞই এইসকল পাইবার উপযুক্ত। ১০০

৮। যেমন জাতবল অগ্নি সজলকাষ্ঠকেই দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আপনার কর্ম্মজনিত দোষসকল নষ্ট করেন। ১০১

৯। যিনিধর্ম্ম তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক,তাঁহার পক্ষে প্রত্যক্ষ অনুমান এবং বেদমূলক স্মৃত্যাদি বিবিধ আগম এই তিনই উত্তমরূপে জানা আবশ্যক। ১০৫

১০। বেদ ও বেদমূলক স্মৃত্যাদি ধর্ম্মোপদেশ, যিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বারা অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্ম্মকে জানিতে পারেন, অপরে নহে। ১০৬

১১। বেদবিদ্ একজন দ্বিজোত্তমও যাহা ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থা দিবেন, তাহাই পরমধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। পরন্তু লক্ষ ২ অজ্ঞানী যাহা বলিবে, তাহা ধর্ম্ম হইবে না। ১১৩

অতএব বেদভিন্ন ঐ তর্কিত বিষয়ের মীমাংসা অন্য কোনও গ্রন্থদ্বারা হইতে পারে না। কিন্তু যে প্রমাণ বেদোক্তধর্ম্মের অবিরোধী তাহা গৃহীত হইতে পারে। যে প্রমাণ বেদবিরোধী তাহা কখনও হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। সুতরাং মনুর ব্যবস্থামতে বেদোক্ত ও বেদসম্মত প্রমাণদ্বারা এই তর্কের মীমাংসা করাই সর্ব্ববাদিসম্মত।

এই তর্কের বিচারে প্রথম দেখা আবশ্যক, বিষ্ণুঠাকুরের পরম-পদ যে পরমপদ স্মরণ করিয়া কর্ম্মের প্রথমে আচমন করিতে হয়, সেই পরমপদই উৎকৃষ্ট দলিল, কিন্তু যেমন ঐ পরমপদ স্মরণ করিতে হয়, তেমন উহা প্রদানকারী কর্ত্তা একজন আছেন, ইহাও মনে উদিত হয়। কেননা কর্ত্তা না থাকিলে, পদ আসিতে পারেনা। পদপ্রদানকারী কর্ত্তা কেহ আছেন, অনুসন্ধান করিলে, উপরিস্থ-রূপে উপরে পাওয়াযায়, দেবদেব মহাদেবকে ত্রিবেদোক্ত সন্ধ্যা উপাসনা যাহা করিয়া ঋষিগণ ব্রহ্মতেজ লাভ করিয়াছেন, যে উপাসনা ব্রাহ্মণসৃষ্টিহইতে ব্রাহ্মণেরা করিয়া আসিতেছেন, সেই উপাসনার মন্ত্র (যাহা প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে) নাভিতে ব্রহ্মা, হৃদয়ে বিষ্ণু ও ললাটে শিবের স্থান (তাই তিনি মহাতীর্থ কুশাবর্ত্তে কপালেশ্বর নামে বিদ্যমান রহিয়াছেন) অর্থাৎ উপা-সকের সদেহে, বিষ্ণু আছেন শিবের পদতলে, প্রণব বেদমূলক, প্রণবের ঊর্দ্ধে নাদবিন্দুরূপে শিব আছেন। বিষ্ণু ও ব্রহ্মা আছেন সেই প্রণবে শিবের পদতলে। সেই প্রণবের নাম ওঁকার পৃথি-বীতে দৃশ্যমানে বৈদিককালের আদিহইতে ওঁকারনাথ জ্যোতি-র্লিঙ্গ শিব আছেন মহাতীর্থরূপে। ওঁকারনাথ বলিতে গেলেই ওঁকারের ঈশ্বর পাওয়া গেল, ওঁকারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব আছেন, কিন্তু সেই শিব আছেন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর ঈশ্বররূপে। "যিনি বেদোক্ত

প্রণবের ঈশ্বর তিনিই হইতেছেন, সমস্ত দেবের, সমস্ত চরাচরের একমাত্র ঈশ্বর, একমাত্র পরব্রহ্ম ও একমাত্র কর্ত্তা। বেদোক্ত ত্রৈকালীন সন্ধ্যার মন্ত্রে সেই ঈশ্বরের প্রণাম আছে; কেবল যে প্রণাম আছে, তাহাও নহে; বিশেষ বর্ণনাদ্বারা সংক্ষেপে স্তবও আছে অর্থাৎ যিনি ঊর্দ্ধলিঙ্গ, বিরূপাক্ষ, বিশ্বরূপ তিনিই পরব্রহ্ম; সন্ধ্যার মন্ত্রে অন্য কোনও দেবের প্রণামের ব্যবস্থা নাই, কেবল শিবকেই প্রণামের ব্যবস্থা ও মন্ত্র রহিয়াছে। ত্রিদেবের ও ত্রিদেবীর ধ্যান আছে বটে, কিন্তু যিনি ললাটে আছেন, সন্ধ্যার মন্ত্রে তিনিই মূলদেবতা, সুতরাং বেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রে অন্য কোনও দেবের প্রণামের ব্যবস্থা না হইয়া প্রণামের ব্যবস্থা রহিয়াছে, শিবের, তবে সর্ব্বাবশেষ যে সূর্য্যার্ঘ ও সূর্য্যের প্রণাম আছে, সূর্য্য শিবের রূপান্তর। সূর্য্য শিব যে এক বলিয়া ঐকথা ইহা প্রথম অধ্যায়ে বেদোক্ত প্রমাণদ্বারা দেখাইয়াছি।

ঋক্, যজুঃ ও সাম এই ত্রিবেদেই রুদ্রাধ্যায় শিবের স্তব আছে। ঋক্‌বেদী ব্রাহ্মণের বৃষোৎসর্গশ্রাদ্ধে রুদ্রদেবের পূজা, হোম ঋক্‌বেদোক্ত রুদ্রাধ্যায় শিবের স্তব বৈদিক পুরোহিত-কর্ত্তৃক পঠিত হইয়া থাকে। সামবেদী ব্রাহ্মণের ঐ কর্ম্মে সাম-বেদোক্ত ও যজুর্ব্বেদী ব্রহ্মণের ইহাভিন্ন ক্ষত্রিয়,বৈশ্য, শূদ্রাদি সমস্ত হিন্দুভদ্রলোকের বৃষোৎসর্গশ্রাদ্ধে যজুর্ব্বেদোক্ত রুদ্রাধ্যায় শিবের-স্তব দ্বিপাঠ অর্থাৎ দুইবার পঠিত হইয়া থাকে। মহামহোপাধ্যায় বেদান্তপ্রবর শিবচন্দ্র সিদ্ধান্তমহাশয় সেই যজুর্ব্বেদোক্ত রুদ্রাধ্যায়ের যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন প্রমাণজন্য তাহাহইতে ১৭শ মন্ত্র এইস্থলে উদ্ধৃত হইল।

অনুবাদ।—

যাঁহার বাহু সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত অর্থাৎ যিনি সুলক্ষণসম্পন্ন

মনোহর মূর্ত্তি তাঁহাকে নমস্কার। যিনি সেনাপতি তাঁহাকে নমস্কার। যিনি দিক্‌সকলের অধিপতি তাঁহাকে নমস্কার। যিনি বৃক্ষের অন্তরেও আছেন, সুতরাং হরিকেশ নামে প্রসিদ্ধ তাঁহাকে নমস্কার। যিনি পশুদিগের পালক, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি শষ্পবালতৃণবৎ পীতবর্ণ তাঁহাকে নমস্কার। যিনি কল্যাণের পিঞ্জর অর্থাৎ নিয়ামক তাঁহাকে নমস্কার। যিনি স্বর্গ, নরক ও মুক্তিমার্গের পালক অথবা দাতাপ্রবর্ত্তক তাঁহাকে নমস্কার। যিনি ব্রাহ্মণের ন্যায় যজ্ঞসূত্রধারী তাঁহাকে নমস্কার। যিনি হরি ও ব্রহ্মার ঈশ্বর তাঁহাকে নমস্কার। যিনি পুণ্যৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি প্রশস্ত দীপ্তিযুক্ত তাঁহাকে নমস্কার।

বেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রে শিবকে পাইতেছি ঋতং সত্যং পরব্রহ্মরূপে ঐ সন্ধ্যার মন্ত্রে বিষ্ণুকে পাইতেছি শিবের পদতলে হৃদয়ে। এই ১৭শ মন্ত্রে শিবকে পাইতেছি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর ঈশ্বর রূপে সুতরাং ইহা বিশুদ্ধ বেদোক্ত প্রমাণ।

(সংক্ষেপ উদ্ধৃত)

মহাত্মা সত্যব্রত সামশ্রমি মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ (যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার ৩৪ অধ্যায়ের ৪৩—৪৪ কণ্ডিকার বিষ্ণুস্তুতি)

১ ম মন্ত্র—সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের রক্ষার্থেই বিষ্ণুদেবতা নিযুক্ত হইয়াছেন ··· ইত্যাদি।

এই স্থলে যিনি স্রষ্টা তিনিই নিযুক্ত কর্ত্তা।

(ঐ শাখার ৩৬ অধ্যায়ের শান্তি—
প্রকরণের ১—২৪ কণ্ডিকার)

নবম মন্ত্রে—পরম দেবতার প্রসাদে পরম দেবতার নিয়মাধীনে ব্যাপক বিষ্ণু দেবতা ও আমাদের কল্যাণকারী।

সামশ্রমী মহাশয় শিবের যে২ নামের বৈদিক অর্থ ঐ শাখায় লিখিয়াছেন তাহা হইতে কয়েকটী নামের অর্থ এইস্থানে উদ্ধৃত হইল।

শিবের নাম—

ভব—যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে
অর্থাৎ যিনি স্রষ্টা।

কিরিক—যিনি বৃষ্ট্যাদি দ্বারা জগৎ সৃজন করেন।

বিচিম্বৎক—যিনি বৃষ্ট্যাদি দ্বারা জগৎ পালন করেন।

যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে যিনি স্রষ্টা যিনি পালন কর্ত্তা সেই দেব দেব মহাদেব (ঐ ৪৩—৪৪ কণ্ডিকার ১ম মন্ত্রে) সৃষ্ট পদার্থের রক্ষার্থে বিষ্ণুঠাকুরকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ঐ ৩৬শ অধ্যায়ের ১—২৪ কণ্ডিকার নবম মন্ত্রে পরমদেবতার প্রসাদে পরমদেবতার নিয়মাধীনে ব্যাপক বিষ্ণুদেবতা ও আমাদের কল্যাণকারী ইত্যাদি।

এই যে পরমদেবতা কথিত হইয়াছে, ইহার সমস্ত লক্ষণে ১ম অধ্যায়ের বিচারে মহাদেবই স্থির হইয়াছেন। কেননা এই পরমদেবতার স্তুতির কোনও মন্ত্রে আছে দেব দেব কোনও মন্ত্রে আছে ইহার পরিধানে সর্ব্বদিক রূপ বাস। ভগবান বাসুদেব, যুধিষ্ঠিরের নিকট কহিয়াছেন, কর্ম্ম ও চরিত্র নিবন্ধন বেদে মহাদেবের নানা প্রকার নাম হইয়াছে, (ইহার প্রমাণ প্রথম অধ্যায়ে লিখা হইয়াছে) উল্লিখিত ভব, কিরিক, ও বিচিম্বৎক নামও যে কর্ম্ম ও চরিত্র নিবন্ধন হইয়াছে, পাঠক তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন। এই পরমদেবতার নাম যে দেবদেব ও ইহার পরিধান যে সর্ব্বদিক্‌রূপ বাস ইহাতেও ইনি সর্ব্ববাদিসম্মত মহাদেব। কেননা সমস্ত হিন্দুই জানেন দেব দেব মহাদেবের বাসই সর্ব্বদিক্,

তাই তাঁহার একটী নাম দিগম্বর এই মহাদেবের প্রসাদে ও নিয়মাধীনে আজ্ঞাধীনে ব্যাপক বিষ্ণুদেবতা জগতের মঙ্গলকারী।

কৃষ্ণচরিত্তের গ্রন্থকার তাহার কৃষ্ণচরিতগ্রন্থের ১১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, 'বেদে আছে বিষ্ণু' তপস্যা করিয়া বিষ্ণুত্ব লাভ করিয়াছেন; ইহা যে কেবল বেদে আছে এমত নহে, অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্রে বিষ্ণুর তপস্যার চিহ্ন রহিয়াছে, চক্রতীর্থ, সেই তপ প্রভাবেই সেই স্থানে মণিকর্ণিকাও মহাতীর্থ রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কথিত আছে, বিষ্ণুচক্রদ্বারা কুণ্ড কাটিয়া মহাদেবের তপস্যা করেন (যাহা ঐ গ্রন্থকার বেদে পাইয়াছেন) বিষ্ণুত্বলাভই ঐ তপস্যার মুল উদ্দেশ্য ও ফল।

একাদশ পুরাণ মহিম্নস্তোত্র ও মহাভারতের যে অংশ
বেদসম্মত মনুর ব্যবস্থা মানিয়া প্রমাণ জন্য
তাহাই সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম।
(মহিম্নস্তবের ১৯শ মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ)।

হে ত্রিপুরান্তক! হরি প্রতিদিন তোমার চরণকমলে সহস্র পদ্ম প্রদান করিয়া অর্চ্চনা করিতেন একদা তুমি নারায়ণের ভক্তি পরীক্ষার্থ তাহার একটি পদ্ম হরণ করিলে হরি দেখিলেন একটি পদ্ম কম হইয়াছে, তখন নারায়ণ ঐ সহস্র পদ্ম পূরণার্থ নিজ নেত্র কমল উৎপাটন করিয়া তোমার চরণে প্রদান করেন। তখন তুমি তাঁহার ভক্তির আতিশর্য্য দেখিয়া, ত্রিলোক রক্ষার্থ তাঁহাকে সুদর্শন চক্র প্রদান করিয়াছিলে।

একাদশ পুরাণে পাওয়া যায়—জালন্দর নামে ত্রিলোকবিজয়ী দৈত্যাধিপতি অদ্বিতীয় বীর ছিল। একদা জালন্দর তাহার দৈত্যসেনাসহ দেবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধকরতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, ও যম প্রভৃতি দেবগণকে বন্ধন করিয়া মহাদেবকে পরাস্ত করিতে

গিয়াছিল। সেনাগণ মহাদেবের উপর অস্ত্র বর্ষণ করায় মহাদেব কোপদৃষ্টিতে জালন্দরের সেনাগণকে ভস্মীভূত করিয়া দক্ষিণচরণ সমুদ্রে বাড়াইয়া দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা সমুদ্রে সুদর্শনচক্র প্রস্তুত করিয়া, জালন্দরকে ঐ চক্র আনিতে বলেন, জালন্দর আস্ফালন পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিয়া সমুদ্র হইতে ঐ চক্র আনিয়া মহাদেবকে বলিয়াছিল, দেখ্ তোর চক্রদ্বারা তোকেই সংহার করিতেছি, এই বলিয়া শিবের উদ্দেশ্যে ঐ চক্র নিক্ষেপ করায়, সেই চক্র ঘুরিযা জালন্দবের মস্তক ছেদন করিয়াছিল।

তাহার পর আবার দৈত্যবংশ প্রবল হইয়া দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ করায়, ইন্দ্রাদি দেবগণ বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। বিষ্ণু সেই দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করার ইচ্ছাকরিলে ইন্দ্র কহিলেন দধিচি মুনির যুদ্ধে তোমার চক্র ও আমাদিগের সমস্ত অস্ত্র নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। তুমি যদি সুদর্শন চক্র লইতে পার তাহা হইলে দৈত্যগণকে সংহাব করা যাইতে পারে। তখন বিষ্ণু কহিলেন তাহাই হইবে। আমি সুদর্শন চক্র লইব। তাহারপর বিষ্ণু সহস্র পদ্মদ্বারা মহাদেবের অর্চ্চনা করেন এবং চক্রলাভকরেন।

শিবপূজা সুদর্শন চক্রলাভ মহিম্নস্তবে একাদশ পুরাণে ও মহাভারতে ঠিক একইরূপ। কোনও প্রভেদ নাই সুতরাং ঐ প্রমাণ নির্দ্দোষ অথচ বেদসম্মত।

বিল্ববৃক্ষের উৎপত্তিগত নাম শ্রীফল বৃক্ষ। এই নামেই আর একটী সাক্ষ্য দিতেছে, ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে ইতিহাস আছে যে পূর্ব্বে কেবল ফুলদ্বারাই শিবের অর্চ্চনা হইত। একদা লক্ষ্মী নারায়ণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কোন্ ফুলেদ্বারা শিবের অর্চ্চনা করিলে কি ফল হয়? তদুত্তরে নারায়ণ ক্রমে২ অনেক

ফুলের নাম করিয়া পরিশেষে বিশেষরূপে বলিলেন; পদ্মফুলের দ্বারা পূজাকরিলে অত্যুৎকৃষ্ট ফল লাভ করাযায় ইহাশুনিয়া লক্ষ্মী স্বয়ং সহস্র পদ্ম উঠাইয়া শিবের অর্চ্চনা আরম্ভ করিলেন। মহাদেব ভক্তি পরীক্ষার্থ একটী পদ্মহরণ করিলেন লক্ষ্মী তখন স্বহস্তে স্বীয় স্তনপদ্ম একটি ছেদন করিয়া, সহস্র পদ্ম পূরণ করতঃ শিবের চরণপদ্মে অর্পণ করিলেন। মহাদেব তখন সাক্ষাৎ হইয়া লক্ষ্মীর অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া ঐ স্তনদ্বারা শ্রীফলবৃক্ষের উৎপত্তি ও তাহার পত্রদ্বারা স্বীয় পূজার বিধান করিলেন এবং ইহাও ব্যবস্থা করিলেন যে, কেবল ঐ শ্রীফল বৃক্ষের পত্রদ্বারাও তাঁহার পূজা সম্পন্ন হইবে, উহা ভিন্ন অন্য বিবিধ পুষ্পদ্বারা পূজা করিলেও তাহাতে ফল হইবে না, তদবধি এইরূপ পূজাই প্রচলিত আছে।

বিল্ববৃক্ষের উৎপত্তিগত নাম যদি শ্রীফল বৃক্ষ না হইত তাহা হইলে বিল্ববৃক্ষের এই ইতিহাস সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারিত। অথবা নারায়ণ যে শিবভক্ত শৈব ইহার যদি বিশুদ্ধ প্রমাণ না থাকিত তাহা হইলেও সন্দেহ হইতে পারিত। বিল্ববৃক্ষের উৎপত্তিগত শ্রীফল বৃক্ষ নামেই ঐ ঐতিহাসিক সমস্ত কথা প্রতিপোষিত হইতেছে। সুতরাং এই প্রমাণ বিশুদ্ধ ও বেদসম্মত। বিশেষতঃ যে জগতে মহাদেব কর্ত্তা নামে অভিহিত সেই জগতে বিষ্ণুর পরম পদ এই সমস্ত নির্দ্দোষ বেদসম্মত উৎকৃষ্ট প্রমাণ দ্বারা দেখা যাই-তেছে, বিষ্ণু পরম পদ, ব্যাপকত্ব, বিষ্ণুত্ব মহাদেবের প্রসাদেই লাভ করিয়াছেন। তপস্যা ও ভক্তি ইহার মূল কারণ।

অন্য কোনও প্রমাণের উপর দৃষ্টি না করিয়াও যে সর্ব্বময় সর্ব্বদেবের ঈশ্বর সমস্ত দেবের কর্ত্তানামে ওঁকারনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ শিব বেদের আদি হইতে মহাতীর্থ রূপে বিরাজমান আছেন যদি

এক দিকে সেই ওঁকারনাথ ও চক্রতীর্থ—মণিকর্ণিকা আর একদিকে বিষ্ণুর পরমপদ দেখাযায় তবে অতর্কিতরূপে স্বতঃই স্বীকার করিতে হয় যে ঐ কর্ত্তাটীর প্রসাদে ঐ কর্ত্তাটীর অনুগ্রহে, বিষ্ণু ঐ পরমপদ লাভকরিয়াছেন। চক্রতীর্থই বিষ্ণুর তপস্যার স্থান ও চিহ্ন মনিকর্ণিকা বিষ্ণুর তপস্যার প্রভাবের পরিচায়ক বিষ্ণুর পরমপদ বিষ্ণুত্ব ও ব্যপকত্ব ঐ তপস্যার ফল। বিশেষতঃ ভগবানবিষ্ণু যে শিবভক্তশৈব বারম্বার শিবের তপস্যা শিবের উপাসনা করিয়াছেন তাহার আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণরহিয়াছে সেই ভগবানের প্রতিষ্ঠিত ও আরাধিত হরেশ্বর নামে শিব, পুনশ্চ তপস্যায় শ্রীকণ্ঠেশ্বর শিব, পুনশ্চ তপস্যায় গদাধরেশ্বর শিব, পুনশ্চ তপস্যায় কেদারেশ্বর শিব, পুনশ্চ তপস্যায় রামেশ্বর শিব, পুনশ্চ তপস্যায় বিল্বেশ্বর শিব, বিষ্ণুপ্রিয়ামহালক্ষ্মীর তপস্যায় মহালক্ষ্মীশ্বর শিব, বিষ্ণুরবাহন গরুরের তপস্যায় গরুরেশ্বর শিব, জ্যোতির্লিঙ্গ মহামহাতীর্থরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন এবং ঐসমস্ত শিবের যাহার যেনাম সেই নামভেদে নামানুসারে সেই অনন্ত কাল হইতে অর্চ্চিতহইতেছেন নামানুসারে অর্চ্চনাভিন্ন সুধু শিব বলিয়া অর্চ্চনার ব্যবস্থানাই সুতরাং নিঃসন্দেহে স্বীকারকরা উচিত স্বয়ং-ভগবান বিষ্ণু শিবভক্তশৈব শিবউপাস্য বিষ্ণুউপাসক ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণের সমস্ত চরাচরের একমাত্র উপাস্য একমাত্র পরব্রহ্ম ওঁকারনাথ শিব।

শিবযে পশুপতি পশুনাথ পশুর ঈশ্বর ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বিষ্ণু যে কূর্ম্ম বরাহ ও নৃসিংহরূপী পশু ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত সুতরাং ইহাতেও স্বীকার করিতে হইবে যে বিষ্ণুর ঈশ্বর শিব বিষ্ণু তাঁহার উপাসক শিবকর্ত্তা বিষ্ণু তাঁহার অধীন শিব ঈশ্বর বিষ্ণু তাঁহার ভক্ত শিবপালক বিষ্ণু তাঁহার পাল্য।

বেদোক্ত সন্ধ্যোপাসনা ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের যে অবশ্যকর্ত্তব্য ইহা মনুসম্মত সর্ব্ববাদিসম্মত। মহাভারতে পাওয়া যায় ভগবান বাসুদেব কহিয়াছেন তিনি যখন যে জাতীয়রূপে বিরাজমান হন তাঁহার তখন সেই জাতিয়ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারকরণীয় হইয়া থাকে। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের নিকটে বাসুদেব কথিত শিব-মাহাত্ম্যে পাওয়া যায় শিব কহিয়াছেন বিষ্ণু তাঁহার পরমপ্রিয়ভক্ত সুতরাং বিষ্ণু যখন কশ্যপমুনির পুত্র বামনরূপে বেদোক্ত ত্রৈকা-লীন সন্ধ্যোপাসনা করিতেন শিব তখন সেই বামনরূপী বিষ্ণুর ললাটে বিষ্ণুযখন পশুরূপে তখন শিব পশুনাথ পশুর ঈশ্বররূপে বিষ্ণু যখন নরনারায়ণ ঋষিরূপে বেদোক্ত ত্রৈকালীন সন্ধ্যোপাসনা করিতেন শিব তখন তাঁহার ললাটে।

বিষ্ণু নরনারায়ণ ঋষি রূপে বহুকাল কেদারপর্ব্বতে শিবের তপস্যা করায় ঐতপস্যা প্রভাবে কেদারনাথ নামে জ্যোতি-র্লিঙ্গ শিব মহাতীর্থরূপে কেদারপর্ব্বতে। বিষ্ণু যখন পরশুরাম-রূপে বেদোক্ত সন্ধ্যোপাসনা করিতেন শিব তখন পরশুরামরূপী বিষ্ণুর ললাটে।

যখন বিষ্ণু রামরূপে যজুর্ব্বেদোক্ত সন্ধ্যোপাসনায় শিব তখন শ্রীরামচন্দ্রের ললাটে যখন রাম তাহার পিতামাতার বৃষোৎসর্গে রুদ্রপূজা হোম রুদ্রাধ্যায় শিবেরস্তব দ্বিপাঠ দ্বারা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্নকরিয়া ছিলেন তখন শিব মুক্তিদাতারূপে। যখন শ্রীরাম সেতুর উপর রামেশ্বর শিব স্থাপন করেন তখন হইতে সেইস্থানে রামেশ্বর নামে জ্যোতির্লিঙ্গ শিব মহাতীর্থরূপে বিখ্যাত হন। যখন শ্রীরাম বিশ্রবা মুনীর পুত্র রাক্ষসরাজ রাবণবধ পরিসমা-প্তির পর ব্রহ্মহত্যা পাপ ভয়ে যজুর্ব্বেদোক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন তখন শিব অগ্নিরূপে রুদ্রনামে ত্র্যম্বক

নামে পশুপতি নামে অর্চ্চিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে সেই পাতক হইতে মুক্ত করেন। (প্রমান যজুর্ব্বেদোক্ত অশ্বমেধ যূপপ্রকরণ) যখন বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে গোপকুলে গোপ বেশে তখন শিব লিঙ্গরূপে গোপেশ্বরনামে বৃন্দাবনে। যখন কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় রূপে মথুরা ও দ্বারকায় যজুর্ব্বেদোক্ত সন্ধ্যোপাসনায় তখন শিব শ্রীকৃষ্ণের ললাটে। যখন কৃষ্ণ শিবের লিঙ্গ মূর্ত্তিরউপাসনায় তখন শিব শঙ্কুকর্ণেশ্বর নামে দ্বারকায়। যখন কৃষ্ণ পুত্রার্থী হইয়া হিমালয়ে শিবের লিঙ্গ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া অর্চ্চনা ও শিবের সহস্র নামে সহস্র বিল্বপত্র প্রদান করেন তখন হইতে বিল্বেশ্বর নামে জ্যোতির্লিঙ্গ শিব হিমালয়ে বিরাজমান। (বিল্বেশ্বরের ইতিহাসে মহাভারতে ও হরিবংশে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে)।

যখন বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে বহুদিন দুর্ব্বাসারূপী শিবের অর্চ্চনা করিয়া বহুবিধ বর গ্রহণ করিয়াছিলেন তদবধি বিষ্ণুর সেই বর গ্রহণের স্থানের নাম হইয়াছে বরদানতীর্থ উহা তীর্থরূপে এখন পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।

স্বয়ং বিষ্ণু বিষ্ণুরূপে পশুরূপে বামনরূপে নরনারায়ণ ঋষিরূপে পরশুরামরূপে শ্রীরামও শ্রীকৃষ্ণরূপে শিবভক্ত শৈব, শিব উপাস্য বিষ্ণু উপাসক। ভগবান বিষ্ণু শিবের এরূপ ভক্ত যে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াও শিবভক্তি শিবধ্যান শিবজ্ঞান শিবের উপাসনা শিবের তপস্যা প্রতি নিয়ত করিয়াছেন। বিষ্ণু শিবের প্রিয়তম ভক্ত তাই বিষ্ণু ও শিব এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম কোনই প্রভেদ নাই। মহাভারত বৈষ্ণবগ্রন্থ। সেইগ্রন্থে ঘটনাক্রমে শিবমাহাত্ম্য যাহা বর্ণিত হইয়াছে প্রমানস্থলে তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করা উচিত। মনুর ব্যবস্থা মতে যাহা বেদমূলক তাহা ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রমাণ্য। বেদে যদি শিবমাহাত্ম্য সর্ব্বোচ্চ না

থাকিত এবং শৈবধর্ম্মের গুরুগিরিতে যদি ব্রাহ্মণভিন্ন অন্যজাতির অধিকার থাকিত ও বৈষ্ণবধর্ম্মের লোকদিগকে যদি শৈবধর্ম্মে নেওয়ার ব্যবস্থা ও ব্যবহার থাকিত তাহাহইলে শিবমাহাত্ম্য বৈষ্ণবগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারিত। শিব-মাহাত্ম্য মহাভারতের প্রয়োজনেই যে মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে ইহা আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রমাণ করিয়াছি।

মহাভারতে শিবমাহাত্ম্য ঘটনাক্রমেও উপস্থিত হইয়াছে, যথা, অতি অন্যায়রূপে দ্রোণাচার্য্যের বধসাধন হইয়াছে জানিতে পারিয়া তৎপুত্র অশ্বত্থামা শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া অন্যায়-কারীদিগের উপর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে রাত্রিকালে পাণ্ডবদিগের শিবিরে প্রবেশ করিবেন ইহাই স্থির করিলেন। সেই রাত্রিতে যে দুর্নিবার ঘটনা ঘটিবে ভবিষ্যদর্শী বাসুদেব তাহা মনে মনে জানিতে পারিয়া পঞ্চপাণ্ডবের রক্ষার্থ তাহা-দিগকে শিবিরে থাকিতে না দিয়া ঐ পঞ্চপাণ্ডব ও সাত্যকিসহ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া সেই ভয়াবহ রাত্রি সেইস্থানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অশ্বত্থামা তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন না। যদিও পঞ্চপাণ্ডব সাত্যকি ও বাসুদেব শিবিরে ছিলেন না, কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণ বিরাটবংশ এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও অন্যান্য এত বড় বড় বীর ও সৈন্য ছিল, দ্রোনপুত্রের একা এমন ক্ষমতা ছিলনা যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া এত সৈন্যধ্বংস করিতে পারে? কেবল সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অনুগ্রহে অমোঘ খড়্গ লাভকরিয়াই এই অসম্ভাবিতকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল; কিরূপ ঘটনায় যে সেই খড়্গ লাভ করিয়াছিল তাহাই জানিবার কথা।
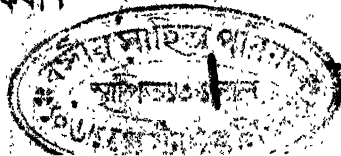
মহাত্মা কালীপ্রসন্নসিংহের বঙ্গানুবাদ সৌপ্তিকপর্ব্ব ষষ্ঠাধ্যায় সংক্ষেপ উদ্ধৃত।

অশ্বত্থামা রাত্রিকালে ক্রোধভরে পাণ্ডবদিগের শিবিরদ্বারে উপনীত হইয়া চন্দ্রও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এক মহাকায় মহাপুরুষকে অবলোকন করিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল বিচিত্রও সহস্রনেত্রসমলঙ্কৃত। বাহুসকল সুদীর্ঘস্থূল ও নাগাঙ্গদ বিভূষিত, আস্যদেশ ব্যাদিতদংষ্ট্রা করাল অগ্নিশিখায় প্রদীপ্ত তাহার পরিধান শোণিতার্দ্র ব্যাঘ্রচর্ম্ম উত্তরীয় কৃষ্ণাজিন। সেই নাগযজ্ঞোপবীতধারী ভীষণ দর্শন মহাপুরুষের আকার ও বেশ বর্ণনাকরা নিতান্ত দুষ্কর। তাঁহাকে দেখিলে পর্ব্বতসকলও বিদীর্ণ হইয়াযায়। তৎকালে সেই দিব্য পুরুষের মুখ নাসিকা কর্ণযুগল ও সহস্রনেত্র হইতে তেজোরাশি নির্গত হইতেছিল। সেই তেজঃপুঞ্জ হইতে শঙ্খচক্রগদাধারী অসংখ্য হৃষীকেশ প্রাদুর্ভূত হইতেছিল।

অশ্বত্থামা সেই সর্ব্বভূত ভয়ঙ্কর অদ্ভুত আকার মহাপুরুষকে দেখিয়াও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তাহার প্রতি দিব্যাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

মহাকায় পুরুষও বাড়বানল যেমন সমুদ্রের সলিলপ্রবাহ গ্রাস করিয়া থাকে তদ্রূপ দ্রোণপুত্র নিক্ষিপ্ত শরসকল গ্রাসকরিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত অস্ত্র ক্ষয় হইলে অশ্বত্থামা বিপন্ন হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপূর্ব্বক দেখিলেন;—সেই মহাপুরুষের তেজোরাশি বিনির্গত অসংখ্য হৃষীকেশ এককালে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন। তিনি সেই অদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃপাচার্য্যের নিষেধ বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক চিন্তাকরিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত বিপন্ন হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইব বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভগবান ভবানী

পতিকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ;·····ইত্যাদি।

বেদেযিনি বিরূপাক্ষ অর্থাৎ ঊর্দ্ধনেত্র মুদ্রিত তদ্দারা দৃষ্টি করিলে সৃষ্টিসংহার করিতে পারেন, সৃজন, পালন, সংহার, যাহার ইচ্ছায় হইয়া থাকে, তাহার তেজঃ হইতে শঙ্খচক্রগদাধারী অসংখ্য হৃষীকেশ প্রাদুর্ভূত হইয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল ইহা অসম্ভব বা বেদবিরুদ্ধ কথা নহে।

কালীপ্রসন্নসিংহের বঙ্গানুবাদ আনুশাসনিক পর্ব্বাধ্যায় ষষ্টাধিকশত তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মধুসূদন, তুমি মহর্ষি দুর্ব্বাসার প্রসাদবলে যে বিজ্ঞান প্রাপ্ত এবং মহাত্মা মহাদেবের মাহাত্ম্য ও নাম সমুদয় অবগত হইয়াছ তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার পরম কৌতু-হল উপস্থিত হইয়াছে অতএব তুমি উহা কীর্ত্তন কর।

তখন বাসুদেব কহিলেন ;—ধর্ম্মরাজ ! আমি দুর্ব্বাসার প্রসাদ-বলে যাহা লাভ করিয়াছি এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক প্রযত্ন ভাবে যাহা পাঠ করিয়া থাকি, এক্ষণে ভগবান ভূতপতিকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া তাঁহার সেই মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রজাপতি ব্রহ্মা বহুকাল তপস্যা করিয়া ঐ মাহাত্ম্য প্রকটিত করিয়াছেন।

ভগবান ভূতভাবন ভবানী পতিই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক পৃথি-বীর সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। তিনি এই ত্রিলোকের আদিকারণ এই ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার সমকক্ষ বা তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ কেহই নাই। তিনি রোষা-বিষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিলে শত্রুগণ তাঁহার গাত্রগন্ধেই ভীত কম্পিত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া পঞ্চত্ব পাইয়া থাকে, মেঘ গর্জ্জ-

নের ন্যায় তাঁহার ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণ করিলে রণস্থলে দেবগণের হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়াযায় তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিলে দেব দানব গন্ধর্ব্ব বা পন্নগগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহারা পর্ব্বতগুহামধ্যে প্রবেশ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। প্রজাপতি দক্ষ অতি সুবিস্তীর্ণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া তাঁহার ভাগ কল্পনা না করাতে তিনি রোষভরে শরাসনে শরসংযোগপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া সেই যজ্ঞবিদ্ধ করিয়াছিলেন। সহসা দক্ষযজ্ঞ বিদ্ধ হইলে দেবগণের সুখলাভ করা দূরে থাকুক তাহাদিগের দুঃখের পরিসীমা রহিল না ঐ সময়ে মহাদেবের জ্যা শব্দে সমুদয় লোক সমাকুল দেবতা ও অসুরগণ বিষণ্ণ. জল সংক্ষুব্ধ ও বসুন্ধরা বিকম্পিতা হইয়া উঠিল। পর্ব্বত সকল চতুর্দ্দিকে ধাবমান ও আকাশমণ্ডল এককালে বিনষ্ট হইল। সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রাদির কিছু মাত্র প্রভা রহিল না এবং লোক সমুদয় গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। ঐ সময়ে ঋষিগণ একান্ত ভীত হইয়া সমুদয় জগতের হিত, কামনায় স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রবল পরাক্রান্ত রুদ্রদেব দেবগণের প্রতি ধাবমান হইয়া, ভগের নয়নদ্বয় উৎপাটিত ও পদাঘাত দ্বারা পূষার দন্তপংক্তি বিপাটিত করিয়া ফেলিলেন। তখন দেবগণ রুদ্রের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শনে ভীত হইয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিনাকপাণি তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় শরাসনে শর সংযোগ করিলেন।

তদ্দর্শনে দেবতা ও ঋষিগণ আপনাদিগকে নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত মনে করিয়া শতরুদ্রীয় মন্ত্র-জপ ও কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। পরিশেষে দেবাদিদেব তাঁহাদিগকে নিতান্ত ভীত দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তখন

দেবগণ মহাদেবকে শান্তমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহার নিমিত্ত উত্তম রূপে যজ্ঞভাগ কল্পিত করিলেন। ভগবান ভূতভাবন তদ্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া যজ্ঞকে পুনরায় যথাস্থানে সংস্থাপন করিলেন।"

পূর্ব্বে অসুরদিগের লৌহ, রজত ও সুবর্ণময়ী তিন পুরীছিল। দেবরাজ ইন্দ্রও স্বীয় সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা ঐ অসুর পুরী বিদীর্ণ করিতে পারেন নাই। অনন্তর দেবতারা সকলে সমবেত হইয়া রুদ্রদেবের শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন;—"দেবাদিদেব! দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণ আমাদিগের সমুদায় কার্য্যেই উপদ্রব করিতেছে। অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দৈত্যগণের পুরত্রয়ের সহিত উহাদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।" দেবগণ এই কথা কহিলে ভগবান ভূতপতি তাঁহাদিগের বাক্যে সম্মত হইয়া বিষ্ণুকে উৎকৃষ্ট শর, অনলকে শৈল্য, সূর্য্য-পুত্র যমকে পুঙ্খ, চারিবেদকে শরাসন, এবং সাবিত্রীদেবীকে জ্যা ও ব্রহ্মাকে সারথি করিয়া পুরত্রয় সংযুক্ত ত্রিশূলদ্বারা অসুরদিগের সহিত সেই পুরত্রয় বিদীর্ণ ও দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভগবান ভূতভাবন পঞ্চশিখা সংযুক্ত বালকের বেশ ধারণ করিয়া সহসা পার্ব্বতীর ক্রোড়দেশে উপবেশন করিলেন। তখন পার্ব্বতী দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এ বালকটী কে?' সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র পার্ব্বতীর ক্রোড়ে সেই বালকটীকে উপবিষ্ট দর্শন করিবামাত্র ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাঁহাকে বজ্রপ্রহার করিতে উদ্যত হইলে, ভগবান ভূতপতি সহসা তাঁহার সেই বজ্রসংযুক্ত বাহু স্তম্ভিত করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মাদি দেবগণ একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; অনন্তর প্রজাপতি-ব্রহ্মা যোগবলে তাঁহাকে ভুবনেশ্বর বলিয়া অবধারণ করিলে, দেবগণ সকলেই তাঁহাকে ও পার্ব্বতীকে

প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্রের বাহু পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইল।

ঐ মহেশ্বর তেজঃপুঞ্জ কলেবর দুর্ব্বাসাররূপ পরিগ্রহ করিয়া, বহুকাল আমার দ্বারকাপুরীতে অবস্থানপূর্ব্বক বিবিধউপদ্রব করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি অবিকৃত চিত্তে তৎকৃত সমস্ত উপদ্রবই সহ্য করিয়াছিলাম।

তিনি রুদ্র, শিব, অগ্নি, সর্ব্ব, সর্ব্বজিৎ, ইন্দ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমার, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, বিদ্যুৎ, ঈশান, কাল, অন্তক, মৃত্যু, তমঃ, দিবা, রাত্রি, মাস, পক্ষ, ঋতু, প্রাতঃকাল, সায়ংকাল, সম্বৎসর, ধাতা, বিধাতা, বিশ্বকর্ম্মা, সর্ব্বজ্ঞ, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক, বিদিক, বিশ্বমূর্ত্তি ও অমেয়াত্মা। তিনি কখন একধা, কখন দ্বিধা, কখন সহস্রধা, কখন শতসহস্রধা, কখন বা তদপেক্ষা বহুধা বিভক্ত হইয়া থাকেন। একশত বৎসরেও কেহ তাহার সমুদায় গুণকীর্ত্তন করিতে পারে না।

(একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়)

"হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি সেই বহুরূপ বহুনামধারী রুদ্রদেবের মাহাত্ম্য আরও কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর;—মুনিগণ সেই দেবদেব মহাদেবকে অগ্নি স্থাণু, মহেশ্বর, একাক্ষ, ত্র্যম্বক, বিশ্বরূপ ও শিব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা কহিয়া থাকেন যে মহাদেবের মূর্ত্তি দুইপ্রকার। তম্মধ্যে এক মূর্ত্তি অতিভীষণ, ও অপর মূর্ত্তি মঙ্গলময়; ঐ মূর্ত্তিদ্বয় আবার নানামূর্ত্তিতে বিভক্ত হইয়া থাকে। তম্মধ্যে ভীষণ মূর্ত্তি অগ্নি, বিদ্যুৎ ও ভাস্কর; এবং সৌম্যমূর্ত্তি ধর্ম্ম, জল ও চন্দ্র স্বরূপ। মুনিগণ উঁহার শরীরের অর্দ্ধাংশকে অগ্নি ও অর্দ্ধাংশকে সোম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। উঁহার সৌম্যমূর্ত্তি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান এবং

উগ্রমূর্ত্তি জগতের সংহার করিয়া থাকে। মহত্ত্ব ও ঈশ্বরত্ব নিবন্ধন মহাদেবকে মহেশ্বর নামে নির্দ্দেশ করাযায়। উনি তীক্ষ্ণ, উগ্র প্রবল প্রতাপ, জগতের দহনকর্ত্তা ইত্যাদি বলিয়া উঁহার নাম রুদ্র। উনি দেবগণের মধ্যে মহান্। উঁহার বিষয়ের পরিসীমা নাই ও উনি বিশ্বসংসারকে প্রতিপালন করেন বলিয়া উঁহার নাম মহাদেব। উনি ধূম্ররূপী বলিয়া উঁহার নাম ধূর্জ্জটি। উনি মনুষ্যগণের মঙ্গল কামনা করিয়া নিয়ত বিবিধ কর্ম্মদ্বারা তাহাদিগকে উন্নত করেন বলিয়া উঁহার নাম 'শিব'। উনি স্থির, স্থিরলিঙ্গ ও স্বয়ং ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ করেন বলিয়া উঁহার নাম স্থাণু। উনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক বহুবিধ রূপ ধারণ করেন বলিয়া উঁহার নাম বহুরূপ এবং বিশ্বদেবগণ উঁহার শরীর মধ্যে অবস্থান করেন বলিয়া উঁহার নাম বিশ্বরূপ হইয়াছে, উনি কখনও সহস্রাক্ষ, ও কখন অযুতাক্ষ হন এবং কখন বা উঁহার শরীরের সর্ব্বত্র চক্ষু বিদ্যমান থাকে না। উনি পশুদিগের অধিপতি হইয়া সতত তাহাদিগের প্রতিপালন ও তাহাদিগের সহিত বিহার করেন বলিয়া পশুপতি নামে অভিহিত হন। উঁহার লিঙ্গ প্রতি নিয়ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে বলিয়া, সকলেই উহা পূজা করিয়া থাকে, লিঙ্গ পূজায় উঁহার পরম প্রীতি লাভ হয়, যে ব্যক্তি উঁহার মূর্ত্তি ও যে ব্যক্তি উঁহার লিঙ্গ পূজা করে, ঐ উভয়ের মধ্যে লিঙ্গ পূজয়িতারই অপেক্ষাকৃত অধিকতর উন্নতিলাভ হইয়া থাকে, ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্‌সরোগণ, উঁহার ঊর্দ্ধসমুস্থিত লিঙ্গের অর্চ্চনা করেন। লিঙ্গ পূজা করিলে মহেশ্বর পরম আহ্লাদিত হইয়া পূজয়িতাকে উৎকৃষ্ট সুখ প্রদান করেন। শ্মশান ভূমি উঁহার আবাসস্থান। যাহারা ঐ স্থানে উঁহার অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা চরমে বীরলোক গমনে সমর্থ হন। ভগবান

ভুতপতি জীবগণের মৃত্যু ও শরীরস্থিত প্রাণ, অপান, বায়ুস্বরূপ। ব্রাহ্মণগণ উহার নানা প্রকার বিকটমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন।

কর্ম্ম ও চরিত্র নিবন্ধন বেদে উহার নানা প্রকার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ উহার বেদোক্ত শত রুদ্রীয় স্তব পাঠ করিয়া থাকেন, উনিই সমুদয় লোককে অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ঋষিগণ উহাকে বিশ্বরূপী, মহৎ ও সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। উনি দেবগণের আদি, উহার মুখ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে। উনি প্রাণান্তেও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করেন না। উনি মনুষ্যদিগকে আয়ুঃ, আরোগ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য ও বিবিধ কামনা প্রদান করেন। আবার উনিই তৎসমুদায় বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদিদেবগণের যে সমুদায় ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে ঐসমুদায় তাঁহারই। উনি প্রতিনিয়ত ত্রিলোকের শুভাশুভ কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সমস্ত ভোগ্যবস্তুতে উহার প্রভুত্ব আছে বলিয়া উহাকে ঈশ্বর এবং যাবতীয় মহৎ বিষয়ের অধীশ্বর বলিয়া মহেশ্বর নামে নির্দ্দেশ করা যায়। উনি স্বীয় বিবিধরূপ দ্বারা এই বিশ্ব সংসার ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সমুদ্র মধ্যস্থ বড়বামুখ উহারই বক্ত্র। আকাশ ও সূর্য্যাদি দেবদেব মহাদেবের অন্যতর মূর্ত্তি; ইহা প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ করিয়াছি। ভগবান বাসুদেব কথিত দক্ষযজ্ঞে মহাদেবের ভাগ কল্পনা না করায় মহাদেবের ক্রোধে আকাশ, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদির প্রকাশ বিলুপ্ত হইয়া সমস্ত জগৎ ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। এইকথা বেদ সম্মত।

যিনি স্রষ্টা তাহা হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবগণ স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত চরাচর ও চারিবেদ উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং সেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বকর্ম্মা আবার ব্রহ্মাকে সারথি, বিষ্ণুকে উৎকৃষ্ট-

শর, অনলকে শৈল্য, যমকে পুঙ্খ, চারি বেদকে শরাসন ও সাবিত্রী দেবীকে জ্যা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, উহা কখনও অসম্ভব বা বেদ-বিরুদ্ধ কথা নহে, কথা বেদ সম্মত। যিনি ওঁঙ্কারনাথ নামে কর্ত্তা রূপে বিরাজমান তাহার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নহে। বাসুদেব শিবের যেসমস্ত নাম কহিয়াছেন বেদেও তাহা আছে, বাসুদেব কহিয়াছেন, কর্ম্ম ও চরিত্র নিবন্ধন বেদে মহাদেবের নানাপ্রকার নাম হইয়াছে।—কথা প্রকৃত। এই অবস্থায় বাসুদেব কথিত মহাভারতোক্ত এই শিব মাহাত্ম্য বেদসম্মত প্রমাণ, সুতরাং বেদোক্ত ও বেদসম্মত প্রমাণ দ্বারা ভগবান বিষ্ণু যে শিবভক্ত শৈব, শিবের উপাসনাও তপস্যা দ্বারাই যে পরমপদ ও বিষ্ণুত্ব লাভ করিয়াছেন, ইহা স্থির হইতেছে। তথাপি এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় দলিলের ও বিষ্ণুর স্বপক্ষে ভাগবতকারের শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ লিখিত যে সমস্ত জবানবন্দীর সমালোচনা হইবে তাহাতেও বহুবিধ বেদ সম্মত প্রমাণ এই মীমাংসিত বিষয়ে প্রস্ফুরিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিষ্ণুপক্ষে দ্বিতীয় দলিল হইতেছে;—ভৃগুমুনি ক্রোধবশতঃ বিষ্ণুবক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন তথাপি তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন না এই জন্য বৈষ্ণবগ্রন্থে বিষ্ণুই পরব্রহ্ম; শিব তাঁহার ভক্ত।

মহাভারতে পাওয়া যায় দুর্ব্বাসাঋষি অনেকদিন দ্বারকায়

অবস্থান করিয়া বাসুদেবের উপর বহুবিধ অত্যাচার করিয়াছিলেন। শেষদিবস তাঁহার উৎসৃষ্ট পায়সান্ন বাসুদেবের মস্তকে শরীরে ও সমীপস্থা রুক্মিণীদেবীর সমস্ত গাত্রে লেপন করিয়া দিয়াছিলেন। এবং অশ্বের পরিবর্ত্তে রুক্মিণী দেবীকে রথে যোজিত করিয়া তাঁহার উপর বেত্রাঘাত করিয়া ছিলেন তথাপি বাসুদেব ক্রুদ্ধ হননাই, কি কারণে হইয়াছিলেন না তাহা মহাভারতের আনুশাসনিক পর্ব্বের ঊনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসিত ব্রাহ্মণের এত মান্যকেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বাসুদেব দুর্ব্বাসা সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন পাঠক ইচ্ছাকরিলে ঐ প্রস্তাব এবং একাদশ পুরাণে দধীচিমুনির সহিত বিষ্ণুর যুদ্ধঘটনা প্রস্তাবটী পাঠ করিলেই তাহার কারণ জানিতে পারিবেন।

পদাঘাতদ্বারা দেবতাদিগকে প্রসন্ন করার অথবা পরব্রহ্মের পরীক্ষা করার ব্যবস্থা থাকিলে কঠোর তপস্যা করিয়া শরীর শীর্ণ করা হইত কেন? কে ব্রহ্ম; ইহাযদি ভৃগুমুনি না জানিতেন তবে বিষ্ণুবক্ষে পদাঘাত করিতে তাঁহার ক্ষমতাই হইতনা। অথবা পদাঘাত করিয়া জীবিত থাকিতে পারিতেন না। ভৃগুমুনি ব্রহ্মতেজঃ লাভ করিয়া ছিলেন বলিয়াই বিষ্ণু বক্ষে পদাঘাত করিয়া জীবিত ছিলেন এবং ভগবান বিষ্ণু সাদরে সেই পদাঘাত সহ্য করিয়া, বিনয়ে তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিয়াছিলেন। ইহার কারণ যুধিষ্ঠিরের নিকট ভগবান যাহা বলিয়াছেন তাহাই প্রকৃত। পূর্ব্বে ঋষি দিগের ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে, অথবা সেই ক্রোধাগ্নি হইতে আত্মরক্ষা করিতে বিনয় ও স্তুতি ভিন্ন উপায় ছিল না। তাই তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিতে বিষ্ণু তাঁহার স্তব স্তুতি করিয়াছিলেন।

যিনি পাপ পুণ্যের এবং ঋষিদিগের আশীর্ব্বাদ ও অভিসম্পা-তের অতীত তিনিই পরব্রহ্ম। ঋষিগণ তাঁহারই উপাসনা করিয়া ব্রহ্মতেজঃ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই উপাসনা করিয়া, ক্ষত্রিয়-সন্তান বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভগবান বিষ্ণুও তাহারই তপস্যাদ্বারা বিষ্ণুত্ব ও ব্যাপকত্ব লাভ করিয়াছিলেন ও দুর্ব্বাসার অর্চ্চনা এবং তৎকৃত অত্যাচার অবিচলিতচিত্তে সহ্য করিয়া তাহা হইতে বহুবিধ 'বর' গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে ভগবান বিষ্ণুর 'রাম' অবতারের ত্রিকালজ্ঞতা বিলুপ্ত হইয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণের ঔরসজাত রাক্ষস-রাজ রাবণকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেনবলিয়া রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া-ছিলেন।

ব্রহ্মা কন্যাগামী হইয়া যে মহাপাপ করিয়াছিলেন, সেই অপ-রাধে মহাদেবের ভয়ে তাঁহাকে পলাইতে হইয়াছিল। ব্রহ্মার ঐ অন্যায় কার্য্যে মহাদেবের ক্রোধ হইতে কালভৈরব প্রাদুর্ভূত হইয়া পঞ্চমুখ ব্রহ্মার ঊর্দ্ধমুণ্ড ছেদন করিয়া নিয়াছিলেন। তদবধি ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ, বৈষ্ণব গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে মহাদেবের ভয়ে ব্রহ্মার পলায়ন লিখিত আছে।

দেবদেব মহাদেব ভিন্ন সমস্ত দেবগণ যে পাপ পুণ্যের এবং ঋষিদিগের ক্রোধ ও আশীর্ব্বাদের অধীন ইহার বহুবিধ প্রমাণ রহিয়াছে।

পূর্ব্বকালে দধীচিমুনির সহিত বিষ্ণুভক্তের বিবাদ উপস্থিত হইলে, বিষ্ণু তাহার ভক্তের পক্ষ হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ সহ তাঁহার নিকট গমন করিয়া সকল দেবতা একত্রে তাঁহার উপর দিব্যাস্ত্র-সকল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন কিন্তু দধীচিমুনির গায়ে ঠেকিয়া

সমস্ত অস্ত্রই ব্যর্থ হইয়াছিল। দেবতারা দধীচির কুশাস্ত্রের প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করতঃ আত্মরক্ষা করিয়া ছি-লেন। সমস্ত ব্রাহ্মণ দধীচি মুনির পশ্চাতে দর্শক রূপে উপ-স্থিত ছিলেন। তাঁহারা দেবতাগণের ঐ অন্যায় যুদ্ধ দেখিয়া অভিসম্পাত করিয়া ছিলেন যে, দক্ষযজ্ঞে বীরভদ্র ভৈরবের হস্তে এই অন্যায় যুদ্ধের ফল স্বরূপ তোমাদের সকলের মস্তক ছিন্ন হইবে দক্ষযজ্ঞে তাহাই হইযাছিল। দক্ষ প্রজাপতি ও ঋত্বিক্‌ব্রাহ্মণ দিগকে রক্ষা করার জন্য বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ বীরভদ্রভৈরবের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করায় তিনি বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণেরও ঋত্বিক্‌ব্রাহ্মণগণের ও দক্ষ প্রজাপতির মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার দেব ও ব্রহ্ম হত্যা-জনিত কোন পাপই হইয়াছিল না। তৎপর ব্রহ্মার স্তব স্তুতিতে মহাদেব স্বয়ং যজ্ঞস্থলে যাইয়া বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ঋত্বিক্‌-ব্রাহ্মণগণ ও দক্ষ প্রজাপতিকে পুনর্জীবিত করিয়া দিয়াছিলেন। ভাগবতকার শ্রীমদ্ভাগবতে দক্ষযজ্ঞ রূপান্তরিত করিয়াছেন; বোধ-করি, দক্ষযজ্ঞ অন্যরূপ করিয়া দেখাইবার জন্যেই তিনি ভাগবতে রূপান্তরিত করিয়া দক্ষযজ্ঞের কাহিনী আনিয়াছেন।

মহাদেব যে পাপ ও পুণ্যের অতীত পূর্ব্বের ঋষিগণ যে মহা-দেবের ক্রোধ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত স্তব স্তুতি করিতেন তাহা প্রমাণ জন্য যজুর্ব্বেদোক্ত রুদ্রাধ্যায়ের ১৫, ১৬, ও ২০ মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল।

১৫ দশ মন্ত্র—হে রুদ্র আমাদের বৃদ্ধ বালক ও যুবক সকলকে আমাদিগের ভ্রূণ সকলকে পিতাকে মাতাকে ও পত্নীগণকে পুত্রদিগকে বধ করিও না।

১৬ শ মন্ত্র—আমাদিগের প্রিয়তনয়াদিগকে বধ করিও না।

আয়ুর্ব্বিষয় কল্যাণ কর। গো অশ্ব প্রভৃতি বধ করিও না।

২০ শ মন্ত্র—জগৎ যৎ কর্ত্তৃক জীবরূপতা ও অন্তর্যামিতা প্রযুক্ত বিশেষরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি সমস্ত প্রাণীর পালয়িতা। যিনি হস্তে বান ধারণ পূর্ব্বক দশদিক্ রক্ষা করিতেছেন; যিনি অভিমানশূন্যতা প্রযুক্ত শুদ্ধ ও নির্লেপ, যিনি আমাদিগের রক্ষণার্থ আকর্ণ পূর্ণ ধনুঃ অবলম্বন করতঃ ধাবমান রহিয়াছেন ইত্যাদি।

যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে, যিনি সমস্ত প্রাণীর পালয়িতা, সৃজন, পালন ও সংহার যাহার কর্ত্তব্য ও করণীয়, তিনি ব্রহ্মহত্যা গোহত্যা স্ত্রীহত্যা ভ্রূণ হত্যা ইত্যাদি পাপের অতীত। ইহা বেদ ও ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত। পূর্ব্বে ঋষিগণ জন্ম মৃত্যু বন্ধন হইতে চিরমুক্তির কামনায় সস্ত্রীক ত্র্যম্বকদেবতার অর্চ্চনা ও তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতেন, ইহার প্রমাণ প্রথম অধ্যায়ে বেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। ত্র্যম্বকদেবতা যে শিব ইহাতে যদি কাহারও আপত্তি থাকে, তিনি অভিধানে অথবা মহাতীর্থ কুশাবর্ত্তে যে স্থানে ত্র্যম্বকনাথ শিব মহাতীর্থরূপে বেদের বাবা রূপে, ত্রিলোকের পিতৃরূপে মুক্তিদানের কর্ত্তারূপে বিরাজমান আছেন, তথায় যাইয়া দেখিতে পারেন,—শিব সম্বন্ধে বেদে যাহা আছে পৃথিবীতেও তাহাই বিদ্যমান রহিয়াছে।

বৈদিক প্রমাণে—যিনি জন্ম মৃত্যুরূপ ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ করিয়াথাকেন, যিনি স্বর্গ নরক মুক্তিমার্গের পালক—যিনি দেহে আত্মা ও বল প্রদান করেন, যিনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক চরাচরের একমাত্র অধিপতি, যাহার প্রভাবে সচেতন প্রাণীর চেতনা সন্তোষকারিণী হয়, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যাহার শাসনাধীন, যিনি যজ্ঞমূর্ত্তি যজ্ঞেশ্বর, ললাটে পরব্রহ্মরূপেধ্যেয়; যাহার তপস্যা করিয়া ভৃগু আদি মুনিগণ ব্রহ্মতেজঃ লাভ করি-

য়াছেন, সেই পরমদেবতা পরব্রহ্মকে পদাঘাত করিতে ইচ্ছা করিলেই যে তপস্যা নষ্ট হইবে, প্রদীপ্ত হুতাশনে পতঙ্গবৎ পুড়িয়া মরিতে হইবে, ইহা তাহার জ্ঞান ছিল; সুতরাং যে ভগবান বিষ্ণু, তপস্যাদ্বারা বিষ্ণুত্ব ব্যাপকত্ব ও পরমপদ লাভ করিয়াছেন, ভৃগুমুনি স্বীয় তপোবলের পরীক্ষা জন্যই সেই বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন। অন্য কারণে নহে।

তৃতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্দ।

ভাগবতকারের গ্রন্থলিখিত জবানবন্দীতে রামের চরিত্র বর্ণনায় এইকথা আছে যে—রাম মানব অবতার গ্রহণ করিয়া ছিলেন; কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব তাঁহার চরণপদ্ম অর্চ্চনা করিতেন ইহাই ভাগবতকারের জবানবন্দী।

রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার হইলেও মানবচরিত্রের অথবা মানবপ্রকৃতির সীমা অতিক্রম করিয়া ঐশ্বরিক বা দৈব শক্তির বলে কোনও কার্য্যই করেন নাই। কিশোর বয়সে চূড়া উপনয়ন বংশ ও জাতিগত নিয়মানুসারে, তৎপর যৌবনে বিবাহ তাহাও জাতিগত বংশগত নিয়মানুসারে, পিতৃসত্য পালনার্থ বনে যাওয়া তাহাও মানুষের নিয়মানুসারে; পিতৃশ্রাদ্ধও করিয়াছেন জাতিগত নিয়মানুসারে, সীতা উদ্ধার জন্য সমুদ্রে সেতুবান্ধিয়া লঙ্কায় যাওয়া, তাহাও মানুষের নিয়মানুসারে, রাবণাদি বিপক্ষগণকে সংহার-করতঃ সীতা উদ্ধার করিয়া অগ্নিপরীক্ষাদ্বারা গ্রহণ করিয়াছিলেন,

তাহাও মানুষের নিয়মানুসারে, ১৪শ বৎসর অন্তে পুরপ্রবেশ ও রাজ্যাভিষেক তাহাও মানুষের নিয়মানুসারে, প্রজারঞ্জনজন্য সীতাকে যে বনে পাঠানহয় তাহাও মানুষের নিয়মানুসারে, ব্রহ্ম হত্যাপাপভয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সম্পন্ন করেন মানুষের নিয়মানুসারে, তীর্থপর্য্যটন করিয়াছিলেন মানুষের নিয়মানুসারে। ত্রৈকালীন সন্ধ্যোপাসনা করিতেন ক্ষত্রিয়জাতির নিয়মানুসারে। প্রজাশাসন প্রজাপালন সমস্তই করিতেন মানুষের নিয়মানুসারে; শ্রীরামচন্দ্র সমস্তকার্য্য মানব ও জাতীয়ধর্ম্মানুসারে করিয়া, তাহার পাদপদ্মে পূজা লইতেন দৈবী অথবা ঐশ্বরিক শক্তির বলে; ব্রহ্মা মহেশ্বরকে ধরিয়া, এমন অসঙ্গত অযৌক্তিককথা ভাগবতে ভিন্ন কিছুতেই পোষায় না।

'কারণভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না' ব্রহ্মা ও শিবের এমন কি কারণ ঘটিয়া ছিল, তাঁহারা এমন কি দায়ে পড়িয়াছিলেন, কিম্বা তাঁহাদের এমন কি বাপেরশ্রাদ্ধ ঠেকিয়াছিল যে, অযোধ্যার দশরথের পুত্রের পাদপদ্ম অর্চ্চনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কোনও ঘটনার সংশ্রব নাই, কোনও কারণ নাই, কেবল এই কথা যে "রামচন্দ্র মানব অবতার গ্রহণ করিয়া ছিলেন সত্য, কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব তাঁহার চরণপদ্ম অর্চ্চনা করিতেন।" ঘটনা অথবা কারণের সংশ্রব না থাকাতে যখন এই কথা, তখন কথাটী যে গ্রন্থকারের স্বার্থমূলক উদ্দেশ্যে লিখিত তাহার সন্দেহ নাই। রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়; জাতিগত ব্যবহার ও জাতিগত ধর্ম্মে ব্রতী ছিলেন;—একথা তাঁহার চরিত্রে বিদ্যমান, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ক্ষত্রিয়দিগের যজুর্ব্বেদোক্ত সন্ধ্যাকরার নিয়ম আছে। ঐ বেদের ব্যবস্থায়, ত্রিসন্ধ্যায় শিবের ধ্যান, শিবের উপাসনা ললাটে করিতে হয়। গায়ত্রী বিসর্জ্জনের পর "পরব্রহ্ম" ইত্যাদি মন্ত্রে শিবকে

নমস্কার করিতে হয়। রাম অবশ্যই তাহা করিতেন। পিতা-মাতার শ্রাদ্ধে (বৃষোৎসর্গে) বেদোক্ত রুদ্রপূজা, রুদ্রের হোম, যজুর্ব্বেদোক্ত রুদ্রাধ্যায় শিবের স্তব দ্বিঃপাঠ অর্থাৎ দুইবার পাঠ করিতে হয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতির বেদোক্ত বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ না হইলে একটী ব্রাহ্মণ ও সেই আদ্যশ্রাদ্ধে আহার করেন না বা দানগ্রহণ করেন না। রামচন্দ্র কখনও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম উপেক্ষা করেন নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি পিতামাতার শ্রাদ্ধে যজুর্ব্বেদোক্ত বৃষোৎসর্গ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র বেদাধ্যয়ন ও বেদোক্ত সন্ধ্যোপাসনা করিতেন। পূর্ব্বপুরুষের নিয়মানুসারে দীক্ষিত হইয়া তাঁহাদের স্থাপিত অযোধ্যায় মঠমন্দিরস্থ শিবের লিঙ্গমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতেন। তৎপর ঘটনাচক্রে পড়িয়া সাগরে সেতু বান্ধিয়া সেই সেতুর উপর রামেশ্বর নাম দিয়া শিবের এক লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপন করেন। তদবধি রামেশ্বর শিব জ্যোতির্লিঙ্গ মহাতীর্থরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন।

রামচন্দ্র রাক্ষসরাজ রাবণ বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ-ভয়ে যে অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন; ঐ যজ্ঞে যূপস্থাপন করিয়া যে দেব দেব মহাদেবের অর্চ্চনা করিতে হয় তাহার প্রমাণ জন্য

যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার অশ্বমেধ যূপপ্রকরণ
হইতে সংক্ষেপ উদ্ধৃত হইল
২৪ অধ্যায় ২য় কণ্ডিকা।

দ্বিতীয়যূপ—পশুপতি রুদ্রদেবতার প্রীতির জন্য ইত্যাদি···
১০—১৫।

পঞ্চমযূপ—রুদ্রদেবগণের প্রীতির জন্য ইত্যাদি··· ··

দশমযূপ—(বিদ্যুৎ দেবতার প্রীতির জন্য ইত্যাদি······
(বিদ্যুৎ কিন্তু শিবের রূপান্তর)।

বিংশযূপ—ত্র্যম্বক দেবতার প্রীতির জন্য ইত্যাদি;...

রুদ্রদেবতার আরও অনেক যূপ আছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের মূল দেবতা সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম শিব, এজন্য বেদে শিবের নানাবিধ নামে যূপ স্থাপন করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যবস্থা হইয়াছে। যিনি স্রষ্টা পাপ হইতে মুক্তকরার অধিকার তাঁহারই সুতরাং অশ্বমেধ যজ্ঞে তাহার বহুবিধ নামে অর্চ্চনা রহিয়াছে। যিনি বহুবিধ নামে পূজিত হন তিনিই মূলদেবতা।

রামচন্দ্রের বিবেক উপস্থিত হইলে তাঁহার কুলগুরু বশিষ্ঠ-দেব তাঁহাকে কিরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন এস্থলে প্রমাণ জন্য তাহা উদ্ধৃত হইল।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বৈরাগ্য প্রকরণের চতুঃষষ্টিতমসর্গ।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন হে রামচন্দ্র! যে "পরমাত্মা মহেশ্বর" সর্ব্ব-গত আদ্যন্তবিবর্জ্জিত স্বচ্ছ স্বপ্রকাশক ও আনন্দস্বরূপ সেই শুদ্ধ-চিন্মাত্র পরমাত্মা হইতে চিত্তশালী জীব সমুৎপন্ন। ও সেই জীবের চিত্ত হইতে জগৎ সমুদ্ভূত হইয়াছে। (মহেশ্বর মহাদেব যে শিবের নাম ইহা ১ম অধ্যায়ে বেদের প্রমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে) তথাপি জিজ্ঞাসাকরি বশিষ্ঠদেব কথিত পরমাত্মা মহেশ্বর শিব না বিষ্ণু?

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্দে ভাগবতকার মহাদেবকে বিষ্ণুর অবতারের অংশের অংশ মনুষ্য পশু পক্ষিগণের অথবা কীট পত-ঙ্গের তুল্য বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু কোন্ অবতারের অংশের অংশ তাহা প্রকাশ করেন নাই। ভাগবতে দক্ষযজ্ঞের যে কাহিনী আনিয়াছেন তাহাতে ব্রহ্মাও বিষ্ণুকে গরহাজির রাখিয়াছেন।

কেন ব্রহ্মাও বিষ্ণু কি কীট পতঙ্গকে ভয় করিতেন? বীরভদ্র ভৈরব সেই যজ্ঞে যে সকল দেব ও ঋত্বিক্‌, ব্রাহ্মণ ও দক্ষ প্রজাপতিকে হত্যা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পুনর্জীবিত করিতে, ব্রহ্মাও বিষ্ণুকে মহাদেবের নিকট নিয়া অনুরোধ না করাইয়া বিষ্ণুকে দিয়া পুনর্জীবিত করাইলেন না কেন? শিব যদি পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের তুল্য, তবে ভাগবতকারের বর্ণিত সমুদ্র মন্থনে যে হলাহল বিষ উত্থিত হইয়া সমস্ত দেব, দানব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ইত্যাদি বিনাশের কারণ হইয়াছিল, সেই হলাহল বিষগুলি সমুদ্র মন্থনের কর্ত্তারূপী সম্মুখে বিদ্যমান বিষ্ণুঠাকুরকে নিবেদন করিয়া না দিয়া স্তব স্তুতি করিয়া সেই পশু, পক্ষী ও কীট পতঙ্গের তুল্য মহাদেবকে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হইল কেন?

গ্রন্থকার বিষ্ণু ঠাকুরকে দিয়া স্তব স্তুতি না করাইয়া, প্রজা, প্রজাপতি, ঋষিগণ যে দর্শক রূপে উপস্থিত ছিলেন, মহাদেবের স্তব স্তুতি করিতে প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁহাদিগকেই পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যাহার দায় ঠেকা, পরিত্রাণের জন্য তাহার নিজের উপস্থিত হইয়া স্তব স্তুতি করাও যে কথা প্রতিনিধিদ্বারা বা মোক্তারাতন হাজির হইয়া স্তব স্তুতি করাও সেইকথা। মন্থনের কার্য্যে হলাহল উত্থিত হইয়া; যে, জগৎ বিনষ্ট করিতেছিল, তাহাতে দায় ঠেকা হইয়াছিল সেই কর্ত্তাটীর না দর্শকগণের? তবে বিষ উৎপন্ন হওয়ার কর্ত্তাকে গরহাজির রাখিয়া দর্শকদিগকে উপস্থিত করা হইল কেন? তবেই ভাগবতকারের কথা এই হইল যে সেই হলাহল বিষ সমস্ত জগৎ-ধ্বংসের কারণ হওয়াতে প্রজা প্রজাপতি ও সমস্ত জগতের অধিপতির ক্ষতির কারণ হইয়াছিল। সুতরাং যাহাদের কৃতকর্ম্মে বিষ উৎপন্ন হইয়াছিল তাঁহারা সেই সময়ে গুরুতর অপরাধী হইয়া-

ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা ছিলেন গরহাজির, ভাগবতকার বিষ্ণু ঠাকুরকে এই কর্ম্মের কর্ত্তা করিয়া তাঁহার নির্ম্মলযশঃ বাহির করিয়াছেন না মাটী করিয়াছেন? সমুদ্র মন্থনে উত্থিত বিষ কর্ত্তাটী সহ সমস্ত জগৎ নষ্ট করিতে পারিত বিষ্ণু ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়া এমন কার্য্যের কর্ত্তা হইতে গেলেন কেন? তবেই এখানে কিন্তু ভাগবতকার কার্য্যগত বিষ্ণুঠাকুরের ত্রিকালজ্ঞতা বাজাপ্ত করিয়াছেন। তবে নির্ম্মল যশঃ বাহির করাহইল কিরূপে? ঐ কর্ম্মে যিনি কর্ত্তা ঐ কর্ম্মে উৎপন্ন সমস্ত বস্তুই ন্যায় ও বিচারতঃ সেই কর্ত্তাটীর, এই অবস্থায় সেই কর্ম্মের উৎপন্ন ফল যে হলাহল বিষ তাহা সেই কর্ত্তাকে খাওয়ান হইল না কেন? এখানে কিন্তু ভাগবতকার কার্য্যগত ভগবান বিষ্ণুকে হলাহল বিষ পানের অযোগ্য অক্ষম সাব্যস্ত করিয়াছেন তবে নির্ম্মলযশঃ বর্ণন করাহইল কিরূপে?

মন্থনোৎপন্ন অমৃতগুলি দৈত্যগণকে বঞ্চনা করিয়া দেবগণের সহিত ভাগবন্টন রূপে খাওয়াইলেন বিষ্ণুঠাকুরকে। এখানে কিন্তু ভাগবতকারের মতে ভগবান বিষ্ণুর হাল্‌কাজীবনের পরিচয় রহিয়াছে তাই তিনি অমৃত পানদ্বারা অমরতার ব্যবস্থা করিলেন, তবে আর ভগবানের নির্ম্মল যশঃ হইল কিসে? না দৈত্যগণকে বঞ্চনা করায়? না উৎপন্ন জিনিস ইন্দ্রের সহিত ভাগবন্টনে কিছু কিছু পাওয়ায়? তবে মহাদেবককীট পতঙ্গের তুল্য ও বিষ্ণুর অবতারের অংশের অংশ বর্ণনা করায় বিষ্ণুঠাকুরের মাহাত্ম্য ক্রমশঃ খুব উচ্চে উঠিয়াছে। কেননা অমৃত পান করাইয়া যে ব্রহ্মের জীবন শক্ত করা হইয়াছে তিনি ভিন্ন অমৃত ত্যাগী বিষভক্ষক জগৎরক্ষক জগৎপালক কখনও ব্রহ্মপদ বাচ্য হইতে পারেনা।

ভাগবতকারের মতে যিনি বিষ পানের অযোগ্য যিনি অমৃত পায়ী যিনি ইন্দ্রের সহিত সমকক্ষরূপে মন্থনোৎপন্ন জিনিসগুলি ভাগবণ্টনে কিছু কিছু নিয়া ছিলেন তিনিই ব্রহ্ম! মহাদেব অবশ্যই সেই ব্রহ্মের অবতারের অংশের অংশ মনুষ্য পক্ষী কীট পতঙ্গাদির তুল্য।

কিন্তু গ্রন্থ ও ভাষ্য ও টীকা টিপ্পনী ভাগবতকারের স্বনামে প্রকাশ না করিয়া ত্রিসন্ধ্যান্বিত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নামে করায় অকারণে তাঁহাদিগকে কলঙ্কিত করা হইয়াছে।

৩য় অধ্যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্দে
ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবের মধ্যে যেমন বিষ্ণু, ভক্তের মধ্যে যেমন মহাদেব, পুরাণের মধ্যে তেমনই ভাগবত। ইহাই ভাগবতের কথা।

এখানে কিন্তু ভাগবতকার মহাদেবের দেবত্ব বাজাপ্ত করিয়া ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কহিয়াছেন। ষষ্ঠস্কন্দে চিত্রকেতু গন্ধর্ব্বের বাহাদুরীটি মহাদেবের উপর দিয়া চালাইয়া সেই শ্রেষ্ঠত্ব কাড়িয়া নিয়াছেন। অষ্টমস্কন্ধে যে, মহাদেবকে পশু পক্ষীর তুল্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আর বাজাপ্ত করেননাই সুতরাং বাহাল রাখিয়াছেন পশুপক্ষীর তুল্যরূপে, কিন্তু মহাদেব নামটা বাজাপ্ত

করেন নাই কেন ? ভাগবতে ইহার কোনও কারণ পাইলামনা। কেবল এইমাত্র বুঝিলাম মহাদেবের সম্বন্ধে ঐরূপ বর্ণনা যেমন ঠিক হইয়াছে পুরাণের মধ্যে ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব ও সেইরূপই ঠিক হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইযে যে জগতে মহাদেব সর্ব্ববাদি সম্মত পশুপতি পশুনাথ ও পশুর ঈশ্বর সেই জগতে ভগবান বিষ্ণুকে ভাগবতকার বরাহবর্ণনায় ছাড়িয়াদিয়া কার্য্যগত ভগবানের নির্ম্মল যশঃ ও ভগবানের ঈশ্বরত্ব বাজাপ্ত করিয়া মাটী করিয়াছেন।

বৈষ্ণবগ্রন্থ মহাভারতের শৈল্যপর্ব্বান্তর্গত
গদাযুদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়ের একোন চত্বারিংশতম অধ্যায়।
কালীপ্রসন্ন সিংহের বঙ্গানুবাদ।

মহর্ষি মঙ্কনক স্বীয় সমীপে একটী ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাঁহাকে দেবাদিদেব মহাদেব জ্ঞান করিয়া, তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে ; হে ভগবন ! আমি রুদ্র অপেক্ষা অন্য কোনও দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিনা। "আপনি এই চরাচর বিশ্বের একমাত্র গতি। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, আপনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং প্রলয়কালে সমস্ত বস্তু আপনাতেই প্রবেশ করিবে। হে ভগবন্ ! আমার কথা দূরে থাকুক, দেবগণ ও আপনারে বিদিত হইতে সমর্থ নহেন। জগতে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তৎসমস্ত আপনাতে নিরীক্ষিত হইয়া থাকে, আপনি বর দাতা, ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনারই আরাধনা করেন। আপনি দেবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহারা আপনারই অনুগ্রহে অকুতোভয়ে আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিয়া থাকেন ইত্যাদি২ এই সমস্ত কথা বেদ সম্মত। যাহা বেদ সম্মত, প্রমাণ স্থলে তাহাই গৃহীত হওয়া উচিত। এই হেতু মহাভারতের

এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদ্বারা দেখাযায় মহাদেব সমস্ত দেবের সৃষ্টিকর্ত্তা। এবং সমস্ত দেব সমস্ত জীবের পালনকর্ত্তা ও মুক্তিদাতা ভাগবতকারের স্বার্থে সেই মহাদেবের দেবত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

৩য় অধ্যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার পায় শিবের প্রণাম লেখা হইয়াছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এইরূপ বলিবার প্রথা দেখিয়াই বোধ করি ভাগবতকার ইহা করিয়াছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও ঋক্ যজুঃ সাম এইরূপ বলিবার পদ্ধতি কোথা হইতে কি কারণে বাহির হইয়াছে ভাগবতকার যদি ত্রিসন্ধ্যান্বিত ব্রাহ্মণ অথবা বেদজ্ঞ ত্রিবর্ণের কেহ হইতেন তাহা হইলে তিনি ঐরূপ বেদ বিরুদ্ধ কথা লিখিতে যাইতেন না বিশেষতঃ মহাভারতে ও পুরাণে পাওয়া যায় ব্রহ্মা বহুকাল শিবের তপস্যা শিবের আরাধনা শিবের অর্চ্চনা করিয়াছেন তাহারই বিশুদ্ধ প্রমাণ ও চিহ্ন পৃথিবীতে মহাতীর্থরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে পিতা মহেশ্বর নামে জ্যোতির্লিঙ্গ শিব; এই অবস্থায় প্রকৃত তত্ত্বে সমস্ত কারণে ব্রহ্মার নমস্য ও উপাস্য শিব সুতরাং শিবের নমস্য ব্রহ্মা এইকথা শ্রবনে ও অধ্যয়নে মহাপাতক যে তাহার সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এইরূপ বলিবার পদ্ধতি শুনিয়াই ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্ব কল্পনায় এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু এইপদ্ধতি বাহির হইয়াছে বেদ হইতে উহার কারণ রহিয়াছে, বেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রে প্রথমে নাভিদেশে ব্রহ্মা তৎপরে হৃদয়ে বিষ্ণু তৎপরে

ললাটে শিবের ধ্যান সেই কারণে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বলিবার পদ্ধতি বাহির হইয়াছে বেদহইতে ইহাতে জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ব্রহ্মা বিষ্ণুর কি মহেশ্বরের ?

সন্ধ্যার মন্ত্রে প্রাতর্ধ্যানে ব্রহ্মাণী কুমারী ঋকবেদ স্বরূপা মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবী যুবতী যজুর্ব্বেদ স্বরূপা ও সায়াহ্ন ধ্যানে বৃদ্ধা রুদ্রাণী সামবেদস্বরূপা এই কারণ হইতেই ঋক্ যজুঃ সাম বলিবার পদ্ধতি বাহির হইয়াছে বেদ হইতে। রুদ্রাণী বৃদ্ধা বলিয়াই শিব অতি বৃদ্ধ অনন্তকোটি শিবের মধ্যে বুড়া শিব আছেন নবদ্বীপের বুড়া শিব অতি বড় অতি বৃদ্ধ।

৩য় অধ্যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে;—চিত্রকেতুগন্ধর্ব্ব মহাদেবকে লোক গুরু জীবশ্রেষ্ঠ নির্লজ্জ ঘৃণিত ও নীচ প্রবৃত্তির নীচ লোকের ন্যায় সভায় স্ত্রীসহ উপবেশনকারী বলিয়া গালাগালি করিয়াছে, সিদ্ধ-চারণ গণ চিত্রকেতুর প্রভাব দেখিয়া বলিতেছেন;—আমি ব্রহ্মা নারদ সনৎকুমার প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রগণ যে পরমেশ্বর বাসুদেবের অংশের অংশ সেই বাসুদেবের মহিমা কিরূপে জানিতে পারিব ? ইহার পর উমা অভিসম্পাত করিলে চিত্রকেতু প্রতিশাপে সমর্থ থাকিলেও বিনীতভাবে ঐ শাপ গ্রহণ করিলেন ইত্যাদি।

ভাগবতকার দ্বাদশস্কন্ধে মহাদেবকে ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করিয়া এখানে আবার চিত্রকেতু গন্ধর্ব্বের বাহাদুরীটা মহাদেবের উপর দিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। সস্ত্রীক সভাতে উপবেশন করায় মহা

দেব নীচ প্রবৃত্তি নির্লজ্জ ও নীচ লোকের ন্যায় ঘৃণিতকর্ম্মা হই-য়াছেন। কিন্তু যিনি লক্ষ২ রমণীকে পতি পুত্র গৃহ ও শিশুসন্তান পরিত্যাগ করাইয়া বনে নিয়াছেন ভাগবতকারের মতে তিনিই সৎ ও উচ্চাশয়।

এই রচনা কি ব্যাসদেবের যাঁহার মাতা সত্যবতী পিতাপরা-শর উৎপত্তি পিতা মাতার অবৈধ সংসর্গ প্রকাশ্য নদীর চরে সেই ব্যাসের কি এই কথা॥

যে ব্যাস মাতৃ আজ্ঞায় কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূদ্বয়ের বৈধব্যাবস্থায় কুকর্ম্ম করিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পিতা বলিয়া পরিচিত সেই ব্যাসের কি এই কথা?

যে ব্যাস বেদ হইতে অর্দ্ধনারীশ্বরের পূজার মন্ত্রাদি পুরাণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন যে নারীশ্বরকে পুরাণে উপপুরাণে মহা-ভারতে জগজ্জননী জগৎপিতা বলিয়া যাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করি-য়াছেন সেই ব্যাসদেবের কি এই কথা?

যে ব্যাস পুরাণে উপপুরাণে মহাভারতে সতীর প্রশংসা ও স্বেচ্ছাচারিণীর নিন্দা করিয়াছেন সেই ব্যাসের কি এই কথা? যে ব্যাস সহ মৃতার উচ্চগতি বর্ণনা করিয়াছেন সেই ব্যাসের কি এই কথা? যে ব্যাস পুরাণে কহিয়াছেন ভার্য্যাধর্ম্ম ফল প্রাপ্তির ও গৃহের মূল, ভার্য্যারসাহায্যে ~~সম্পত্তি~~ প্রাপ্ত হইয়া থাকে সেই ব্যাসের কি এই কথা? যে ব্যাসপুরাণে কহিয়াছেন যাহার গৃহে পতিব্রতাকন্যা বর্ত্তমান সেই জনক জননী ধন্য, যাহার গৃহে পতি-ব্রতা পত্নী আছেন সেই শ্রীমান্ পতিও ধন্য, পিতৃবংশীয় মাতৃবংশীয় পতিবংশীয় তিন ২ পুরুষ পতিব্রতার পুণ্যে স্বর্গসুখ ভোগ করেন. সেই ব্যাসের কি এই কথা? যে ব্যাস পুরাণে কহিয়াছেন নারী সহমরণ উদ্দেশে গৃহ হইতে শ্মশানে সহর্ষে স্বামীর অনুগমন করিলে

নিঃসন্দেহ তাহার পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় সেই ব্যাসের কি এই কথা ? যে ব্যাসপুরাণে কহিয়াছেন কন্যার বিবাহ সময়ে দ্বিজগণ এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন যে পতির জীবন-মরণে সহচরী হইবা ; ছায়া যেমন দেহের, জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্রের, সৌদামিনী যেমন জলধরের অনুগামিনী রমণী তদ্রূপ সর্ব্বদা পতির অনুগামিনী হইবে সেই ব্যাসের কি এই কথা ? যে ব্যাস মাতৃগর্ভে পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই ব্যাসের কি এই কথা ? কখনই নহে, ইহা এমন কোনও ব্যক্তির কথা, যিনি তাঁহার পিতার গর্ভেই জন্মিয়াছেন। সভাতে সস্ত্রীক উপবেশন যদি নীচপ্রবৃত্তি নির্লজ্জতার কারণ হয় তবে ভাগবতকারের মাতা যে তাহাকে প্রসব করিয়াছিল তাহা কি নির্লজ্জতার কারণ হইয়াছিল না ?

প্রকাশ্যে ও বহুজন সমক্ষে সস্ত্রীক হইয়া বহুবিধ কার্য্যকরা হিন্দুর শাস্ত্রবিহিত যথা তীর্থদর্শন, গঙ্গাস্নান জলাশয় প্রতিষ্ঠা রাজ্যাভিষেক রাজসূয় অশ্বমেধ ইত্যাদি যজ্ঞ সস্ত্রীক হইয়া করা অত্যন্ত ফলদায়ক ও অবশ্যকর্ত্তব্য এই কারণে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সীতার সহ অশ্বমেধ যজ্ঞ সীতার অভাবে সোণার সীতার সহ। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় ও অশ্বমেধযজ্ঞ দ্রৌপদীসহ সম্পন্ন হইয়াছিল সুতরাং ভাগবতকারের মতে রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাজগণ নীচ নির্লজ্জ ও ঘৃণিত।

সস্ত্রীক হওয়ার প্রথম কার্য্য বিবাহ ইহা কখনও গোপনে হয় না, পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় রাজগণ স্বয়ম্বর সভার অনুষ্ঠান করিতেন কন্যা মালা ও চন্দন লইয়া সেই সভায় উপস্থিত হইয়া সভাস্থ কোন এক ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিতেন অতএব তাঁহারা সকলেই নীচ প্রবৃত্তি নীচকর্ম্মা ঘৃণিত ও নির্লজ্জলোক ছিলেন।

খুব বড় ও শ্রেষ্ঠ সভা দেবরাজ ইন্দ্রের, সেইস্থানে ইন্দ্র সস্ত্রীক উপবিষ্ট, শ্রেষ্ঠ সভা ব্রহ্মলোকে, সেখানে ব্রহ্মাপত্নীসহ উপবিষ্ট, অত্যুৎকৃষ্ট সভা বৈকুণ্ঠে, সেস্থানে বিষ্ণু লক্ষ্মীসহ উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং ভাগবতকারের মতে সমস্ত দেবগণ দেবত্ব হারাইয়া নীচ প্রবৃত্তি নির্লজ্জ ও ঘৃণিত হইয়াছেন।

সাধারণ বিবাহ সভায় নবদম্পতির মুখচন্দ্রিকা করে, করগ্রহণ ইত্যাদি ব্যবহারে সকলেই ঐরূপ ঘৃণারপাত্র নির্লজ্জ নীচকর্ম্মা হইয়াছেন।

যে দাম্পত্য বন্ধন জগতে আহ্লাদের কারণ যে দাম্পত্য বন্ধন জগতের পূজ্য যে দাম্পত্য বন্ধন সৃষ্টির ভিত্তি যে দাম্পত্য বন্ধনের মূল অর্দ্ধনারীশ্বর যে দাম্পত্য বন্ধনের সৃষ্টি হইতে একাসনে উপবেশন এক শয্যায় শয়ন সন্তোষ জনক যে দাম্পত্য বন্ধনের জন্য পিতামাতার চেষ্টা ও আমোদ উৎসবের উচ্চসীমা সেই দাম্পত্য বন্ধন দর্শন ভাগবতকারের নিকট নিতান্ত নীচতার কারণ হইয়াছিল।

যে সস্ত্রীক উপবেশন জনিত দোষে ভাগবতকারের নিকট মহাদেব নীচ নির্লজ্জ ও ঘৃণিতকর্ম্মা হইয়া দেবত্ব হারাইয়াছেন ইন্দ্র ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ ও সেই দোষের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে মহাদেব প্রথম শ্রেণীর দোষী কেননা তিনি প্রতিবৎসর অর্দ্ধনারীশ্বর হইয়া পূজা লইতেছেন। বিষ্ণুঠাকুর দ্বিতীয় শ্রেণীর দোষী কেননা তিনি লক্ষ্মী গোবিন্দরূপে অর্থাৎ সস্ত্রীক হইয়া পূজাগ্রহণ করিতেছেন আর সকল দেবগণ স্বীয় স্বীয় গৃহে স্ত্রীসহ উপবিষ্ট বা শয়িত অতএব তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীস্থ দোষী। ভাগবতকারের সিদ্ধান্তে পত্নী সহ যাঁহারা বৈধসংসর্গ করিতেছেন তাহারা

কি দেব কি গন্ধর্ব্ব কি দানব কি মানব সমস্তই নীচ ঘৃণিত ও নির্লজ্জ হইয়াছেন।

ভাগবতে ভগবান বাসুদেবের বালক বয়সে পবিত্র চরিত্রে লক্ষ লক্ষ গোপরমণী দিগকে উপপত্নী কল্পনা করিয়া দিয়া সৎ-লোকের কর্ম্ম দেখাইয়াছেন সুতরাং ভাগবতের ব্যবস্থা এইযে যাহারা পরস্ত্রীতে অনুরক্ত তাহারাই দেবত্ব ও মহত্ব পাওয়ার যোগ্য।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মুখে কুব্জার সহিত অবৈধ সংসর্গ মথুরায় পিতৃ ভবনে স্ত্রীলোক দিগের উপর কটাক্ষ দৃষ্টিপাত যে গ্রন্থে অনিন্দিত ও প্রশংসিত সেই গ্রন্থই হইতেছে হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ। হউক তাহাতে আপত্তি নাই উল্লিখিত দোষে মহাদেব দেবত্ব হইতে বঞ্চিত হউন তাহাতেও আপত্তি নাই কেবল ইহাই বক্তব্যযে তত্ত্ব না জানিয়া ঐরূপ রচনা গ্রাহ্যকরা ও এইরূপ বিশ্বাস মনো-মধ্যে স্থান দেওয়া মহাপাতকের কার্য্য। যিনি ঈশ্বর তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবের সমস্ত গন্ধর্ব্ব দৈত্য দানব মানব পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদির একমাত্র ঈশ্বর, কখনও ব্যক্তিগত বা জাতি গত রূপে বিভিন্ন নহেন। বেদে যিনি ঈশ্বর বেদে যিনি পরব্রহ্ম বেদে যিনি দেবদেব মহাদেব মহেশ্বর তিনি সর্ব্ব-দেবের সর্ব্বভূতের ঈশ্বর। এইকারণে পৃথিবীতে ওঁকারনাথ, সোমনাথ, কেদারনাথ, রাবণেশ্বর, রামেশ্বর, গোলোকেশ্বর ভূর্ভু-বেশ্বর, চতুর্ব্বেদেশ্বর বিশ্বেশ্বর, শম্ভুনাথ, ত্র্যম্বকনাথ, গোপেশ্বর, পিতামহেশ্বর, পরাপরেশ্বর, বিল্বেশ্বর, শঙ্কুকর্ণেশ্বর, নাগেশ্বর, দণ্ডিকেশ্বর, মহানাদেশ্বর, হরেশ্বর, শূলটঙ্কেশ্বর, তিলভাণ্ডেশ্বর, কেদারেশ্বর, গদাধরেশ্বর, শ্রীকণ্ঠেশ্বর আদিনাথ, অনাদিনাথ, ইত্যাদিনামে মহেশ্বর মহাদেবের অনন্তকোটি লিঙ্গমূর্ত্তি ঈশ্বর

নামে বিদ্যমানআছেন। মহিম্নস্তবে পাওয়াযায় গন্ধর্ব্বেরা বেদ অধ্যয়ন করিত, বেদে দেব দেব মহাদেব যে পরব্রহ্মরূপে বিরাজিত তাঁহার যে অনন্তশক্তি তিনিযে ললাটে ধ্যেয় তাহাও অবগত ছিল। এবং ভবানীযে জগজ্জননী ইহাও জানিত বলিয়াই শিবের আরাধনা ও শিবের তপস্যা করিত তাহারই বিশুদ্ধপ্রমাণ গন্ধর্ব্বেশ্বর শিবলিঙ্গ মহাতীর্থরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন এই অবস্থায় সেই ঈশ্বর ঈশ্বরীর দর্শনে চিত্রকেতু গন্ধর্ব্ব সৌভাগ্য মনে না করিয়া নিন্দা করিয়াছিল ও গালাগালি দিয়াছিল ইহা একেবারেই মিথ্যা গ্রন্থকারের কল্পিত জল্পনা মাত্র।

মহাদেব যে সমস্ত দেবের সমস্ত জীবের উপাস্য পরব্রহ্ম ইহা এইগ্রন্থের প্রথম হইতে এপর্য্যন্ত বহুবিধ বেদমূলক প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছি।

এখানে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন ক্রমে শিব সম্বন্ধে ভীষ্মদেব এবং মহাদেব ও ভগবতীকে একত্র সন্দর্শনযে কিরূপ তপস্যা ও সৌভাগ্যের কর্ম্ম তদ্বিষয় ভগবান বাসুদেব ও শিব সম্বন্ধে মহর্ষি ব্যাসদেব মহর্ষি কপিল ইন্দ্রের প্রিয়সখা মহর্ষি আলম্বায়ণ মহর্ষি বাল্মীকি মহর্ষি জামদগ্ন্য মহর্ষি বিশ্বামিত্র ইন্দ্রের প্রিয়সখা মহর্ষি গৃৎসমদ পুনশ্চ ভগবান বাসুদেব মহর্ষি বৈগী সব্য ও অসিতদেবল ও মহর্ষিগর্গ মহর্ষি পরাশর মহর্ষি মাণ্ডব্য মহর্ষি গালব পুনশ্চ ভগবান বাসুদেব যে জবানবন্দী দিয়াছেন তাহা বেদসম্মত ধর্ম্ম বলিয়া মনুর ব্যবস্থা মানিয়া প্রমাণার্থ এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত করিলাম।

আনুশাসনিকপর্ব্ব চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মহাত্মাকালীপ্রসন্ন সিংহের বঙ্গানুবাদ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন; পিতামহ! আপনি সুরাসুর গুরু বিশ্বরূপ সর্ব্বান্তর্য্যামী ভূতভাবন মহাদেবের নামও ঐশ্বর্য্য সমুদায় অবগত আছেন এক্ষণে ঐ সমুদায় সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্মকহিলেন বৎস! সেইভগবান মহাদেবের গুণ সমুদায় কীর্ত্তন করা আমার সাধ্যনহে। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা সেই ভগবান সর্ব্বগত হইয়াও সর্ব্বত্র লক্ষিত হন না॥ তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে অতীত বলিয়া ব্রহ্মাদি পিশাচ পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন তত্ত্বদর্শী যোগবিদ্ মহর্ষিগণ কেবল সেই সূক্ষ্ম অথচ স্থূল অক্ষয় পরব্রহ্ম মহাদেবেরই চিন্তা করিয়া থাকে। ঐ দেবদেব প্রথমে আত্মতেজঃপ্রভাবে প্রকৃতি পুরুষকে নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দারা প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়াছেন। জন্ম জরা ও মরণের বশীভূত মাদৃশ মানবগণ কথনই সেই মহাত্মা মহেশ্বরকে পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না॥ কেবল এই যদুকুল শ্রেষ্ঠ শঙ্খচক্রগদাধর ভগবান বাসুদেবই দিব্যচক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন. মহাত্মা বাসুদেব বদরিকাশ্রমে সহস্র বৎসর কেবল সেই সনাতন মহেশ্বরের আরাধনা করিয়াই তাঁহার প্রসাদে জগদ্ব্যাপ্ত ও সর্ব্বভূতের প্রিয়তম হইয়াছেন। ইনি প্রতিযুগেই অবিচলিত ভক্তি প্রভাবে সেই চরাচর গুরু দেবদেব মহাদেবের প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইনি পুত্রলাভের অভিলাষে সেই দেবদেব মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া, তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঐ মহাত্মার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। কেবল মহা-

যাহা ভগবান বাসুদেবই সেই সনাতন দেবদেবের নাম, গুণ ও ঐশ্বর্য্য সমুদায় সবিস্তারে কীর্ত্তন করিতে পারেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া ভগবান বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! যুধিষ্ঠিরের ভূতপতি ভগবান ভবানীপতির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইয়াছে। অতএব তুমি তাহা উঁহার নিকট কীর্ত্তন কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মযোনি মহাতপা তণ্ডী ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট ভগবান ভূতনাথের সহস্রনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এক্ষণে এই বেদব্যাস প্রভৃতি মহাত্মা মহর্ষিগণ তোমার মুখে সেই সনাতন আনন্দময় জ্ঞানস্বরূপ বিশ্বস্রষ্টা ভগবান মহাদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন।

বাসুদেব কহিলেন, শান্তনুতনয়! যখন ব্রহ্মাদি দেবতা ও তত্ত্বদর্শী মুনিগণ সেই ভূতভাবন ভগবান মহেশ্বরের কার্য্যগতি ও আদি অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তখন মনুষ্য কিরূপে উহা সম্পূর্ণ রূপে পরিজ্ঞাত হইবে? যাহা হউক, আমি এক্ষণে সেই অসুর নাশক ভগবান যজ্ঞপতির গুণ যৎকিঞ্চিৎ আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

ভগবান বাসুদেব এই বলিয়া পবিত্রচিত্তে আচমনপূর্ব্বক মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও মহর্ষিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন; হে মহাশয়গণ! পূর্ব্বে আমি শাম্বকে লাভ করিবার জন্য যোগবল আশ্রয় করিয়া যেরূপে ভগবান ভূতনাথের দুর্লভ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলাম, অগ্রে তাহা আপনাদের নিকট নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ তাঁহার নাম সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। মহাবীর প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক শম্বর দৈত্য নিহত হইবার পর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, একদা জাম্ববতী, রুক্মিণীর গর্ভজাত প্রদ্যুম্ন, চারু-

দেষ্ণ প্রভৃতি পুত্রগণকে দর্শনপূর্ব্বক পুত্রার্থিনী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, নাথ! আপনি অবিলম্বে আমারে একটী মহাবল, পরাক্রান্ত, আপনার তুল্য গুণবান পরম-সুন্দর পুত্র প্রদান করুন। ত্রিলোক মধ্যে আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। আপনি ইচ্ছা করিলে নূতন লোক সমুদায় সৃজন করিতে পারেন। পূর্ব্বে আপনি যেরূপ দ্বাদশবর্ষ কঠোর ব্রত অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভগবান পশুপতির আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে রুক্মিণীর গর্ভে চারুদেষ্ণ, সুচারু, যশোধর, চারুশ্রবা চারুবেশ, চারুযশা প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব এই কয়েকটী মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন, এক্ষণে আমাকেও সেইরূপ একটী পুত্র প্রদান করিতে হইবে। জাম্ববতী এইরূপ অনুরোধ করিলে, আমি তাঁহারে কহিলাম, দেবি! আমি তোমার বাক্যানুসারে মহাদেবের আরাধনা করিতে চলিলাম; তুমি প্রফুল্লচিত্তে অনুমতি কর। তখন জাম্ববতী কহিলেন, নাথ! আপনি নিঃসঙ্কচিত্তে ভূতভাবন ভবানীপতির আরাধনা করিতে গমন করুন। ব্রহ্মা শিব কাশ্যপ চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি সাবিত্রী ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি আপনাকে রক্ষা করিবেন কোনও স্থানেই আপনার কোনও বিপদ উপস্থিত হইবেনা।

রাজপুত্রী জাম্ববতী এইরূপ প্রস্থান কালীন মঙ্গলাচরণ করিলে আমি পিতা মাতা ও মাতামহ উগ্রসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের অনুজ্ঞাগ্রহণ করিলাম। তৎপরে আমি গদ ও বলদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয় তাঁহাদিগেরও গোচর করাতে তাঁহারা পরমপ্রীত হইয়া কহিলেন ভ্রাতঃ! আমরা প্রার্থনা করি নির্ব্বিঘ্নে তোমার তপস্যার ফল লাভ হউক।

এইরূপে গুরুজনেরা সকলেই অনুজ্ঞা প্রদান করিলে আমি

গরুড়কে স্মরণ করিবামাত্র বিহগরাজ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে লইয়া হিমালয় পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইল আমি তথায় অবতীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে অদ্ভুত ভাব সকল দর্শন করিতে করিতে মহাত্মা উপমন্যুর অতি পবিত্র আশ্রম নিরীক্ষণ করিলাম। ঐ আশ্রম বেদাধ্যয়ন শব্দে প্রতিধ্বনিত গন্ধর্ব্ব ও দেবগণে সমাকীর্ণ ......পবিত্রতোয়া জহ্নু কন্যা উহাতে নিরন্তর বিরাজমানা অগ্নিতুল্য তেজস্বী পরম ধার্ম্মিক তাপসগণ প্রতিনিয়ত ঐ আশ্রমে তপস্যা করিতেছেন।

শিবাদি দেবগণ সতত উহাতে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং মহাত্মাদিগের প্রভাবে নকুলগণ সর্প কুলের সহিত ও ব্যাঘ্রগণ মৃগ সমুদায়ের সহিত মিত্রভাবে ক্রীড়া করিতেছে।

আমি এইরূপ বেদ বেদাঙ্গ পারগ নিয়ম পরায়ণ মহর্ষিগণ সেবিত পরম রমণীয় সেই আশ্রমের বিবিধ পদার্থ অবলোকন করিতে করিতে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া জটাজূট মণ্ডিত চীরধারী তপস্বী তেজঃপ্রদীপ্ত কলেবর শিষ্যগণ পরিবৃত শান্তস্বভাব যুবা উপমন্যুকে অবলোকন পূর্ব্বক অভিবাদন করিলাম। মহাত্মা উপমন্যু আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রীত মনে কহিলেন বাসুদেব! তুমি নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ ত? তুমি স্বয়ং পূজনীয় হইয়া যে আমাকে পূজা করিতেছ এবং আমার দর্শনীয় হইয়াও যে আমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছ ইহাদ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে আমার তপস্যা সফল হইয়াছে। তখন আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলাম; ভগবন! আপনার শিষ্যও আশ্রমস্থ মৃগ ও পক্ষিগণত নির্ব্বিঘ্নে আছে? আপনার ধর্ম্মও অগ্নিত্রয়ের ত কুশল?

আমি এইরূপ কুশল প্রশ্ন করিলে মহাত্মা উপমন্যু আমার

বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া কহিলেন; বাসুদেব! তুমি অবিলম্বেই আপনার অনুরূপ পুত্র লাভ করিবে। এই তপোবনে ভগবান ব্যোমকেশ দেবী পার্ব্বতীর সহিত নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন। তুমি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন কর, তাহা হইলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বে দেবতা ও ঋষিগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বারা সেই দেবাদি দেবকে প্রসন্ন করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত বরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তেজঃ ও তপস্যার নিধিস্বরূপ। সেই অচিন্ত্যস্বভাব, এই স্থানে শুভাশুভ ভাব সমুদায় সৃষ্টি ও সংহার করতঃ দেবী পার্ব্বতীর সহিত অবস্থান করিয়া থাকেন। মহাবল পরাক্রান্ত দানবরাজ হিরণ্যকশিপু ঐ ভগবানের বর প্রভাবে সুররাজ্য অধিকার করিয়া দশকোটী বৎসর উপভোগ করিয়া ছিলেন। তাঁহার আত্মজ মন্দর ঐ দেবদেবের বর প্রভাবে সুররাজ ইন্দ্রের সহিত দশকোটী বৎসর সংগ্রাম করেন। ঐ মন্দরের কলেবরে তোমার সুদর্শনচক্র ও ইন্দ্রের বজ্র তৃণের ন্যায় ব্যর্থ হইয়াছিল। পূর্ব্বে ভগবান উমাপতি ঐ চক্রদ্বারা সলিল মধ্যস্থ এক অসুরকে সংহার করিয়া উহা তোমাকে দিয়াছিলেন। তিনি অসুর বিনাশার্থেই ঐ চক্র নির্ম্মাণ করেন। উহা জ্বলন তুল্য নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। রুদ্রদেব ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তি উহা অবলোকন করিতে সমর্থ নহে। ঐ চক্র অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন বলিয়া ভগবান উমানাথ স্বয়ং উহার নাম সুদর্শন রাখিয়াছেন। এবং তদবধি উহার ঐ নাম লোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াগিয়াছে। পূর্ব্বে সেই অদ্ভুত চক্রও মন্দরের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া নিষ্ফল হইয়াছিল। ফলতঃ মন্দর রুদ্রদেবের বর প্রভাবে বজ্র প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র সমুদায় অনায়াসে সহ্য করিত। দেবগণ ঐ দুর্দ্দান্ত দানব কর্ত্তৃক

বিভ্রান্ত নিপীড়িত হইয়া অসুরগণের সহিত তুমুল কলহে প্রবৃত্ত হন।

ভগবান উমাপতি বিদ্যুৎপ্রভের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারে ত্রিলোকের আধিপত্য ও শতলক্ষ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। বিদ্যুৎপ্রভ তাহার প্রসাদে ত্রিলোকৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া লক্ষবৎসর ভোগকরে। উঁহারই প্রসাদে কুশদীপ তাহার রাজধানী হইয়াছিল। অবশেষে তিনি শঙ্করের অনুচরত্ব পাইয়াছিলেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা শতমুখ নামে এক অসুরকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত অসুর মহাদেবের তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত শত বৎসরেরও অধিককাল আপনার দেহ মাংস হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়াছিল। পরিশেষে ভগবান শূলপাণি তাহার সেই অসাধারণ ভক্তি দর্শনে তাহার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এবং বলিয়াছিলেন, শতমুখ! আমি তোমার কি উপকার সাধন করিব তাহা প্রকাশ কর। তখন শতমুখ কহিল, ভগবন! আপনার প্রসাদে আমার যেন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং শাশ্বত ব্রহ্মবিদ্যা যেন আমার অন্তরে নিরন্তর প্রতিভাত হয়। তখন শূলপাণি তাঁহার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহারে বর প্রদান করিলেন।

পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা যোগবল অবলম্বন পূর্ব্বক পুত্র লাভের নিমিত্ত তিন শত বৎসর ব্যাপী এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যজ্ঞশীল সহস্র পুত্র প্রদান করেন। সুরগণ প্রশংসিত পরমধার্ম্মিক যাজ্ঞবল্ক্য ও মহর্ষি বেদব্যাস মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে অতুল যশ লাভ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র বালখিল্যগণকে মহর্ষি কশ্যপের যজ্ঞে পলাশবৃন্ত আহরণ করিতে দেখিয়া উপহাস করাতে তাঁহারা ক্রো-

ধাবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্র সৃষ্টি করিবার বাসনায় তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। দেবাদিদেব বালখিল্যগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'তোমাদের তপোবলে অচিরাৎ এক পক্ষীন্দ্রের সৃষ্টি হইবে। সে ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া অমৃত আহরণ করিবে।'

পূর্ব্বে মহাদেবের রোষ-প্রভাবে সলিল সমুদায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল দেবগণ তদ্দর্শনে ঐ দেবাদিদেবের উদ্দেশ্যে সপ্তকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহারে প্রসন্ন করিয়াপুনরায় ভূলোকমধ্যে জল প্রবর্ত্তিত করেন।

মহর্ষি অত্রির পত্নী অনুসূয়া ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'আর আমি ভর্ত্তার বশবর্ত্তিনী হইব না';—স্থির করিয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তিনশতবৎসর অনাহারে মুষলে শয়ন করিয়াছিলেন। দেবাদিদেব তাহার ভক্তি দর্শনে তাহার নিকট আগমন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'অনসূয়ে! তুমি আমার বরে স্বামী সহবাস ভিন্ন অনায়াসে এক পুত্র লাভ করিবে, সেই পুত্র তোমার নামে বিখ্যাত ও অভিলষিত খ্যাতি লাভে সমর্থ হইবে।

জিতেন্দ্রিয় শালক্য ক্রমাগত নয়শত বৎসর একচিত্তে মহাদেবকে আরাধনা করিলে, তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া শালক্যকে কহিলেন, 'বৎস! তুমি গ্রন্থকর্ত্তা হইবে।' ত্রিলোক মধ্যে তোমারখ্যাতির পরিসীমা থাকিবে না। তোমার কুল মহর্ষিগণ দ্বারা উজ্জ্বল ও অক্ষয় হইবে। তোমার পুত্র তোমার গ্রন্থের সূত্রকর্ত্তা হইবে।

পূর্ব্বে সত্যযুগে সাবর্ণিনামে এক বিখ্যাত মহর্ষিছিলেন। ছয় সহস্র বৎসর তপোনুষ্ঠান করিলে, মহাদেব তাঁহার সম্মুখে আসি-

তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বৎস ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হই-য়াছি। তুমি ইহলোকে অজর, অমর ও বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা হইবে।" পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র বারাণসীতে ভগবান ভূতনাথকে আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে দেবরাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বকালে দেবর্ষি নারদ ভক্তিপূর্ব্বক মহাদেবকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। দেবদেব তাঁহার ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, 'নারদ ! ইহ-লোকে তোমার তুল্য তেজস্বী, তপস্বী ও যশস্বী আর কেহ বিদ্য-মান থাকিবে না। তুমি সতত গীতবাদ্যদ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিবে।

হে মাধব! এক্ষণে আমি যে নিমিত্ত যেরূপে মহাদেবের সন্দর্শন ও তাঁহার নিকট হইতে যাহা লাভ করিয়াছি, আজি তৎ সমুদায় সবিস্তার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সত্যযুগে ব্যাঘ্রপাদনামে এক বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী মহা তপস্বী মহর্ষিছিলেন, তাঁহার ঔরসে আমি ও আমার অনুজ ধৌম্য আমরা উভয়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। একদা আমি স্বীয় অনুজ ধৌম্যের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে এক আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তথায় গাভী দোহন হইতেছে। গাভী দোহন দর্শন করিবামাত্র বালস্ব-ভাববশতঃ আমার দুগ্ধ পান করিতে ইচ্ছা হইল।

তখন আমি ধৌম্য সমভিব্যাহারে জননীর নিকট গমন করিয়া কহিলাম মাতঃ! আমাদিগকে দুগ্ধান্ন প্রদান কর আ-মরা ভোজন করিব। জননী গৃহে দুগ্ধ না থাকাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া জলে পিষ্ট মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধবলিয়া আমাদিগকে প্রদান করিলেন। আমি ইতিপূর্ব্বে যজ্ঞোপলক্ষে পিতার সহিত এক জ্ঞাতি ভবনে গিয়াছিলাম। তথায় সুরনন্দিনীর অমৃততুল্য সুস্বাদু দুগ্ধপান করাতে উহার আস্বাদ বিলক্ষণ অবগত ছিলাম

সুতরাং সেই জননী প্রদত্ত পিষ্টরস পান করিয়া আমি কিছুমাত্র তৃপ্ত হইলাম না। তখন আমি মাতাকে কহিলাম মাতঃ! তুমি আমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছ ইহাত দুগ্ধান্ন নয়। আমি এই কথা কহিলে জননী দুঃখ শোকে একান্ত কাতর হইয়া স্নেহ-বশতঃ আমারে আলিঙ্গন ও আমার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিলেন বৎস! আমরা বনবাসী নিয়ত ফলমূল আহার করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করি। ...নিয়ত জপানুষ্ঠান ও তপশ্চরণ করাই আমা-দের প্রধানকর্ম্ম। ভগবান ভূতনাথই আমাদিগের একমাত্র অব-লম্বন। তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে আমাদিগের দুগ্ধ অশন বসন ও অন্যান্য সুখ লাভের সম্ভাবনা কি? তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই অনায়াসে অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে।

আমি জননীর এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত ভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "মাতঃ দেবদেব-কে"? তিনি কিরূপে প্রসন্ন হন, কোনস্থানে অবস্থান করেন, কিরূপে তাঁহার সাক্ষাৎকার করিতে হয়, তাঁহার রূপই বা কি প্রকার, তিনি প্রসন্ন হইলেইবা কি প্রকারে তাহা অবগত হওয়া যায় তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

তখন সেই পুত্র-বৎসলা জননী আমার গাত্র মার্জ্জন ও মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক বাষ্পাকুল-লোচনে, কাতরবচনে আমারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! মূঢ় ব্যক্তিরা কখনও সেই দুরারাধ্য, দুর্ব্বোধ্য, দুর্লক্ষ্য, ভগবান দেবদেবকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। মনীষিগণ তাঁহার অসংখ্য রূপ, বিচিত্র স্থান, বিবিধ প্রকার প্রসন্নতা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে তিনি যে সমুদায় রূপ ধারণ করিয়া ছিলেন, তিনি যে রূপে প্রসন্ন হন ও ক্রীড়া করেন, তৎসমুদায় কেহই বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সেই সর্ব্বাত্ম-

র্য্যামী, বিশ্বরূপ ভগবান শূলপাণি; ভক্তগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যে সমুদায় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, দেবগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দয়া করিয়া তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে ঐ সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।"

ভূত ভাবন ভগবান ভবানীপতি স্বেচ্ছানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার, বিশ্বদেব .....প্রভৃতি রূপ ধারণ করেন।

সেই সর্ব্ব ভূতাত্মক সর্ব্বান্তর্য্যামী ভূতভাবন ভগবান মহাদেব এই রূপে সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছেন। পণ্ডিতগণ তাঁহারে অসংখ্য নামে নির্দ্দেশ ও অসংখ্যপ্রকারে স্তব করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট যে ব্যক্তি যেরূপ অভিলাষ ও প্রার্থনা করে তিনি নিশ্চয়ই তাহা পরিজ্ঞাত হন। অতএব যদি তোমার মঙ্গল লাভের বাসনা থাকে, তবে তুমি সেই ভগবানের শরণাপন্ন হও। তিনি কখন আনন্দিত কখন ক্রুদ্ধ ও কখন ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। কখন চক্র কখন শূল কখন গদা কখন মুষল ও কখন খড়্গ ধারণ করেন। কখন নাগমেখলা নাগ কুণ্ডল ও নাগযজ্ঞোপবীত সম্পন্ন হন কখন নাগচর্ম্মের উত্তরচ্ছেদ ধারণ করেন। কখন প্রমথগণে পরিবৃত হইয়া নৃত্যগীত, হাস্য ও বিবিধ বাদ্য করিয়াথাকেন। কখন উন্মত্ত হইয়া পরিভ্রমণ করেন, রোদন করেন, কখন বা অন্যকে রোদন করান। কখন প্রচণ্ড-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাণিগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন, কখন বা জাগরিত থাকেন কখন নিদ্রিত হন। কখন বেদী যূপ, কাষ্ঠ ও হুতাশন মধ্যে অবস্থান করেন। কখন বালক, কখন বৃদ্ধ, কখন যুবারূপে লক্ষিত হন। কখন গৌরবর্ণ, কখন শ্যামাঙ্গ, কখন পাণ্ডুবর্ণ, কখন নীল-লোহিতবর্ণ, কখন বিরূপাক্ষ, কখন বিশালাক্ষ হইয়া থাকেন। কেহই সেই আত্মরূপী,

নিরাকার পরম পুরুষের আদি ও অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। তিনি স্বয়ং দিগম্বর হইয়া 'সপ্তাচ্ছাদক' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির বিষয়ীভূত যোগস্বরূপ মহাত্মা মহেশ্বর, প্রাণিগণের মন, প্রাণ ও জীবনরূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনি কখন বাদক, কখন গায়ক, কখন অসংখ্যনেত্র, কখন একবক্ত্র, কখন দ্বিবক্ত্র, ও কখন বহুবক্ত্র হইয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি সেই ভগবান শূলপাণির প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তদ্গতচিত্তে তাঁহার আরাধনা কর। অবশ্যই অভীষ্টলাভ করিতে পারিবে।

জননীর এইবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মহাদেবের প্রতি আমার একান্ত ভক্তির উদ্রেক হইল। তখন আমি তপস্যা অবলম্বন করিয়া, তাঁহারে প্রসন্ন করিতে অভিলাষী হইলাম। দেবমানের একশত বৎসর বামাঙ্গুষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান ও ফলাহার, দ্বিতীয় শত বৎসর জল পান, তদনন্তর শত শত বৎসর বায়ুভক্ষণ করিয়া দেব দেবের আরাধনা করিলাম। এইরূপে দেবমানের সহস্র বৎসর তপস্যা করিলে, ত্রিলোকেশ্বর মহাদেব আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমি তাহার একান্ত ভক্ত কি না তাহা জানিবার মানসে, দেবগণ-পরিবেষ্টিত ইন্দ্ররূপ ধারণ পূর্ব্বক শুভ্রবর্ণ, অরুণনেত্র, সঙ্কুচিত শুণ্ড, চতুর্দ্দন্ত, বিকটাকার মদমত্ত মাতঙ্গের উপর আরোহণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় তাঁহার শরীর হইতে তেজশ্ছটা বিনির্গত হইতেছিল। মস্তকে কিরীট, গলদেশে হার ও ভুজে, কেয়ূরভূষণ শোভা পাইতেছিল। অপ্সরাগণ তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছিল। এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সমক্ষে গান করিতেছিল। তিনি আমার সমীপে আগমন পূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, 'দ্বিজবর; আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।' তখন আমি ইন্দ্ররূপী মহাদেবের সেই বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহারে কহিলাম, 'দেবরাজ? আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে মহাদেব ভিন্ন অন্য কোনও দেবতার নিকট বর লাভের প্রার্থনা করি না। মহেশ্বরের কথা ব্যতীত আমি অন্য কোনও কথাতেই সন্তুষ্ট নহি। পশুপতির অনুমতি অনুসারে আমি কৃমি বা বহু-শাখা-সঙ্কুল বৃক্ষ হইতেও প্রস্তুত আছি; কিন্তু অন্যের বর প্রভাবে ত্রিভুবনের একাধিপত্য লাভ হইলেও তাহা তৃণ জ্ঞান করিয়া থাকি। মহাদেবের প্রতি ভক্তিমান হইয়া যদি আমার চণ্ডালগৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ কিন্তু তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া যদি স্বর্গ লাভ হয় তাহাও আমার পক্ষে হিতজনক নহে।

যাঁহারা হরচরণ স্মরণ ভিন্ন ক্ষণকালও অতিবাহিত করেন না, তাঁহাদিগের নিকট অন্যধর্ম্ম সংক্রান্ত কথা উল্লেখ করা নিতান্ত নিরর্থক। মহাদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইলে সংসার জন্য ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না, মহাত্মা মহেশ্বর যাহাদের প্রতি প্রসন্ন না হন তাহাদিগের কোনও সময়ই তাঁহার প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয় না। হে দেবেন্দ্র! আমি মহাদেবের আজ্ঞায় কীট পতঙ্গ ও কুক্কুর যোনি লাভ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু আপনি আমাকে ইন্দ্রত্ব প্রদানকরিলেও আমি তাহা লাভকরিতে কামনা করি না। ফলতঃ কি স্বর্গ কি দেব রাজ্য কি ব্রহ্মলোক কি পূর্ণভাব কি অন্যান্য ঐশ্বর্য্য কিছুতেই আমার প্রার্থনা নাই, কেবল একমাত্র মহাদেবের দাসত্ব আমার প্রার্থনীয়। যেকাল পর্য্যন্ত ভগবান চন্দ্রশেখর আমার প্রতি প্রসন্ন না হইবেন আমি ততকাল জন্ম মৃত্যু ও জরাজন্য শত শত দুঃখ সম্ভোগ করিব।

যদি স্বীয় কর্ম্ম দোষে আমার বারংবার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে যেন সেই সেই জন্মে মহাদেবের প্রতি আমার অচলা ভক্তি বিদ্যমান থাকে।

ইন্দ্র কহিলেন, "উপমন্যো! তুমি অন্য দেবগণের প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শন পূর্ব্বক একমাত্র মহাদেবের নিকটই বরলাভের অভিলাষ করিতেছ। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, সেই মহাদেব যে সকলকারণের কারণ ও জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা তাহার প্রমাণ কি?

আমি কহিলাম, 'দেবরাজ! ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, দেবদেব মহাদেব নিত্য ও অনিত্য, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, এক ও বহু, সুতরাং তিনি সকল কারণের কারণ ও জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা। আমি ইহা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া একমাত্র তাঁহার নিকটই বর প্রার্থনা করিয়া থাকি। তাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই। তিনি অচিন্তনীয়,জ্ঞানরূপ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও পরমাত্মা। তাহা হইতে নিত্যসিদ্ধ ও অবিনাশী ঐশ্বর্য্য সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি কোনও বীজ হইতে উদ্ভূত নহেন; কিন্তু তাহা হইতেই সমুদয় বীজ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি প্রকৃতির অতীত জ্যোতিঃস্বরূপ। তাঁহার স্বরূপ, বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তির অবিষয়ীভূত। তাহারে জ্ঞাত হইলে শোক, তাপ তিরোহিত হইয়া যায়। তিনি ভূতভাবন ভূত পালক, অন্তর্য্যামী, সর্ব্বগামী সর্ব্বদাতা। হেতুবাদ দ্বারা তাহার স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না। তিনি মুক্তিপ্রদ ও তত্ত্বজ্ঞানীদিগের উপাস্য। তিনি তোমারও আত্মা সুরগণের ও অধীশ্বর এবং সকল জীবের গুরু। তিনি স্বীয় মহিমায় সমুদায় ব্যাপ্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক উহার মধ্যে ভূতভাবন ভগবান ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। তিনি ব্যতিরেকে আর কেহই অগ্নি জল অনিল পৃথিবী আকাশ বুদ্ধি মনঃ ও মহত্তত্ত্বকে

সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহে। ভগবান ভূতপতি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার রূপরসাদি বিষয় ও ইন্দ্রিয় সমুদায়ের পরম আশ্রয় স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। লোকে যে পিতামহ ব্রহ্মারে জগৎ স্রষ্টা বলিয়া থাকে তিনি ঐ দেবাদি দেবের আরাধনা করিয়া জগৎ সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারই প্রভাবে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য হইয়াছে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। সেই ত্রিলোক নাথ ব্যতিরেকে কোনও দেবতাই দৈত্য দানবগণের আধিপত্য মোচন ও শাসন করিতে সমর্থ হন না। দিক্ কাল বায়ু সলিল এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি তেজঃ পদার্থ সমুদায় তাঁহা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে সেই মহেশ্বরই যজ্ঞ ও ত্রিপুরাসুরের উৎপত্তি বিনাশের কারণ তিনি সকলের স্রষ্টা, সর্ব্বকামপ্রদাতা ও দৈত্য দানবগণের রাজ্যাপহারক। হে দেবরাজ! তাঁহার মহিমা আর অধিক কি কীর্ত্তন করিব তাহারই অনুগ্রহে সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব দেবতাও মহর্ষিগণ তোমার আরাধনা করিয়া থাকে। তাঁহার প্রভাবে জীবগণের উপভোগের নিমিত্ত এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সমুদায় লোকে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থান করিতেছেন। সুরগণ অসুরগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া যদি শিবতুল্য অন্য কোনও দেবতাকে নিরীক্ষণ করিতেন তবে অবশ্যই তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন, ভয়ঙ্কর সংগ্রামে দেব যক্ষ ও উরগগণের রাজ্য অপহৃত হইলে তিনি পুনরায় উহা প্রদান করিয়া থাকেন। ত্রিপুর অন্ধক দুন্দুভি মহিষ ও রাক্ষস এবং নিবাত কবচগণকে একবার প্রধান করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে সংহার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বহ্নিমুখে তাঁহারই রেতঃ আহুত হইয়াছিল। তাহারই রেতঃপ্রভাবে সুবর্ণময় গিরি উৎপন্ন হয়। তিনি ত্রিলোকমধ্যে

দিগম্বর ও ঊর্দ্ধরেতাঃ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি অৰ্দ্ধনারীশ্বর অথচ অনঙ্গ বিজয়ী। দেবগণ তাঁহারই পরমস্থানের সবিশেষ প্রশংসা করেন তিনি ব্যতিরেকে আর কাহারই ঐশ্বর্য্য অবিনশ্বর নহে। তিনি ব্যতিরেকে আর কোন দেবতা বারি বর্ষণ ও উত্তাপ দান করিতে পারেন? কেইবা তেজঃ প্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়াথাকেন তাহা হইতেই ওষধি উৎপন্ন হয়। তিনিই সমুদায় ধনের স্থান। তিনি ব্যতিরেকে আর কে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বমধ্যে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া থাকেন? মহর্ষি গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও যোগিগণ, জ্ঞান ও যজ্ঞাদিদ্বারা সেই দেব-দেবেরই আরাধনা করেন। তিনি কর্ম্মফল শূন্য। আমি তাঁহা-কেই এই বিশ্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, উপমাশূন্য, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, সগুণ ও নির্গুণ। তিনি সৃষ্টিস্থিতি ও সংহার কর্ত্তা। কালত্রয় স্বরূপ ও সকলের কারণ। তিনি ক্ষয় অক্ষয় ও প্রকৃতি। তাহা হইতে বিদ্যা অবিদ্যা কার্য্য অকার্য্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, আমি সেই দেব দেবকেই সকলের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। দেখুন রুদ্রদেব সৃষ্টি বিধানার্থ আপনার লিঙ্গের সহিত শক্তিচিহ্ন সংযোগ করিয়ারাখিয়াছেন। পূর্ব্বে আমার জননী কহিয়াছেন যে মহাদেবই লোকোৎপাদনের একমাত্র কারণ। তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কেহই নাই। এক্ষণে যদি আপনার অভিলাষ হয়, তবে আপনি অচিরাৎ তাঁহার শরণাপন্ন হউন। ব্রহ্মাদি দেবগণ সমবেত এই তিন লোক তাহারই লিঙ্গ নিঃসৃত বীর্য্য হইতে উৎপন্ন হই-য়াছে। ব্রহ্মাদি দেবতা ও দৈত্যগণ তাঁহার প্রসাদে পূর্ণ মনোরথ হইয়া তাহা অপেক্ষা আর কাহারেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা ক-রেন না। বেদমধ্যে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত আছে। এইরূপে

আমি ইহলোকে সুখ ও পরলোকে মোক্ষ লাভের নিমিত্ত সেই রুদ্রদেবের উপাসনা করিতেছি। যখন সুরগণ সেই দেবাদিদেবের লিঙ্গপূজা করিয়া থাকেন, তখন তিনি যেসকল কারণের কারণ ইহাতে আর হেতুবাদ প্রদর্শন করিবার আবশ্যক নাই। দেবগণ সেই মহেশ্বরের লিঙ্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও লিঙ্গপূজা করেন নাই ও করিতেছেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু আপনিও অন্যান্য দেবগণ আপনারা সকলেই সেই দেবাদিদেবের লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনিই সকল দেবতার অগ্রগণ্য। ব্রহ্মার চিহ্ন পদ্ম বিষ্ণুর চিহ্ন চক্র ও আপনার চিহ্ন বজ্র বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু প্রজারা আপনাদের কাহারই চিহ্নে চিহ্নিত নহে। তাহারা হর পার্ব্বতীর চিহ্নানুসারে লিঙ্গ ও যোনি চিহ্ন ধারণ করিয়াছে। সুতরাং উঁহারা যে শিব ও শিবা হইতে উদ্ভূত, তাহার আর সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতি পার্ব্বতীর অংশে সম্ভূত হইয়াছে বলিয়া যোনিচিহ্নে চিহ্নিতা আর পুরুষেরা মহাদেবের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া লিঙ্গ চিহ্নিত হইয়াছে। যাহারা উহাদের উভয়ের চিহ্নে চিহ্নিত নহে; তাঁহারা ক্লীবপদ বাচ্য হইয়া জনসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়। এই জীবলোকে পুংলিঙ্গধারীকে শিবের ও স্ত্রীলিঙ্গ ধারীকে পার্ব্বতীর অংশ বলিয়া অবগত হইবে। এই চরাচর বিশ্ব হরপার্ব্বতীর দ্বারাই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই দেবাদিদেব হইতে আমার উৎকৃষ্ট বর বা নিধন লাভ হউক উভয়ই আমার প্রার্থনীয়। ফলতঃ মহাদেব ভিন্ন অন্য কোনও দেবতার প্রতি আস্থা নাই। অতএব হে দেবরাজ! তুমি এইস্থানে অবস্থান বা স্বস্থানে প্রস্থান যাহা হয় কর।”

আমি দেবরাজকে এই কথা কহিয়া, হায়! অদ্যাপি ভুক্ত-ভাবন ভগবান ভবানীপতির প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলাম

না।—মনে মনে চিন্তাকরিতেছি; এমন সময়ে দেখিলাম,—সেই ইন্দ্রসমারূঢ় ঐরাবত ক্ষণকাল মধ্যে, হংস, কুন্দ, চন্দ্র, মৃণাল ও রজতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ক্ষীরোদার্ণব-সদৃশ-শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণপুচ্ছ, পিঙ্গল-লোচন-বৃষ হইয়া বজ্রসারময়, তপ্ত-কাঞ্চন-সন্নিভ, ঈষৎ-বক্রাগ্র-সুতীক্ষ্ণ-শৃঙ্গদ্বারা যেন অবনীমণ্ডল বিদারণ করিতেছে; তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। মুখ, নাসা, কর্ণ, কটি, খুর ও পার্শ্বদেশ অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিয়াছে। স্কন্ধ ও ককুদ বিপুল স্কন্দদেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। দেবদেব ভগবান শূলপাণি পার্ব্বতীর সহিত সমবেত হইয়া সেই তুষার-গিরি-সন্নিভ শুভ্রমেঘ-তুল্য-বৃষের উপরিভাগে আরোহণপূর্ব্বক পূর্ণ-চন্দ্রেরন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার তেজঃ হইতে অনল উৎপন্ন হইয়া সহস্র সূর্য্যের ন্যায় সমুদায় জগৎ সমাচ্ছন্ন করিয়া দেদীপ্যমান হইতেছে। ঐ সময় সেই দেবাদিদেবকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন যুগান্তকালীন সম্বর্ত্তক হুতাশন প্রাণিগণকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভগবান্ মহেশ্বরের সেই জগদ্ব্যাপ্ত দুর্নিরীক্ষ্য তেজ নিরীক্ষণ করিয়া আমি নিতান্ত চিন্তাকুল ও উদ্বিগ্ন হৃদয় হইলাম।

অনন্তর মুহূর্ত্তমধ্যে সেই তেজঃ সমুদায় দিক্‌পরিব্যাপ্ত করিয়া দেবাদিদেবের মায়াপ্রভাবে, প্রশান্তভাব ধারণ করিল। তখন আমি দেখিলাম, অতুল-তেজঃ-সম্পন্ন, ভগবান ভূতনাথ অষ্টাদশ-ভুজ সম্পন্ন, সর্ব্বাভরণভূষিত, শুক্লবস্ত্র ও শুক্লমাল্যে সুশোভিত ও শুক্লযজ্ঞোপবীতধারী হইয়া বিধূমপাবকের ন্যায়, শোভা পাইতেছেন। চারুদর্শনা পার্ব্বতী তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা আছেন। তাঁহার আত্মতুল্য পরাক্রান্ত অনুচরগণ চতুর্দ্দিকে নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিতেছে। তাঁহার মস্তকস্থিত শশধর সূর্য্যচন্দ্রের ন্যায়,

দেদীপ্যমান নেত্রত্রয় দ্বারা সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি রত্ন-বিভূষিত সুবর্ণময় পদ্মের অপূর্ব্বমালা ও তেজোময় মূর্ত্তিমান অস্ত্র সমুদয় ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার একহস্তে ইন্দ্রায়ুধ তুল্য ভীষণ পিনাক বিদ্যমান রহিয়াছে। এক সপ্তশীর্ষ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা, বিষপূর্ণ বিষধর, উহার জ্যা বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। অপর হস্তে পাশুপত নামক দিব্য অস্ত্র কালানলের ন্যায় ভীষণ মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ অস্ত্র এক পদ, সহস্রমস্তক সহস্র উদর, সহস্র ভুজ, সহস্র জিহ্বা, সহস্র নেত্র সম্পন্ন; উহা দেখিলে বোধ হয় যেন অবিরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমুদায় উদ্গীরণ করিতেছে। ঐ অস্ত্র ব্রাহ্ম্য নারায়ণ, ইন্দ্র, আগ্নেয় ও বারুণ অস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ; উহার প্রভাবে সমুদায় অস্ত্র নিরাকৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ভগবান ভূতভাবন ঐ অস্ত্রদ্বারা অবলীলাক্রমে ত্রিপুর দগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে নিমেষ মধ্যে ঐ অস্ত্রদ্বারা ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে পারেন। ঐ অস্ত্রের অবধ্য কেহই নাই। আমি তাঁহার হস্তে আরও একটি দিব্যাস্ত্র দেখিয়াছি, লোকসমাজে উহা শূল বলিয়া বিখ্যাত। ঐ অস্ত্র পাশুপতের তুল্য অথবা তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ। ভগবান মহাদেব ঐ ত্রিলোক বিখ্যাত অস্ত্রদ্বারা অনায়াসে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, বিদীর্ণ, মহোদধি শুষ্ক, এবং বিশ্ব সংসার বিনষ্ট করিতে পারেন। পূর্ব্বে রাক্ষস-কুলোদ্ভব মহাবীর লবন উহাদ্বারা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ত্রিলোক-বিজয়ী যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতাকে সসৈন্যে নিহত করিয়াছে। তৎকালে ঐ শূল দর্শন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন উহা ভ্রূকুটী বদ্ধ করিয়া তর্জ্জন করিতেছে। যেন মহাদেবের হস্তে কাল-সূর্য্য তর্জ্জন করিতেছে। যেন কালান্তক পাশ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ঐ দেবাদিদেব পূর্ব্বকালে জমদগ্নি-পুত্র-পরশুরামের প্রতি পরম পরি-

তুষ্ট হইয়া তাহাকে যে ক্ষত্রিয়-কুলান্তক ভয়ঙ্কর পরশু প্রদান করিয়াছিলেন, যাহাদ্বারা সমরাঙ্গনে মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তবীর্য্য নিহত হইয়াছে, যাহার প্রভাবে পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন, প্রজ্জ্বলিত হুতাশন সদৃশ সেই কুঠারও তৎকালে তাহার সমীপে উপস্থিত ছিল। হে মাধব! এতদ্ভিন্ন আরও অসংখ্য অস্ত্র সেই পরম পুরুষের নিকট বিদ্যমান ছিল। কেবল এইগুলি প্রধান বলিয়া তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

ঐ সময়ে লোক পিতামহ ব্রহ্মা মনোজগামী দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া সেই দেবাদিদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে গরুড়ারূঢ় শঙ্খ-চক্র-গদাধারী নারায়ণ তাঁহার বামপার্শ্বে কার্ত্তিকেয় ময়ূরোপরি আরোহণ পূর্ব্বক পার্ব্বতীর সম্মুখে এবং তৎসদৃশপ্রভাসম্পন্ন নন্দী শূল ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার পুরোভাগে অবস্থান করিতে ছিলেন।

স্বায়ম্ভু বাদি মনু ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই তাঁহার নিকট সমুপস্থিত ছিলেন। প্রমথ ও মাতৃগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া নানাপ্রকার স্তব পাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা ও নারায়ণ সামবেদ উচ্চারণ এবং দেবরাজ ইন্দ্র শত রুদ্রীয় পাঠ করিতে ছিলেন। ঐ তিন মহাত্মারে দেখিয়া তৎকালে বোধ হইল যেন গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় ঐস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এবং উহাদের মধ্যস্থলে ভগবান মহাদেবকে অবলোকন করিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল যেন সূর্য্য শরৎকালীন মেঘ হইতে বহির্গত হইয়া পরিবেশ মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। হে কেশব! আমি সেই জগৎপতি মহাদেবকে সন্দর্শন পূর্ব্বক ··· ··স্তব করিয়া কহিলাম আমি ঐশ্বর্য্য বিহীন ও নিতান্ত কাতর হইয়া ভক্তিভাবে তোমার আরাধনা করিতেছি। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। যদিও অজ্ঞানতাবশতঃ

আমার অপরাধ হইয়াথাকে, আমারে ভক্ত মনে করিয়া তোমাকে তাহা ক্ষমা করিতে হইবে। আমি তোমার বিপরীত রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলাম বলিয়া তোমারে পাদ্যঅর্ঘ্য প্রদান করিনাই।

আমি এইরূপে সেই ভূত-ভাবন ভগবান মহাদেবকে স্তব করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রভৃতি সমুদায় নিবেদন করিলাম। ঐ সময় আমার মস্তকে শীতলাম্বু-সম্বলিত, দিব্য-গন্ধ-সমন্বিত পুষ্প-বৃষ্টি নিপতিত হইল। দেবকিঙ্করগণ দিব্য-দুন্দুভি-ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। সুখাবহ-সুগন্ধি-বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর পার্ব্বতী-সমন্বিত ভূত-ভাবন-ভগবান পিনাকপাণি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ত্রিদশগণ! ঐ দেখ মহাত্মা উপমন্যু আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া স্তব করিতেছে।" তখন দেবগণ ভগবান শূলপাণির বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহারে নমস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! আপনি সর্ব্ব-লোকের ঈশ্বর ও জগৎ-পতি। আমরা প্রার্থনা করি,—আপনার প্রসাদে মহাত্মা উপমন্যুর সমুদায় অভিলাষ পূর্ণ হউক।

দেবগণ এইকথা কহিলে ভগবান-ভূত-নাথ হাস্যমুখে কহিলেন, "বৎস তুমি আমার রূপ নিরীক্ষণ কর। আমি তোমার প্রতি যারপর নাই প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত। আমি তোমারে পরীক্ষা করিয়া যথেষ্ট তুষ্টি লাভ করিলাম। অতএব তুমি এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমি তোমায় সমস্ত কামনাই পূর্ণ করিব।"

আমি দেবাদিদেব কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুলক-পূর্ণ-কলেবরে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন ও ক্ষিতিতলে জানু-যুগল সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহারে অভিবাদন করিয়া গদ্গদ-বাক্যে কহিলাম,

"হে দেবদেব! আজি আপনি আমার সাক্ষাতে অবস্থান করাতে বোধ হইতেছে যেন অদ্যই আমি জীবলোকে নূতন জন্ম গ্রহণ করিলাম। আজি আমার জন্ম সার্থক হইল। দেবগণ যে আরাধ্য পরমপূজ্য অমিত-পরাক্রম মহাত্মারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন, আজি আমি তাঁহারে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম, সুতরাং আমার ন্যায় ধন্য ও কৃত-পুণ্য লোক আর কেহই নাই। যোগিগণ যাহারে পরমতত্ত্ব নিত্য ষড়বিংশ অজ, জ্ঞান-স্বরূপ ও অবিনাশী বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন. তুমি সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের আদি দেবতা। তুমি সৃষ্টি প্রারম্ভে দক্ষিণ অঙ্গ হইতে ব্রহ্মারে, বামাঙ্গ হইতে লোক রক্ষার্থ বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিয়াছ। প্রলয়-কাল সমুপস্থিত হইলে, লোক সংহারার্থ তোমা হইতেই রুদ্রদেবের সৃষ্টি হয়। সেই মহাতেজা রুদ্র কালমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত ভূত বিনাশ করিয়া থাকেন। তুমি এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া প্রলয় কালে প্রাণিগণের স্মৃতিশক্তির বিলয় কর। তুমি সর্ব্বগামী, সকল ভূতের অন্তরাত্মা, সকল কারণের কারণ ও অদৃশ্য। এইক্ষণে যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমারে বর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়া থাক, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর, যেন তোমার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি থাকে। তোমার অনুগ্রহে যেন আমি ত্রিকালজ্ঞ হই এবং বন্ধু বান্ধবের সহিত সতত দুগ্ধান্ন ভোজন করিতে পাই। আর তুমি যেন আমাদিগের এই আশ্রমে নিরন্তর অবস্থান কর। তখন ত্রিলোক পূজিত ভগবান ভূতনাথ আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎস! তুমি মৎপ্রযুক্ত বরপ্রভাবে অজর, অমর, যশস্বী, তেজস্বী, শোকদুঃখ শূন্য ও দিব্য জ্ঞান-সম্পন্ন হইবে। মহর্ষিগণ সতত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন। তুমি সুশীল, গুণবান্, সর্ব্বজ্ঞ, ও

প্রিয়দর্শন হইবে এবং স্থির যৌবন ও অনলের ন্যায় তেজস্বী হইয়া কাল যাপন করিবে। তুমি যে স্থানে ক্ষীর সমুদ্রের সমাগম বাসনা করিবে, ঐ পয়োনিধি সেই স্থানেই আগমন করিবে। এক্ষণে তুমি বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে স্বেচ্ছানুসারে অমৃততুল্য সুধায় ভোজন কর। অতঃপর এক কল্প অতীত হইলে তুমি আমার নিকট সমুপস্থিত হইবে। তোমার কুল গোত্র ও বন্ধুগণ চিরস্মরণীয় হইবে। আমার প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি থাকিবে। আমি তোমার এই আশ্রমে নিরন্তর অবস্থান করিব। এক্ষণে তুমি পরম-সুখে অবস্থান কর। কিছু মাত্র উৎকণ্ঠিত হইওনা। তুমি আমারে স্মরণ করিলেই আমি তোমার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইব।" কোটী-সূর্য্য-সম-তেজস্বী ভগবান উমাপতি আমারে এরূপ বর প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। হে বাসুদেব! আমি সমাধিবলে এইরূপে দেবদেব মহাদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। তিনি আমারে যে রূপ বর প্রদান করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ ফল লাভ করিয়াছি। ঐ দেখ সিদ্ধ, মহর্ষি বিদ্যাধর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণ এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। বৃক্ষ সকল সমস্ত ঋতুর পুষ্পফলে নিরন্তর সুশোভিত রহিয়াছে। এবং ভগবান ভূতভাবনের প্রসাদে আশ্রমস্থ সমুদায় পদার্থ দিব্য-ভাব-প্রাপ্ত হইয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি উপমন্যু এই কথা কহিলে, আমি বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহারে কহিলাম, "তপোধন! আপনার আশ্রমে যখন স্বয়ং ভগবান মহাদেব বাস করিয়া থাকেন, তখন আপনার অপেক্ষা ধন্য ও কৃতপুণ্য লোক আর কেহইনহে। এক্ষণে সেই ত্রিলোক-নাথ কি আমারে দর্শন প্রদান করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন?

তখন উপমন্যু কহিলেন, বাসুদেব! তুমি আমার ন্যায় অনতি-কাল-মধ্যে সেই দেবদেবকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। আমি দিব্য-চক্ষু-প্রভাবে সততই তাঁহারে প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি ছয়মাস আরাধনা করিতে করিতেই তাঁহার দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইবে, এবং তাহা হইতে আটটী ও দেবী পার্ব্বতী হইতে ষোলটী বর লাভকরিবে। আমি তাঁহারই অনুগ্রহে ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছি। তিনি যখন এই সমস্ত মহর্ষিদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিতেছেন, তখন তোমাকে উপেক্ষা করিবেন কেন? তুমি ব্রহ্ম-পরায়ণ অনৃশংস ও শ্রদ্ধাশীল; সুতরাং তোমারতুল্য লোকের সহিত সমাগম দেবগণের একান্ত স্পৃহনীয়। এক্ষণে আমি তোমারে একমন্ত্র প্রদান করিতেছি, উহার প্রভাবে তুমি অচিরাৎ মহা-দেবের সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইবে। তখন আমি সেই মহাত্মা উপমন্যুরে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "ব্রহ্মন্! যখন আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই সেই অসুর-কুলান্তক দেবাদিদেবের দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইব।

• হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সেই মুনিবরের সহিত মহাদেব বিষয়ক বাক্যালাপ করিতে করিতে মুহূর্ত্তের ন্যায় অষ্টাহ অতীত হইল। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ আমার মস্তক মুণ্ডন এবং আমারে দণ্ড, কুশ, চীরমেখলা গ্রহণ করাইয়া শাস্ত্রানুসারে দীক্ষিত করিলেন। পরে আমি একমাস ফলাহার, চারিমাস জলপান পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে অবস্থান করিলাম। অনন্তর ষষ্ঠমাস উপস্থিত হইলে দেখিলাম আকাশমণ্ডলে একেবারে সহস্র সূর্য্যের তেজ প্রকাশিত হইতেছে। ঐ তেজোমণ্ডলের মধ্যস্থলে নীল-পর্ব্বতের ন্যায় এক খণ্ড মেঘ আমার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ঐ মেঘ ইন্দ্রায়ুধ ও বিদ্যুম্মালায় বিভূষিত। ভগবান মহাদেব স্বীয়ভার্য্যা পার্ব্বতীর

সহিত সেই মেঘের মধ্যে অবস্থান করিয়া যুগপৎ সমুদিত চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। তখন আমি পুলকিত-গাত্রে, বিস্ময়-বিকসিত-লোচনে সেই দেবগণের একমাত্রগতি আর্ত্তপরিত্রাণকর্ত্তা ভগবান মহাদেবকে সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। তিনি কিরীট, গদা, শূল, ব্যাঘ্রাজিন, জটা দণ্ড, পিনাক, বজ্র, অঙ্গদ, নাগ-যজ্ঞোপবীত, ও বিবিধ-বর্ণ-যুক্ত দিব্য-মালা ধারণ করিয়াছেন। তৎকালে তাঁহারে শরৎকালীন পরিবেশ-গত-চন্দ্র ও দুর্নিরীক্ষ্য-দিবাকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। প্রমথগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছিল। একাদশ শত রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য ও বিশ্বদেবগণ তাঁহার স্তব এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র তাঁহার নিকট বেদপাঠ করিতেছিল। দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, যোগীশ্বর, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, মাস, পক্ষ, ঋতু, রাত্রি, সম্বৎসর, ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, নিমেষ, যুগপর্য্যায়, বিদ্যা, বেদ, যজ্ঞ, দীক্ষা, দক্ষিণা, পাবক, হবিঃ, যজ্ঞীয়-দ্রব্য, সনৎকুমার, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, সপ্তমনু, সোম, বৃহস্পতি, ভৃগু, দক্ষ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ কাশ্যপ, প্রজা-পালক, মাতৃগণ, দেবকন্যা, দেবপত্নী, বিদ্যাধর, দানব, গুহ্যক ও রাক্ষসগণ এবং গীত-বাদ্য-বিশারদ অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তব পাঠ করিতেছিলেন। বিদ্যাধর দানব, গুহ্যক, রাক্ষস প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূতই কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতেছিল। ঐ সময় ভূতভাবন ভবানীনাথ আমার সমীপে অবস্থান করাতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি সকলেই আমারে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই দেবদেবের তেজঃপ্রভাবে তাঁহারে দর্শন করিতে আমার ক্ষমতা ছিল না।

অনন্তর সেই ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতি আমারে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, "বাসুদেব! তুমি আমার রূপ দর্শন করিয়া আমার নিকট স্বীয় প্রার্থনা ব্যক্ত কর। তুমি সহস্র সহস্র বার আমার আরাধনা করিয়াছ। ত্রিলোক মধ্যে তোমার তুল্য আমার পরম ভক্ত আর কেহই নাই। দেবাদিদেব মহাদেব আমারে এই কথা কহিলে, আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হইলাম। জগন্মাতা পার্ব্বতী আমারে ভূতপতির চরণে নিপতিত দেখিয়া আমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইলেন। তখন আমি সেই ব্রহ্মাদি দেবগণের পূজনীয় মহাদেব-মহেশ্বরকে ভক্তিভাবে স্তব করিয়া কহিলাম, "হে সনাতন বিশ্ব-বিধাতঃ! মহর্ষিগণ তোমাকে বেদের অধিপতি তপস্যা, সত্য, এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ, অগ্নি, মনু, ভব, ধাতা বিধাতা ও সূর্য্যস্বরূপ। তোমা হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। তুমিই এই চরাচর ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছ। মহর্ষিগণ তোমারে সমুদায় ইন্দ্রিয়, মনঃ, পঞ্চপ্রাণ, ও সপ্ত অগ্নির স্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও স্তবযোগ্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তুমি সমুদায় বেদ, যজ্ঞ, সোমরস, দক্ষিণা অগ্নি, ঘৃত, যজ্ঞোপকরণ-দ্রব্য, দান, অধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম, লজ্জা, কীর্ত্তি, শ্রী, ধৃতি, তুষ্টি, মোক্ষদাতা, সিদ্ধি, কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, মদ স্বরূপ। তোমা হইতেই আধি ও ব্যাধি সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে। তুমিই ক্রিয়া, হর্ষাদি চিত্তবিকার, প্রণয়, বাসনাবীজ, মনের উৎপত্তি-স্থান, নিত্যসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য, অব্যক্ত-পরব্রহ্ম, অচিন্ত্য-সূর্য্য, জ্যোতির্ম্ময় গুণ সমুদায়ের আদি ও জীব সমুদায়ের লয় স্থান। বেদার্থবিদ্ পণ্ডিতেরা মহত্তত্ত্ব, আত্মা, মতি, ব্রহ্মা, বিশ্ব, শম্ভু, স্বয়ম্ভু বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, চেতনা, জ্ঞান, খ্যাতি, ধৃতি ও স্মৃতি স্বরূপ বলিয়া ধ্যান করেন।

বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণগণ তোমারে ঐরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া সংসারমূল-অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হন। তুমি সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ-জীবাত্মা মহর্ষিগণ প্রতি নিয়ত তোমার স্তব করিয়া থাকেন। তোমার হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু, কর্ণ ও মস্তক সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তুমি সমুদায় লোক পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছ। তুমি স্বর্গ-সুখ সূর্য্যের প্রভা, কিরণ সর্ব্বভূতের অন্তর্গত পরমাত্মা, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, ঈশান, জ্যোতিঃও অব্যয় স্বরূপ। তোমাতে বুদ্ধি, মতি ও লোক সমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্য-সংকল্প জিতেন্দ্রিয় ও যোগানুষ্ঠান-নিরতমহাত্মারা নিরন্তর তোমারই শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। যাঁহারা তোমাকে হৃদয়াকাশ-শায়ী পরমপুরুষ, বিশ্বব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময় ও বুদ্ধিমান্‌দিগের পরমগতি বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ বুদ্ধিমান্‌। মনুষত্ব, মহত্তত্ত্ব পঞ্চতন্মাত্র, ও অহঙ্কার এই সাত সূক্ষ্মগুণ ও তোমার সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি ছয় গুণ এবং যোগবিধি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই তোমাতে লীন হইতে পারে।

আমি এইরূপে ভূত-ভাবন-ভগবান মহাদেবের স্তব করিলে জগতের সমুদায় লোক সিংহনাদ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ দেব, অসুর নাগ পিশাচ, পক্ষী, রাক্ষস ভূত মহর্ষি ও পিতৃগণ তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিল। মন্দ মন্দ সমীরণ প্রবাহিত ও আমার মস্তকে সুগন্ধি-পুষ্পবৃষ্টিনিপতিত হইতে লাগিল। তখন ভূত-ভাবন ভগবান ভবানীনাথ পার্ব্বতী ও ইন্দ্রকে অভিনন্দনপূর্ব্বক আমারে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, 'হে বাসুদেব! তুমি যে আমার পরম ভক্ত তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি যারপরনাই প্রীত হইয়া তোমারে আটটী

বর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। অতএব তুমি আমার নি-
কট স্বীয় অভিলাষানুরূপ আটটি বর প্রার্থনা কর।

ঐপর্ব্বের

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবাদিদেব এই কথা কহিলে, আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে কহিলাম, 'ভগবন্! আমি তোমার নিকট ধর্ম্মের দৃঢ়তা রণস্থলে শত্রুনাশের ক্ষমতা, পরম যশঃ বল যোগ লোক-প্রিয়তা, তোমার সন্নিকর্ষতা ও অসংখ্য পুত্র প্রার্থনা করি। তখন ভগবান শঙ্কর আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন বাসুদেব! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে মৎপ্রদত্ত বর প্রভাবে তাহা অবশ্যই সফল হইবে'।

অনন্তর জগন্মাতা ভবানী আমারে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন, 'বাসুদেব! ভগবান্ শঙ্কর-প্রদত্ত-বর প্রভাবে তোমার অভি লাষানুরূপ পুত্র উৎপন্ন হইবে। এইক্ষণে তুমি আমার নিকট আটটি বর প্রার্থনা কর, আমি প্রসন্নমনে তাহা প্রদান করিব। তখন আমি তাহারে প্রণাম করিয়া, ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্নতা, পিতার অনুগ্রহ, শত পুত্র, উৎকৃষ্ট ভোগ, কুলানুরাগ, মাতার নিকট প্রসন্নতা, শান্তি ও কার্য্য নৈপুণ্য এই আটটী বর প্রার্থনা করিলাম। পার্ব্বতী কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। আমার বাক্য কখনও মিথ্যা হই-বার নহে। এতদ্ভিন্ন তুমি অমর তুল্য প্রভাব, সত্যানুরাগিতা, ষোড়শ সহস্র ভার্য্যা তাহাদিগের অনুরাগ, অক্ষয় ধন-ধান্য, বন্ধুগণের প্রীতি ও মনোহর শরীর লাভ করিবে এবং তো-মার আবাসে প্রতিদিন সপ্তসহস্র অতিথি ভোজন করিবে।'

হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান মহাদেব ও দেবী পার্ব্বতী উভয়ে

আমারে এইরূপ বর প্রদান করিয়া প্রমথগণের সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তিনি আমারে বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলে আমি সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর, দ্বিজবর উপমন্যুর নিকট গমন পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। তিনি দেবাদি-দেব মহাদেবকে নমস্কার করিয়া আমারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবাদিদেব মহাদেবের তুল্য দেবতা আশ্রয়দাতা ও যোদ্ধা আর কেহই নাই"।

ঐ পর্ব্বের

ষোড়শ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর সেই দ্বিজবর উপমন্যু পুনরায় মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন উপলক্ষে আমারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মাধব! পূর্ব্বে সত্যযুগে তণ্ডি নামে এক বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। তিনি দশ সহস্র বৎসর সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবান পিনাকপাণির আরাধনা করিয়া যে ফল লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। "মহাত্মা তণ্ডি সমাধিদ্বারা দশ সহস্র বৎসর পরমাত্ম-স্বরূপ অব্যয় মহাদেবের আরাধনা করিয়া পরিশেষে তাহারে চিন্তা করতঃ কহিতে লাগিলেন, সে সাংখ্য-মতাবলম্বীরা প্রধান পুরুষ লোক-প্রতিষ্ঠাতা-মহাদেবের স্তব পাঠ করেন ও যোগিগণ যাহারে মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া থাকেন, যিনি সৃষ্টি ও সংহারের অদ্বিতীয় কারণ; দেবতা অসুর ও মুনিগণের মধ্যে যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই, আমি সেই অনাদি-নিধন মহাদেবের শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা তণ্ডি এই কথা বলিবামাত্র ভগবান্ ভুতনাথ তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তিনি অক্ষয়, অচিন্ত্য, নিত্য পূর্ণ ব্রহ্ম নির্গুণ, অথচ গুণ-বিষয়ীভুত এবং যোগিগণের পরমানন্দ ও মোক্ষস্বরূপ

তিনি ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, ব্রহ্মা ও বিশ্বের একমাত্র গতি এবং অচল শুদ্ধ, বুদ্ধি-শক্তি গ্রাহ্য মনঃস্বরূপ দুর্জ্ঞেয় ও অপরিমেয়। দুরাত্মারা কখনই তাঁহারে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তিনি বিশ্বসংসারের উৎপত্তি স্থান এবং তমোগুণাতীত।

মহাত্মা তন্তি বহু বৎসর কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সেই ভূতভাবন ভগবান মহাদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার স্তব করতঃ কহিলেন, 'হে পরমাত্মন্! তুমি পবিত্রদিগের মধ্যে পবিত্র, গতিমান্‌দিগের পরম গতি, তেজস্বীদিগের উৎকৃষ্ট তেজঃ; তপস্বীদিগের পরম তপস্যা স্বরূপ। তুমি বিশ্বাবসু, হিরণ্যাক্ষ, সহস্রাংশু মোক্ষ প্রাণ, সর্ব্বসুখের আধার ও পরম সত্যস্বরূপ। তুমি জনন-মরণ ভীরু সন্ন্যাসীদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাক, যখন ব্রহ্মা ইন্দ্র বিষ্ণু বিশ্বদেব ও মহর্ষিগণও তোমারে বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তখন আমি কিরূপে তোমারে পরিজ্ঞাত হইব। বিশ্ব সংসার তোমা হইতেই সমুদ্ভুত হইয়াছে ও তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি কাল, পুরুষ, ও ব্রহ্মস্বরূপ। পুরাণজ্ঞ দেবর্ষিগণ তোমারে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্ররূপী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি জীব দেহ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, স্বর্গাদি লোক অনুভাবাত্মক-জ্ঞান এবং যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপ। তুমি দেবগণের ও দুর্জ্জেয় ও সর্ব্বান্তর্যামী। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তোমারে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে অনাময়-পরম-ভাব লাভকরিতে পারেন। যাহারা তোমারে পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা না করে, তাহাদিগকে ইহলোকে বারংবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। তুমি মোক্ষ ও স্বর্গের দ্বার স্বরূপ। তোমার কৃপা বলেই লোক স্বর্গ ও মোক্ষলাভ করে। আর তোমার কৃপা না থাকিলেই উহার লাভে

বঞ্চিত হয়। তুমি স্বর্গ, মোক্ষঃ, কাম, ক্রোধ, সত্ত্ব, রজঃ, তম, অধ, ঊর্দ্ধ স্বরূপ। তুমি ব্রহ্মা, ভব, বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র, সবিতা, যম বরুণ, চন্দ্র, মনু, ধাতা, বিধাতা, কুবের, পৃথিবী, সলিল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, বাক্য, বুদ্ধি, স্থিতি, মতি, সত্য, মিথ্যা, সত্তা, অসত্তা, ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি বিষয়, প্রকৃতির অতীত, কার্য্য-কারণভিন্ন, এবং চিন্তা ও অচিন্ত্য স্বরূপ। তুমি পরব্রহ্ম পরম পদ ও সাংখ্য মতাবলম্বী ও যোগীদিগের পরমগতি। ইহলোকে নির্ম্মল বুদ্ধি সম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা যে গতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আজি আমি তোমার দর্শনে সেইগতি লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলাম। হায়! তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা যাহারে সনাতন পরম-পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আমি এতকাল তাঁহারে পরিজ্ঞাত না হইয়া মূঢ়ভাবে অবস্থান করিয়াছি। যাহারে পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায় আজি আমি বহুজন্মের পর সেই ভক্তবৎসলভগবান ভূতনাথের সাক্ষাৎলাভ করিলাম। এই দেবাদিদেব ভগবান মহেশ্বর দেব অসুর ও মুনিগণের হৃদয়াকাশ নিহিত সনাতন পরব্রহ্মস্বরূপ। ইনি সমুদায় পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বভূতের আত্মা সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বত্র গমনশীল। ইহার মুখ সর্ব্বস্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহ লোকে ইহার কিছুমাত্র অবিদিত নাই। ইনি দেহকর্ত্তা দেহ পোষক দেহিদেহের সংহার কর্ত্তা দেহিগণের গতি, প্রাণের সৃষ্টি ও পোষণকর্ত্তা প্রাণীর প্রাণদাতা এবং অধ্যাত্মগতি-নিষ্ঠ। আত্মতত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত যোগীগণের গতিস্বরূপ ইনি কর্ম্মানুসারে প্রাণিগণকে শুভাশুভ-গতি প্রদান করিয়া থাকেন। ইনি জীবগণের জনন-মৃত্যু-বিধান ও মহর্ষিগণকে সিদ্ধি প্রদান করেন। ইনি পৃথিব্যাদি ভুবন সমুদায় উৎপাদন করিয়া অষ্ট-বিধ মূর্ত্তিদ্বারা এই বিশ্ব সংসার ধারণ ও ইহার প্রতিপালন করি-

তেছেন। সমুদায় পদার্থ ইহা হইতে সম্ভূত, ইহাতেই অবস্থিত ইহাতেই লীন হইয়া থাকে। ইনি অদ্বিতীয় সনাতন পুরুষ। ইনি সত্যকামীদিগের সত্যলোক, যোগীদিগের মোক্ষ ও অধ্যাত্মবেত্তাদিগের কৈবল্য স্বরূপ। ইনি দেবতা অসুর ও মনুষ্য লোক মধ্যে অপ্রকাশিত থাকিবেন বলিয়া, ব্রহ্মাদি সিদ্ধগণ ইহাকে শাস্ত্র-মধ্যে গুপ্তভাবে রাখিয়াছে। তন্নিবন্ধন দেবতা মনুষ্য ও অসুরগণ অজ্ঞানান্ধকারে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার যথার্থ-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা একান্ত ভক্তিভাবে ইহার শরণাপন্ন হন, এই অন্তর্য্যামী ভগবান স্বয়ং তাহাদিগকে আত্ম প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহারে অবগত হইতে পারিলে জন্ম-মৃত্যু-জনিত ভয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় আর কিছুই থাকেনা। পণ্ডিতগণ ইহারে লাভ করিতে পারিলে, আর কোনও বস্তুই লব্ধব্য বলিয়া গণনা করেন না। সাঙ্খ্য-শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতগণ এই সূক্ষ্ম স্বরূপ পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া সমুদায় বন্ধন হইতে মুক্ত হন। বেদবেত্তা পণ্ডিত-গণ প্রাণায়াম করিয়া ওঁকার রূপ রথে আরোহণ করিয়া এই বেদ-প্রতিষ্ঠিত মহেশ্বরে প্রবেশ করেন। ইনি দেবযানের আদিত্য রূপ দ্বার ও পিতৃযানের চন্দ্র রূপ দ্বার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনি কাষ্ঠা, দিক, সম্বৎসর, যুগাদি ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, দক্ষিণায়ণ ও উত্তরায়ণ স্বরূপ। পূর্ব্বে প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত এই নীল লোহিতকে নানাবিধ স্তব করিয়া ইহার নিকট বর যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। ঋক্‌বেদ বেত্তারা ঋক্‌ বেদ দ্বারা ইহার মহিমাকীর্ত্তন, ঋত্বিক্‌গণ এই যজুর্ব্বেদময় মহেশ্বরের উদ্দেশ্যে আহুতিপ্রদান, বিশুদ্ধ বুদ্ধি সামবেদ বেত্তারা ইহার উদ্দেশ্যে সামবেদগান ও অথর্ব্ববিদ ব্রাহ্মণগণ অথর্ব্ব বেদ দ্বারা এই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে স্তব করিয়া থাকেন। ইনি

যজ্ঞের আদিকারণ ও ঈশ্বর। দিবা রাত্রি ইহার চক্ষু ও কর্ণস্বরূপ। পক্ষ ও মাস ইহাঁর মস্তক ও বায়ুস্বরূপ ঋতু ইহার-বীর্য্য স্বরূপ তপস্যা ইহার ধৈর্য্যস্বরূপ। এবং সংবৎসর ইহার গুহ্য উরু ও পাদস্বরূপ। ইনি মৃত্যু যম অগ্নি কাল সংহার কর্ত্তা কালের উৎ-পত্তিস্থান চন্দ্র আদিত্য গ্রহ নক্ষত্র বায়ু ধ্রুব সপ্তর্ষি সপ্ত ভুবন প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার ও পৃথিবীস্বরূপ। ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায় ইহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভূমি প্রভৃতি অষ্ট প্রকৃতি ও প্রকৃতি ইহাতে শ্রেষ্ঠ জীব এই ভগবান মহাদেবের অংশ। ইনি শাশ্বত পরমানন্দ স্বরূপ। ইনি বীতস্পৃহ সাধু ব্যক্তি দিগের একমাত্র গতি ও উৎকৃষ্ট ভাব। ইনি উদ্বেগ শূন্য সনাতন ব্রহ্ম এবং বেদ বেত্তা দিগের উৎকৃষ্ট ধ্যান। ইনি পরাকাষ্ঠা শ্রেষ্ঠকলা, পরমাসিদ্ধি, পরমগতি, শান্তি, সুখ, সন্তোষ, বেদ ও স্মৃতি স্বরূপ। যোগিগণ ইহারে প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বলিয়া বিবে-চনা করেন। ইহারে লাভ করিলে আর তাহাদিগকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। আজি আমি ইহার দর্শন লাভে কৃতার্থ হইলাম। হে দেবাদিদেব মহাদেব! যজ্ঞশীল ব্যক্তিরা ভূরি দক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে স্বর্গাদিলোক লাভকরে তুমি সেই স্বর্গাদিলোক; শান্তি যোগ জপ ও কঠোর নিয়মানুষ্ঠান-নিরত তাপসগণ যে নক্ষত্র লোক লাভ করিয়া থাকেন তুমি সেই নক্ষত্র লোক। কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীগণ যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তহন, তুমি সেইব্রহ্ম লোক; বীত-স্পৃহ মুমুক্ষু ব্যক্তিরা যে মোক্ষ-লাভ করেন, তুমি সেই মোক্ষ এবং তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন মহাত্মারা যে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়াথাকেন, তুমি সেই নির্ব্বাণ। বেদ ও পুরাণ শাস্ত্রে এই পাঁচ প্রকার গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তুমি প্রসন্ন হইলে ঐ পাঁচ প্রকার গতি লাভ হয়, অন্যথা ঐ সমুদায় লাভের

সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইন্দ্র, বিশ্বদেব এবং মহর্ষিগণ তোমার মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারেন নাই।

মহর্ষি তণ্ডি এই রূপে দেবাদিদেব মহাদেবের স্তব করিয়া বেদ পাঠ করিলে, দেবী-পার্ব্বতী ও ভগবান-ভূতনাথ তাঁহার প্রতি পরম-পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর ভগবান ভবানীপতি তাহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমি তোমারপ্রতি পরম-প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার প্রসাদ বলে এক পুত্র লাভকরিবে। ঐ পুত্র যশস্বী, তেজস্বী, দিব্য-জ্ঞান-সমন্বিত অমর ও বেদের সূত্র-কর্ত্তা হইবে। এক্ষণে এতদ্ভিন্ন তোমার অন্য যাহা অভিলাষ থাকে, ব্যক্তকর, আমি তাহা পূর্ণ করিব।" তখন তণ্ডি কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, ভগবন্ আপনার প্রতি যেন আমার অচলা-ভক্তি থাকে। মহাত্মা তণ্ডি এইরূপ কহিলে ভগবান ভূতনাথ তথাস্তু বলিয়া অনুচর-গণের সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা উপমন্যু এইরূপে তণ্ডিকৃত শিবারাধনা ও তাঁহার বর প্রাপ্তির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আমারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "কেশব! ভগবান ভূতনাথ এইরূপে তণ্ডিরে বর প্রদান পূর্ব্বক, দেবতা ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া অন্তর্হিত হইলে, মহর্ষিতণ্ডি আমার আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক আমার নিকট ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বে লোক পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের নিকট মহাদেবের যে দশ সহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন,এবং শাস্ত্রে উহার যে এক সহস্র নাম কীর্ত্তিত আছে, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট সেই তণ্ডি-কীর্ত্তিত-নাম সমুদায়ের মধ্যে কতকগুলি নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

ঐ পর্ব্বের

সপ্তদশ অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর মহাত্মা উপমন্যু আমার নিকট মহাদেবের নাম সমুদায় কীর্ত্তন করিতে বাসনা করিয়া আমারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বাসুদেব! তুমি ভগবান ভূতনাথের প্রধানভক্ত। অতএব এক্ষণে আমি তোমার সমক্ষে বেদ-বেদাঙ্গ-নির্দ্দিষ্ট মহর্ষিতণ্ডি ও তত্ত্বদর্শী অন্যান্য সাধুগণ কর্ত্তৃক কথিত সর্ব্বার্থ-সাধক জগদ্বিখ্যাত কতক গুলি নামদ্বারা কৃতাঞ্জলি-পুটে সেই স্তবার্হ, সর্ব্বভূত-হিতৈষি ত্রিলোক বিখ্যাত সনাতন, পরম-ব্রহ্ম-স্বরূপ মহেশ্বরকে স্তব করিব, তুমি অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। লোকে অণিমাদিঐশ্বর্য্য সংযুক্ত হইয়াও শত বৎসরে বিস্তারিত রূপে সেই দেবদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে সমর্থ হয় না। যখন দেবগণ, মহাদেবের আদি, অন্ত, ও মধ্য অবগত হইতে পারেন না, তখন অন্য কোন্ ব্যক্তি বিস্তারিতরূপে তাঁহার মহিমাকীর্ত্তনে সমর্থ হইবে? আমি তাঁহার প্রসাদ বলে, যাথ্যানুসারে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিব। তিনি অনুজ্ঞা প্রদান না করিলে, কেহই তাঁহার স্তব করিতে সমর্থ হয় না। তিনি যখন আমারে অনুজ্ঞা প্রদান করেন, আমি তখনই তাঁহার স্তব করিয়া থাকি। পূর্ব্বে কমলযোনি-ব্রহ্মা, অনাদিনিধন জগতের আদি-কারণ, বিশ্বরূপী, বরদাতা মহেশ্বরের যে দশসহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার মধ্যে উৎকৃষ্টতর অষ্টোত্তর সহস্র নাম সংগ্রহ করিয়াছি। ঘৃত যেমন দধির, সুবর্ণ যেমন পর্ব্বতের, মধু যেমন পুষ্পের ও মণ্ড যেমন ঘৃতের সারভূত তদ্রূপ এই অষ্টোত্তর সহস্রনাম ব্রহ্মোক্ত দশসহস্র নামের সারস্বরূপ। ঐ সকল নাম যত্ন সহকারে শ্রবণ ও ধারণ করা কর্ত্তব্য। ঐ

নাম সমুদায় মঙ্গলজনক, তুষ্টিকর, বিঘ্ননাশক, ও পরম-পবিত্রতা সম্পাদক। শ্রদ্ধা-যুক্ত-ভক্তকেই উহা প্রদান করা কর্ত্তব্য। অজিতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাবিহীন নাস্তিককে প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। উহা অনুত্তম-ধ্যান, যোগধ্যেয় বস্তু, জপ্য মন্ত্র, জ্ঞান ও নিগূঢ় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াথাকে। মানবগণ অনন্ত কালেও ঐ পাপনাশন যজ্ঞাদি-ফল-প্রদ, মঙ্গলময়, পরমানন্দ-স্বরূপ, নাম সকল পরিজ্ঞাত হইলে, পরম-গতি লাভ করিতে পারে। পূর্ব্বে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা সমুদায় দিব্যস্তবের মধ্যে ঐ নাম সমুদায়কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই অবধি ভগবান মহাদেবের এই দেব-পূজিত উৎকৃষ্ট-স্তব স্তবরাজ নামে জগতীতলে বিখ্যাত হইয়াছে। প্রথমে ঐ স্তব ব্রহ্মলোক হইতে স্বর্গলোকে আনীত হয়, তৎপরে মহাত্মা তণ্ডি উহা প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ হইতে ভূলোকে সমানীত ও প্রচারিত করেন। এই নিমিত্ত উহা তণ্ডিকৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে ভূতভাবন ভগবান বেদ-প্রতিপাদ্যব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তেজস্বী, পবিত্র দ্যুতিমান্ প্রশান্ত জিতেন্দ্রিয় বুদ্ধিমান, যিনি দেবতাদিগেরও দেবতা, ঋষিদিগেরও ঋষি, শ্রেষ্ঠযজ্ঞ, উৎকৃষ্ট কল্যান, ব্রহ্মাদির ধ্যেয়, ও কারণের কারণ স্বরূপ এবং যাহা হইতে লোক সমুদায়ের বারংবার সৃষ্টি ও সংহার হইয়া থাকে, আমি এক্ষণে সেই দেবতার অষ্টোত্তর সহস্র নাম কীর্ত্তন করিতেছি। উহার প্রভাবে অনায়াসে অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারিবে"। অতি বিস্তৃত বলিয়া মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনাম উঠাইলাম না, শান্তি পর্ব্বের ১৭শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

"হে বাসুদেব! এই আমি ভূতভাবন ভগবান মহাদেবের সহস্রনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহারে স্তব করিলাম। ব্রহ্মাদি

দেবতা ও মহর্ষিগণ যাঁহারে বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না তাঁহারে স্তব দ্বারা পরিতুষ্ট করা কাহারও সাধ্য নহে। আমি সেই জগদীশ্বরের অনুমতিক্রমে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিলাম। যে ব্যক্তি পবিত্র ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই পুষ্টিবর্দ্ধন সহস্রনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ভগবান ভবানীপতির স্তব করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পরব্রহ্মে লীন হন, দেবতা মহর্ষিগণ এই রূপে সেই দেবদেবের স্তব করিয়া থাকেন। মোক্ষপ্রদ ভূতভাবন-ভগবান শূলপাণি জিতেন্দ্রিয় মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইলে পরম-পরিতুষ্ট হন। আস্তিক, শ্রদ্ধান্বিত অতুল-তেজঃ-সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা কি শয়ন, কি জাগরণ, কি প্রস্থান, কি উপবেশন, কি উন্মেষণ, কি নিমেষ পরিত্যাগ, সকল সময়েই ভক্তিপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সেই সনাতন দেবাদিদেবের স্তব, তাঁহার মাহাত্ম্যশ্রবণ ও অন্যের নিকট উহা কীর্ত্তন করিয়া তুষ্টিলাভ করেন। মনুষ্য অসংখ্য জনন সংসার মধ্যে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পাপ বিহীন হইতে পারিলে, পরিশেষে শিবভক্তি লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সর্ব্বকারণ সনাতন শশিশেখরের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইতে পারে। দেবলোক ও মনুষ্য লোক প্রভৃতি সমুদায় লোকের এইরূপ নির্দ্দোষ পবিত্র ঐকান্তিক শিবভক্তি নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া পরিগণিত হয়। ভূতভাবন ভগবান পিনাকপাণি প্রসন্ন হইলেই মানবগণ তাঁহার ভক্তিপরায়ণ হইয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। যাঁহারা একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া মহেশ্বরের শরণাপন্ন হন, দীন-বৎসল ভগবান ভবানীপতি তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই সংসার পাশ হইতে বিমুক্ত করেন। দেবদেব মহাদেব ব্যতীত আর কোনও দেবতারই মনুষ্যকে সংসার হইতে বিমুক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। ইন্দ্রাদি দেবগণ কেবল স্বর্গবেশ্যা-প্রেরণ প্রভৃতি অকার্য্যদ্বারা মানবগণের

তপোবল বিনষ্ট করিয়া থাকে। পূর্ব্বে সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান ব্রহ্মা মহাত্মা মহাদেবের নিকট এই স্তব কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা ভগবান শঙ্করের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার এই সর্ব্বপাপনাশন স্বর্গযোগ, মোক্ষপ্রদ, পরম-পবিত্র স্তবপাঠ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সাংখ্যযোগোক্ত-পরমগতি লাভকরিতে সমর্থ হন। শিবভক্তি-পরায়ণ-মহাত্মারা ভূতভাবন ভগবান দেবদেবের নিকট এক বৎসর এই স্তবপাঠ করিলে অভীষ্টফললাভ করিতে পারেন। পূর্ব্বে ভগবান ব্রহ্মা আপনার এই পরম রহস্য পবিত্রস্তব ইন্দ্রকে, তৎপর ইন্দ্র মৃত্যুরে বৈবস্বত মনু নারায়ণকে, নারায়ণ যমকে, যম নাচিকেয়রে এবং নাচিকেয় মার্কণ্ডেয়কে প্রদান করিয়াছিলেন। পরিশেষে মহাত্মা মার্কণ্ডেয় আমারে ইহা প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে আমি এই আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর বেদসম্মত-পবিত্রস্তব তোমারে প্রদান করিতেছি। দানব, যক্ষ, রাক্ষস পিশাচ, গুহ্যক ও ভুজগগণ কদাচ ইহার বিঘ্ন করিতে সমর্থ হন না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া একবৎসর এই বিশুদ্ধ-স্তব পাঠ করেন, তাহার অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফললাভ হয় সন্দেহ নাই।

ঐ পর্ব্বের

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জন্মেজয়! ভগবান বাসুদেব এইরূপে উপমন্যু কীর্ত্তিত মহাদেবের সহস্রনাম কীর্ত্তন করিলেপর ভীষ্মের সমীপস্থ অন্যান্য মহাত্মারা যুধিষ্ঠিরের নিকট মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কহিলেন ধর্ম্মরাজ! তুমি এই সহস্র নাম পাঠ কর; তাহাহইলে তোমার মঙ্গল হইবে। আমি পূর্ব্বে পুত্রলাভার্থ সুমেরু পর্ব্বতে ঘোর-

ন্তর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করিয়াছিলাম। ইহার প্রভাবে আমার অভীষ্ট ফল লাভ হইয়াছিল। অতএব এই স্তব পাঠ করিলে তুমিও অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে।" দেবপূজিত সাঙ্খ্যতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাকপিল কহিলেন ধর্ম্মরাজ! আমি ভক্তিসহকারে জন্ম জন্ম মহাদেবকে আরাধনা করাতে তিনি আমারপ্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমারে সংসার বন্ধন নাশক জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন।

ইন্দ্রের প্রিয়সখা আনস্বায়ন নামে বিখ্যাত চারুশীর্ষ কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি গোকর্ণতীর্থে একশত বৎসর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক মহাদেবের বর প্রভাবে লক্ষ বৎসর জীবী জরাদুঃখবিহীন ধর্ম্মজ্ঞানযুক্ত দমগুণান্বিত অযোনি সম্ভূত একশত পুত্র লাভ করিয়াছি।"

মহর্ষি বাল্মীকি কহিলেন ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে সাগ্নিক মুনিগণের সহিত আমার বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা আমাকে ব্রহ্মঘ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে আমি সেই পাপ মোচনার্থ ভগবান ভূতনাথের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমারে সেই পাপ হইতে মুক্ত করিয়া, তোমার অসাধারণ যশোলাভ হইবে বলিয়া বর প্রদান করিয়াছেন।

প্রদীপ্ত প্রভাকর সদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর মহর্ষি জামদগ্ন্য কহিলেন; ধর্ম্মরাজ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে বধ করিয়া নিতান্ত কাতরভাবে মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া সহস্র নাম উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিয়াছিলাম। তিনি আমার স্তবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমারে পরশু ও নানাবিধ দিব্যাস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তোমার পাপের লেশমাত্র থাকিবে না। তুমি অজেয়, অজর, ও অমর হইবে। আমি তাঁহারই প্রসাদবলে বিবিধ-দিব্যাস্ত্র অজেয়ত্ব, অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ করিয়াছি।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলাম, কেবল সেই ভগবান ভূতনাথের প্রসাদ বলে আমার এই দুর্ল্লভ-ব্রাহ্মণ্য লাভ হইয়াছে।

অসিত দেবল কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রের শাপ-প্রভাবে আমার ধর্ম্ম সমুদায় নষ্ট হইয়াছিল। ভগবান ভূতপতি প্রসন্ন হইয়া আমারে সেই ধর্ম্ম, যশ ও দীর্ঘায়ু প্রদান করিয়াছেন।

দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়সখা বৃহস্পতি তুল্য মহর্ষি-গৃৎস্নমদ কহিলেন, "মহারাজ! পূর্ব্বে ইন্দ্রের সহস্র বর্ষ ব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ হইলে আমি সেই যজ্ঞে সামবেদ পাঠ করিতে ছিলাম। ঐ সময় চাক্ষুষ মনুর পুত্র ভগবান বরিষ্ঠ আমারে কহিলেন, তোমার এ সামবেদ পাঠ সম্যকরূপ হইতেছে না। এইরূপ অবজ্ঞা-জনক পাঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া পাঠ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য; যজ্ঞ দূষিত করা কখনই উচিতনহে। এই কথা কহিয়া তিনি রোষা-বিষ্ট চিত্তে আমারে শাপ প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, "রে মূঢ়! তুমি জল-বায়ু-বিহীন মৃগাদি পশু-বিবর্জ্জিত সিংহ ও রুরু প্রভৃতি হিংস্র জন্তু-সমাকীর্ণ অবজ্ঞীয়-পাদপাকুল কান্তার মধ্যে হিংস্র মৃগ হইয়া অতিকষ্টে একাদশ সহস্র অষ্টশত বৎসর অবস্থান করিবে।" ভগবান বরিষ্ট এই কথা কহিবামাত্র আমি মৃগরূপী হইলাম, অনন্তর আমি স্বীয় দুর্দ্দশা অপনোদনের নিমিত্ত ভগবান ভবানীপতির শরণাপন্ন হইলে, তিনি আমারে কহিলেন, বৎস! তুমি অজর, অমর ও পরমসুখী হইবে ইন্দ্রের সহিত তোমার সখ্য সমান থাকিবে। এবং তোমাদের উভয়ের যজ্ঞ পরিবর্দ্ধিত হইবে। হে ধর্ম্মনন্দন! ভগবান ভূতভাবন এই রূপে সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি

সুখ দুঃখের বিধাতা, ধারণ কর্ত্তা ও কায়মনো-বাক্যের অগোচর। তাঁহার প্রসাদ বলে আমার তুল্য পণ্ডিত আর কেহই নাই।

ঐ সময় মহামতি বাসুদেব পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়া মহা-দেবকে পরিতুষ্ট করাতে, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিয়া-ছেন, "বৎস! তুমি অর্থ অপেক্ষা লোকের প্রিয়, যুদ্ধে অপরা-জিত ও অনল-তুল্য তেজস্বীহইবে। আমি পূর্ব্বাবতারে মনিমন্থ পর্ব্বতে বহুসহস্র বৎসর ঐ দেবদেবের আরাধনা করিয়াছিলাম, পরিশেষে তিনি আমার ভক্তিপ্রভাবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া একদা আমাকে আত্মপ্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন আমি কহিলাম, "ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমারে এই বর প্রদান করুন, যেন অনন্তকাল আপনার প্রতি অচলা ভক্তি থাকে। আমি এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, তিনি 'তথাস্তু' বলিয়া সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

জৈগীষব্য কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে ভগবান ভূতপতি স্বয়ং বারাণসীতে পরম যত্ন সহকারে, আমারে অনুসন্ধান পূর্ব্বক অণি-মাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন।

গর্গ কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেব স্রোতস্বতী সরস্বতীর তীরে আমার মনোযজ্ঞদ্বারা পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমারে অত্যাশ্চর্য্য চতুঃষষ্ঠি কলাজ্ঞান সহস্র ব্রহ্মজ্ঞ-পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসাদে আমার ও আমার পুত্র-গণের দশলক্ষ বৎসর পরমায়ু হইয়াছে।"

পরাশর কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলাম যে তাঁহার অনুগ্রহে আমার

এক মহাযোগী মহাতপা, মহাতেজা, মহাযশা, বেদের বিভাগ-কর্ত্তা, ব্রহ্ম-নিষ্ঠ, দয়ার্দ্রস্বভাব পরম-সুপণ্ডিত পুত্র উৎপন্ন হউক। আমি এইরূপ চিন্তা করিলে, সেই ত্রিলোকীনাথ আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমার সমক্ষে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি আমার প্রসাদে অবশ্যই অভিলাষানুরূপ পুত্র লাভ করিবে। তোমার ঐ আত্মজ বেদবেত্তা, ইতিহাস রচয়িতা, জগতের হিত-কর, কুরুবংশধর ও সাবর্ণিমন্বন্তরে সপ্তর্ষি মধ্যে পরিগণিত হইবে। তাঁহার সহিত সুররাজের যারপরনাই বন্ধুত্ব জন্মিবে, এবং সে আমার প্রভাবে জরাবিহীন হইয়া চিরকাল জীবিত থাকিবে। ভগবান ভূতনাথ আমারে এইরূপ কহিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মাণ্ডব্য কহিলেন, "মহারাজ! আমি পূর্ব্বে বৃথা চৌর্য্যাপ-রাধে শূলে আরোপিত হইয়া ভক্তিভাবে ভগবান্ ভূতনাথের স্তব করিয়াছিলাম। তিনি আমার সেই স্তুতি বাদ শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমারে আত্মপ্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন 'তুমি আ-মার অনুকম্পায় অবিলম্বে শূল হইতে মুক্ত হইয়া অর্ব্বুদ বৎসর জীবিত থাকিবে। তোমার দেহ হইতে শূল জনিত বেদনা তি-রোহিত হইয়া যাইবে। কি মানসিক কি দৈহিক কোনরূপ পী-ড়াই তোমারে আক্রমণ করিতে পারিবে না। তোমার এই দেহ সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই নিমিত্ত এই জীবলোকে তোমার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই বিদ্যমান থাকিবে না। তোমার জন্ম সার্থক হইবে। তুমি নিষ্কণ্টকে সমুদয়তীর্থ পর্য্যটন ও দেহান্তে অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবে। বৃষবাহন ভগবান মহেশ্বর আমারে এই কথা কহিয়া সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

বালক কহিলেন, 'ধর্ম্ম রাজ! পূর্ব্বে আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের

নিকট, অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলাম। পাঠ সমাপ্ত হইলে আমি মহর্ষি কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পিতৃ দর্শনার্থ আগমন করিলাম। ঐ সময় আমার পিতা পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জননী আমাকে দর্শন করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন 'বৎস! তুমি নিতান্ত বালক অদ্যাপি তোমার পাঠ সমাপ্তি হয় নাই বলিয়া তোমার পিতা এক্ষণে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। জননী এই কথা কহিলে আমি পিতৃ দর্শনে নিতান্ত হতাশ হইয়া একান্ত মনে মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলাম। ভগবান্ ভূতনাথ আমার ভক্তি দর্শনে অচিরাৎ প্রসন্নচিত্তে আমার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ও তোমার পিতা মাতা তোমরা সকলেই অমর হইবে। তুমি গৃহে গমন করিলেই তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

ভগবানভূতভাবন আমারে এই কথা কহিয়া গৃহে গমনকরিতে অনুজ্ঞা করিলে, আমি স্বীয় ভবনে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পিতা যজ্ঞান্তে আচমন করিয়া যজ্ঞকাষ্ঠ কুশ ও ফল গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছেন। তাঁহারে দেখিবামাত্র আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হইলাম। তখন তিনি অবিলম্বে সেই যজ্ঞীয় সামগ্রী সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বাষ্পাকুল-লোচনে কহিলেন, 'বৎস! আজি আমার পরম সৌভাগ্য যে-তোমাকে কৃতবিদ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, 'মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির মহর্ষিদিগের মুখে ভূতভাবন ভগবান মহাদেবের এইরূপ অদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন

ভগবান বাসুদেব তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ধর্ম্মরাজ পূর্ব্বে প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় তেজঃ সম্পন্ন মহাত্মা উপমন্যু আমারে কহিয়াছিলেন, যাহারা নিরন্তর রজঃ ও তমোগুণ-সম্পন্ন হইয়া অশুভ কার্য্যদ্বারা আপনাদিগকে কলুষিত করে, তাহারা কখনই দেবদেব মহাদেবকে লাভ করিতে পারে না।

একান্ত-ভক্তিপরায়ণ বিশুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণগণই তাঁহারে লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিরন্তর ভূতভাবন ভগবান ভবানী-পতির প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া কাল হরণ করে, তাহারে যোগ বল সম্পন্ন অরণ্য-বাসী মুনি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মহাত্মা মহেশ্বর প্রসন্ন হইলে অনায়াসেই ব্রহ্মত্ব, কেশ-বত্ব, ইন্দ্রত্ব ও ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রদান করিতে পারেন। যাঁহারা ইহ লোকে মনে মনেও ভগবান্ শূলপানির শরণাপন্ন হন, তাঁহারা সর্ব্ব পাপ বিমুক্ত হইয়া চরমে দেবগণের সহিত বাস করিয়া থাকেন। লোক গৃহ-তড়াগাদির উচ্ছেদ ও লোক সমুদায়ের প্রাণ সংহার করিয়াও দেবদেব বিরূপাক্ষের অর্চ্চনা করিলে, তাহারে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না।

সুলক্ষণ-বিহীন পাপাত্মারাও ভগবান্ শঙ্করের উপাসনা করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। কীট, পক্ষী পতঙ্গ, প্রভৃতি প্রাণিগণও ভূতভাবন ভবানীপতির শরণাপন্ন হইলে অকু-তোভয়ে, সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে সমর্থ হয়। যাঁহারা ইহলোকে ভগবান্ ভূতনাথের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হয়, তাঁহারা নি-শ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন।

মহাত্মা বাসুদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপমন্যুর বাক্য কী-র্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অনল, আকাশ, ভূমি, সলিল বসুগণ বিশ্ব-

দেবগণ, ধাতা, অর্য্যমা শুক্র বৃহস্পতি প্রভৃতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমুদায় পদার্থই সেই ভূত ভাবন সনাতন মহেশ্বর হইতে সমুদ্ভূতহইয়াছে। তত্ত্বদর্শী মহাত্মারা নিরন্তর তাঁহার সূক্ষ্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। আমি মোক্ষ লাভের নিমিত্ত সনাতন পরমেশ্বরের সেই পবিত্র তত্ত্বকে নমস্কার করিতেছি! সেই ভগবান্ দেবাদিদেব আমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া আমারে অভীষ্ট ফল প্রদান করুন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় যোগশীল ও পবিত্রহইয়া এই পবিত্রস্তব একমাস নিয়ত পাঠকরেন তাহার নিশ্চয়ই অশ্বমেধ ফল লাভ হয়। এই বিশুদ্ধ স্তব পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের সমস্ত বেদার্থ জ্ঞান ক্ষত্রিয়ের পৃথিবীজয় বৈশ্যের অর্থ ও নিপুণতা এবং শূদ্রের সুখ ও সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে। যে মহাত্মারা এই সর্ব্বদোষ বিনাশন পবিত্র স্তব পাঠ করিয়া ভগবান্ দেবদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হন তাঁহারা আপনাদিগের রোমকূপ পরিমিতি বহুসংখ্যক বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারেন।

এইযে মহাভারতের অন্তর্গত, ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব, ভগবান বাসুদেব, ও মহর্ষি পরাশর, মহর্ষি ব্যাস, মহর্ষি কপিল, মহর্ষি বিশ্বামিত্র, মহর্ষি আনশ্বায়ন, মহর্ষি বাল্মীকি, মহর্ষি জামদগ্ন্য, মহর্ষি গৃৎসমদ, মহর্ষি জৈগীষব্য, মহর্ষি গর্গ, মহর্ষি মাণ্ডব্য, মহর্ষি গালব, মহর্ষি অসিতদেবল প্রভৃতি মহাত্মা গণের যে জবানবন্দী রহিয়াছে ইহার উপর সন্দেহের কোন কারণ থাকিত; যদি পৃথিবীতে ওঁকারেশ্বর, ভূ র্ভুবেশ্বর, পরাপরেশ্বর, চতুর্ব্বেদেশ্বর, মহানাদেশ্বর অমরেশ্বর, সহস্রাক্ষেশ্বর, পিতামহেশ্বর, সোমেশ্বর, মঙ্গলেশ্বর, বুধেশ্বর, বৃহস্পতীশ্বর, শুক্রেশ্বর, শনৈশ্চরেশ্বর বরুণেশ্বর, কুবেরেশ্বর, ভগবান বিষ্ণুর তপস্যায় বিষ্ণুর পরমারাধ্য হরেশ্বর, শ্রীকণ্ঠেশ্বর, গদাধরেশ্বর, কেদারেশ্বর, রামেশ্বর, বিশ্বেশ্বর

মহালক্ষ্মীর আরাধ্য মহালক্ষ্মীশ্বর, বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের আরাধ্য গরুড়েশ্বর নামে জ্যোতির্লিঙ্গ শিবগুলি যদি মহামহাতীর্থরূপে পৃথিবীতে বিদ্যমান না থাকিত বিষ্ণুর তপস্যার চিহ্ন কাশীর-চক্রতীর্থ মণিকর্ণিকা যদি বিদ্যমান না থাকিত, দুর্ব্বাসারূপী শিব হইতে বিষ্ণু যে স্থানে বর গ্রহণ করিয়াছেন সেই স্থানের নাম বরদানতীর্থ উহা তীর্থরূপে যদি বিদ্যমান না থাকিত বিল্ববৃক্ষের উৎপত্তিগত নাম যদি শ্রীফলবৃক্ষ না হইত বেদে শিব সর্ব্বময় কর্ত্তা-রূপে স্তুত ও নমস্কৃত, বেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণুর ঊর্দ্ধে ললাটে ধ্যেয় না হইতেন যদি বেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রে বিশ্বরূপ পর-ব্রহ্ম বলিয়া স্তুত ও সর্ব্বনমস্কৃত না হইতেন বেদে যদি শিবের নাম ভব, তার, ত্র্যম্বক, বিশ্বরূপ বিরূপাক্ষ পরব্রহ্ম ইত্যাদি না হইত যদি বিষ্ণুর পরমপদ বিদ্যমান না থাকিত।

এই সমস্ত বেদমূলক অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা অতর্কিত ও নিঃসংশয়িত রূপে অবধারিত হইয়া রহিয়াছে, ভগবান বিষ্ণু শিব-ভক্ত শৈব, শিব উপাস্য পরব্রহ্ম, বিষ্ণু তাঁহার উপাসক পরমভক্ত এই অবস্থায় বৈষ্ণবগ্রন্থের লিখিত বেদবিরুদ্ধ অর্থাৎ শিব যে বিষ্ণু ভক্ত বৈষ্ণব ইত্যাদি······কাল্পনিকরচনা অধ্যয়নে শ্রবণে গানে কীর্ত্তনে মহাপাতক যে তাহার আর সন্দেহ নাই ইহাই বেদমূলক তত্ত্ব ও বেদমূলক স্থির মীমাংসা।

তৃতীয় অধ্যায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ও বৈষ্ণবদিগের অন্যান্য গ্রন্থে আদর্শ পাইয়া বর্ত্তমান সময়ে গানে কীর্ত্তনে শিবকে গঠন করিতেছে বিষ্ণুঠাকুরের দাসানুদাস ভক্তানুভক্ত রূপে, কীর্ত্তনে হরপার্ব্বতীর প্রতিমূর্ত্তি রচনা করিয়া বিষ্ণুঠাকুরের পায় দণ্ডবৎ প্রণাম ও হরপার্ব্বতীকে বিষ্ণুর দাসদাসী বলিয়া গান ও স্তুতি পাঠ করাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় ইহাই হইতেছে বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্মোপাসনা ঐ অভিনয়ে মার্কণ্ডেয়ের প্রতি বিষ্ণুর উপদেশ আছে যে হে মার্কণ্ডেয়! পরমায়ু বৃদ্ধির ক্ষমতা মহাদেবের, অতএব তুমি তাঁহার নিকট যাও ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্দে গ্রন্থকার দক্ষযজ্ঞের যে কাহিনী আনিয়াছেন তাহাতে দক্ষকর্ত্তৃক শিবনিন্দায় বিপদ্ ঘটিবে আশঙ্কায় ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে ঐ যজ্ঞে অনুপস্থিত রাখিয়াছেন তৎপর বীরভদ্র ভৈরব কর্ত্তৃক দক্ষের প্রাণদণ্ড হইলে এবং প্রহার যাতনাভিভূত দেবতাও ব্রাহ্মণগণ পলায়নপর হইলে প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবগণসহ মহাদেবের সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া দক্ষের প্রাণদান ও আহত অর্থাৎ উৎপাটিত নেত্র ভগ্ন দণ্ড ব্যক্তিদিগকে নেত্র ও দণ্ড প্রদান করিয়া সুস্থ করিলেন কিন্তু শিবনিন্দাজনিত অপরাধে নিজমুণ্ডের পরিবর্ত্তে দক্ষ পাইলেন ছাগলের মুখ।

পরমায়ু বৃদ্ধি করিবার মৃতব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করিবার চক্ষুহীনকে চক্ষু, দণ্ডহীনকে দণ্ড প্রদান করিবার ক্ষমতা যদি মহাদেবের ভিন্ন অন্য কোনও দেবতার নাই ইহা ঠিক হইল তবে আর

কোন্ ক্ষমতার অভাবে সর্ব্বশক্তিমান হর ও সর্ব্বশক্তিস্বরূপিনী পার্ব্বতী দাসদাসী বিষ্ণুকে দণ্ডবৎ প্রণাম ও তাঁহার স্তবস্তুতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন? বুঝিতে পারিলাম না। অতএব জিজ্ঞাসাকরি বেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রে উপাসকের স্বদেহে ললাটে স্থান শিবের না বিষ্ণুর? হৃদয়ে স্থান বিষ্ণুর না শিবের? শিবের পদতলে বিষ্ণু, না বিষ্ণুর পদতলে শিব? দাস থাকেন পদতলে না ঠাকুর থাকেন পদতলে?

বেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রে যিনি ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম বিশ্বরূপ তাঁহার নাম বিরূপাক্ষ এই বিরূপাক্ষ নাম শিবের না বিষ্ণুর? যিনি সেই পরব্রহ্ম তিনি দাস না যিনি তাহানন তিনি দাস?

যিনি বিশ্বরূপ বেদে তাঁর দিগ্‌বাস না পীতবাস? দিগ্‌বাস শিবের না বিষ্ণুর? দিগম্বর শিব না বিষ্ণু? যিনি বিশ্বরূপ তিনি দাস না যিনি তাহা নন তিনি দাস?—বেদোক্ত সন্ধ্যার-মন্ত্রে স্তুত ও সর্ব্বনমস্কৃত শিব না বিষ্ণু? যিনিস্তুত ও সর্ব্ব নমস্কৃত তিনি দাস? না যিনি সন্ধ্যারমন্ত্রে স্তুত বা নমস্কৃত নন তিনি দাস? যিনি পরাৎপর তিনি দাস? না যিনি তাহা নন তিনি দাস? পরাপরেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ শিব না বিষ্ণু? যিনি চতুর্ব্বেদেশ্বর তিনি দাস? না যিনি তাহা নন তিনি দাস? চতুর্ব্বেদেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ শিব না বিষ্ণু? যিনি ভূর্ভুবেশ্বর তিনি দাস? না যিনি তাহা নন তিনি দাস? ভূর্ভুবেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ শিব না বিষ্ণু? যিনি মহানাদেশ্বর তিনি দাস? না যিনি তাহা নন তিনি দাস? মহানাদেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ শিব না বিষ্ণু? যিনি পিতামহেশ্বর তিনি দাস? না যিনি তাহানন তিনি দাস? পিতামহেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ শিব না বিষ্ণু? যিনি মহাকালেশ্বর তিনি দাস? না যিনি তাহা নন তিনি দাস? মহাকালেশ্বর জ্যোতি-

লিঙ্গ শিব না বিষ্ণু? যিনি হরেশ্বর তিনি দাস না যিনি হরি তিনি দাস? হরেশ্বর নামে জ্যোতির্লিঙ্গ শিব না বিষ্ণু? যিনি গদাধরেশ্বর তিনি দাস? না যিনি গদাধর তিনি দাস? গদাধরেশ্ব জ্যোতির্লিঙ্গ শিব না বিষ্ণু? যিনি শ্রীকণ্ঠেশ্বর তিনি দাস? না যিনি শ্রীকণ্ঠ তিনি দাস? শ্রীকণ্ঠেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ শিব না বিষ্ণু? যিনি মহালক্ষ্মীশ্বর ও সরস্বতীশ্বর তিনি দাস? না যিনি তাহা নন তিনি দাস? সরস্বতীশ্বর ও মহালক্ষ্মীশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ শিব না বিষ্ণু? যিনি গরুড়েশ্বর নামে জ্যোতির্লিঙ্গ তিনি দাস? না যিনি তাহা নন তিনি দাস? যিনি অবিমুক্তেশ্বর তিনি দাস? না যিনি তাহা নন তিনি দাস? অবিমুক্তেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ শিব না বিষ্ণু? যিনি সহস্রাক্ষেশ্বর তিনি দাস? না যিনি তাহা নন তিনি দাস? সহস্রাক্ষেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ শিব না বিষ্ণু? যিনি গন্ধর্ব্বেশ্বর তিনি দাস? না যিনি তাহা নন তিনি দাস? গন্ধর্ব্বেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ শিব না বিষ্ণু? যিনি অন্তকেশ্বর তিনি দাস? না যিনি তাহা নন তিনি দাস? অন্তকেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ শিব না বিষ্ণু? যিনি রামেশ্বর, ওঁকারেশ্বর, জ্যোতিরীশ্বর, বিশ্বেশ্বর তিনি দাস? না যিনি তাহা নন তিনি দাস? যিনি অমরেশ্বর তিনি দাস? না যিনি তাহা নন তিনি দাস? অমরেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ শিব? না বিষ্ণু? যিনি বুধেশ্বর, শুক্রেশ্বর, কুবেরেশ্বর, বরুণেশ্বর, বৃহস্পতীশ্বর, মঙ্গলেশ্বর, সোমেশ্বর, অনন্তেশ্বর, কাত্যায়নেশ্বর, মহাযজ্ঞেশ্বর, মণ্ডলেশ্বর, মহাব্রতেশ্বর, মহাযোগীশ্বর, তিনি দাস? না যিনি তাহা নন তিনি দাস? ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্নরূপে জ্যোতির্লিঙ্গ শিব? না বিষ্ণু?

দক্ষ মুখে মুখে শিব নিন্দা করিয়াছিল কিন্তু ঐরূপ অভিনয় করিয়াছিলনা। মুখে মুখে যে নিন্দা করিয়াছিল ; সেই পাতকেই

তাহার মুখ হইয়াছিল ছাগলের ; কিন্তু ঐ অভিনয়ের পাতুক তদপেক্ষাও গুরুতর, যদি শিব নিন্দায় মহাপাপ না হইবে তবে ভাগবতে দক্ষযজ্ঞে ব্রহ্মা বিষ্ণু অনুপস্থিত ছিলেন কেন ? যদি তাহাই না হইবে তবে ভাগবতে বিষ্ণু কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞের পুনরুদ্ধার হইল দক্ষের ছাগলের মুখপরিবর্ত্ত হইলনা কেন ? অন্য কোনও প্রমাণ অনুসন্ধান না করিয়া কেবল ভাগবতের কথা লইয়া সমালোচনা করিলেও দেখাযায় ভাগবতকার শ্রীমদ্ভাগবতে দক্ষযজ্ঞও সমুদ্রমন্থনের যে কাহিনী আনিয়াছেন তাহাতে হর পার্ব্বতী বিষ্ণুর দাস দাসীর ন্যায় শক্তিহীন হওয়া সুরাস্তাং কার্য্যগত অনন্তকোটি বিষ্ণুর ক্ষমতা তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মানব জগতে শক্তির (১) পূজা দেবতা হইতেই বাহির হইয়াছে কিনা ? যদি ইহা অস্বীকার করা হয় তবে জিজ্ঞাসা করি ভাগবতে বর্ণিত সমুদ্র মন্থনে যে বিষ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা স্তব স্তুতি করিয়া মহাদেবকে উৎসর্গ করা হইলকেন ? দক্ষের প্রাণ দানের জন্য মহাদেবের অর্চ্চনা করা হইল কেন ? প্রথমে মহাদেবের যজ্ঞ ভাগ রহিত করিয়া পরে অর্চ্চনা করিয়া উত্তম ভাগইবা কল্পনা করা হইল কেন ? তবেই স্বীকার করিতে হইল দেবতা হইতেই মানব জগতে শক্তি পূজার আদর্শ আনিয়াছে।

মহাদেবের যদি কোনও ক্ষমতার অভাব হইয়াছিল তবে মহাদেব সমুদ্রমন্থন উৎপন্নবিষ পান করিয়া যখন সর্ব্বাধিকারী হইয়া ছিলেন তখন সেই মন্থনোৎপন্ন অমৃত প্রভৃতি অমূল্য বস্তু সমস্ত ত্যাগ করিলেন কেন ? তবেই মানিতে হইল তিনি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর পরব্রহ্ম তাহার সমস্তই আঁছে অথবা কিছুরই দরকার নাই।

---

(১) শক্তি, ক্ষমতা, সামর্থ্য, বল।

বিষ্ণু অসুরদিগের সংগ্রামের পূর্ব্বে অমরতার আবশ্যক বিবেচনা করিয়া অমৃত উৎপাদন জন্য ক্ষীরনিধি মন্থন করিয়া দেবগণ সহ অমৃত পান করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহারা নিয়াছিলেন।

যে হলাহল বিষ দ্বারা মন্থনকারী দেবগণ অসুরগণ সহ সমস্ত জগৎ ধ্বংস হওয়ার কারণ হইয়াছিল তাহাই গ্রহণ করিয়া দেবদেব মহাদেব সমস্তকে রক্ষা করিয়া ছিলেন যাঁহার সৃষ্টি তাহারই তাহা রক্ষাকরা উচিত সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তাহাই করিয়াছিলেন। ইহা আমার কথা নহে ভাগবতের কথা আমার কথা কেবল ইহাই ভাগবতে যাহাঁর কার্য্যগত অনন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে ভাগবৎকার যাহা পারেন নাই গোপন করিতে তাহা হইতেছে উপেক্ষিত অথচ ঐ ভাগবতকার অকারণ যে যে স্থানে মহাদেবকে বিষ্ণুর দাস বৈষ্ণব, পশু পক্ষীর তুল্য ইত্যাদি স্বার্থমূলে রচনা করিয়াছেন তাহাই ধুয়াধরিয়া পাপে ডুবিতেছেন কেন? ভাগবতে যে কথা কার্য্য কারণে জড়িত সেই কথা উপেক্ষা করিয়া যে কথা স্বার্থ মূলে লিখিত অনেকে তাহাই মানিয়া চলিতেছেন ইহা হইতেছে ধর্ম্ম না অধর্ম্ম? হরপার্ব্বতীযে বিষ্ণুর দাসদাসী ইহা বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, ন্যায় যুক্তি সমস্ত প্রমাণের বিরুদ্ধ তথাপি কি বলিতে হইবে যে ঐ উক্তি মিথ্যা নহে ইহাই হইতেছে ধর্ম্মমূলক কর্ম্ম।

যে শিবের প্রসাদে জালন্ধর অসুরের বন্ধন পাশ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মুক্তিলাভ করিয়াছেন যে শিবের প্রসাদে ত্রিপুরাসুরের শাসনাধীন হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি অব্যাহতি পাইয়াছেন যে শিবের প্রসাদে ভগবান বিষ্ণু সুদর্শন চক্র প্রাপ্ত করিয়াছেন এবং জগৎব্যাপ্ত ও সর্ব্বভূতের প্রিয়তম হই-

য়াছেন সেই শিবের নমস্য বিষ্ণু হইলেন কোন্ কারণে বা কোন্ প্রমাণে ?

যে জগন্মাতা জগদম্বিকার আরাধনা ও অর্চ্চনা করিয়া দুর্গাসুরের ও শুম্ভ নিশুম্ভেরও রক্তবীজের ও মহিষাসুরের নিদারুণ অত্যাচার হইতে ইন্দ্রাদি দেবগণ সহ ব্রহ্মা বিষ্ণু পরিত্রাণ পাইয়াছেন কলির মাহাত্ম্যে আজ সেই বিষ্ণুর দাসী জগন্মাতা জগদম্বিকা ? এইরূপ গর্হিত পাপময় অভিনয়ের ভক্তি ভগবান বিষ্ণু গ্রহণ করিবেন দূরেরকথা এই পাপ হইতে পরিত্রাণের আর উপায় নাই। ব্রহ্ম ইত্যাদি পাপ পুণ্য কর্ম্মদ্বারা তিরোহিত হইয়াথাকে কিন্তু জগৎপিতা জগন্মাতা বিষ্ণুর দাস দাসী এইরূপ বেদ বিরুদ্ধ স্তব স্তুতি ও কাল্পনিক অভিনয়ের পাপ কোন কর্ম্মদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হওয়ার ব্যবস্থা শাস্ত্রে নাই।

পুত্রের পায় পিতায় নমস্কার যদি ধর্ম্মমূলক হইত পুত্রের নিকট দাসদাসী রূপে পিতা মাতার স্তব স্তুতি যদি ধর্ম্মানুমোদিত হইত তবেও বিষ্ণুর পায় জগৎপিতা ও জগন্মাতার নমস্কার এবং দাস দাসী রূপে স্তব স্তুতির অভিনয় অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতাম যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টির পালন ও পোষণ হইতেছে যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি ধ্বংস হইয়াথাকে, সেই ইচ্ছার অধিকারী শিব, না বিষ্ণু ? যে জীবজগৎ পঞ্চভূতাত্মক, সেই পঞ্চভূতের অধীশ্বর বা কর্ত্তা ভূতনাথ, শিব না বিষ্ণু ? অষ্ট মূর্ত্তির অর্থাৎ পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য ও যজ্ঞেশ্বরের পূজা শিবের না বিষ্ণুর ? সমস্ত দেবের সমস্ত জীবের সঙ্গে পিতা-পুত্র সম্বন্ধ শিবের না বিষ্ণুর ?

যে অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম হইতে পৃথিবী জল, আকাশ, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিবা, রাত্রি, মাস, পক্ষ, ইত্যাদি বহির্গত

হইয়াছে আবার যাহাতে লয়প্রাপ্ত হইবে, সেই পরব্রহ্ম কি শিব না বিষ্ণু? যাঁহার প্রসাদে প্রাণী জন্ম মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে, বেদে সেই মোক্ষদাতার নাম হইয়াছে "অবসান্য," এই "অবসান্য" নাম শিবের না বিষ্ণুর? যিনি সংসার বন্ধন হইতে ত্রাণ করেন, বেদে সেই ত্রাতার নাম হইয়াছে 'তার', এই তার নাম শিবের না বিষ্ণুর? বিশ্বনাথ, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, বিশ্বাত্মাও তারকনাথ নাম শিবের না বিষ্ণুর? বেদে বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির কারণ শিব না বিষ্ণু? জগতের পালন পোষণের অধিকার শিবের না বিষ্ণুর? যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে, বেদে তাহার নাম 'ভব' এই "ভব" নাম শিবের না বিষ্ণুর? যিনি বৃষ্ট্যাদিদ্বারা জগৎ পালন করেন বেদে তাঁহার নাম হইয়াছে 'বিচিম্বৎক' এই "বিচিম্বৎক" নাম শিবের, না বিষ্ণুর? যে পঞ্চবস্তু দ্বারা জীবের সৃষ্টি হয়, সেই পঞ্চবস্তু শিবের, না বিষ্ণুর? যে কর্ম্মদ্বারা জীবের পালন হয়, সেই কর্ম্মকর্ত্তা শিব না বিষ্ণু? বেদে জগৎপিতা জগদাত্মা শিব না বিষ্ণু? যে সমস্ত বস্তুদ্বারা জগতের সৃজন, পালন ও পোষণ হয় এবং যদ্দ্বারা জগৎ সংহার করাহয়, সেই সমস্ত বস্তু শিবের না বিষ্ণুর? সেই চতুর্ব্বিধ কর্ম্মকর্ত্তা শিব না বিষ্ণু! সেই কর্ম্ম, কর্ত্তা, ও কারণের কারণ শিব না বিষ্ণু! তবে সেই বিষ্ণুর নিকট জগৎপিতা ও জগন্মাতার দাসদাসী রূপে স্তব স্তুতি ও তাঁহার পায়ে দণ্ডবৎ প্রণামের ব্যবস্থা বাহির হইয়াছে কোন বেদ হইতে?

বেদে যজ্ঞসূত্রধারী নাগযজ্ঞোপবীতধারী শিব না বিষ্ণু? বেদে উপবীতী নাম শিবের না বিষ্ণুর? অনুপবীতী শিব না বিষ্ণু? তবে অনুপবীতীর পায়ে উপবীতীর প্রণাম ও অনুপবীতীর দাস উপবীতী হিন্দুর কোন শাস্ত্রঅনুমোদিত?

ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞসূত্রের আদর্শ পাইয়াছেন পরব্রহ্ম হইতে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পাইয়াছেন ব্রাহ্মণ হইতে। এই কারণে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যজ্ঞসূত্র প্রদানকারী আদর্শ ব্রাহ্মণ।

এই কারণে পূর্ব্বের ঋষিরা উপাসনা দ্বারা সেই পরব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মতেজ লাভ করিয়া ভগবান বিষ্ণুর ও নমস্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মতেজ বিশ্বামিত্র ব্যতীত অন্য কোনও ক্ষত্রিয় লাভ করিতে পারেন নাই। বিশ্বামিত্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া সেই ক্ষমতায় পঁহুছিয়াছিলেন। সেই পরব্রহ্ম শিব, না বিষ্ণু?

যিনি ত্রিলোক পালক ত্রিলোকের পিতা, ও জন্ম মৃত্যু বন্ধন হইতে পরিত্রাণ করেন, বেদে তাঁহার নাম ত্র্যম্বক এই ত্র্যম্বক নাম শিবের না বিষ্ণুর? বেদোক্ত প্রণবের নাম ওঁকার সেই ওঁকারের ঈশ্বর ওঁকারনাথ শিব না বিষ্ণু?

যদি ওঁকারের ঈশ্বর শিব বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে ওঁকারস্থ ব্রহ্মা বিষ্ণুর ঈশ্বর শিব বলিয়া স্বীকার করা হয় না কেন?

এই সম্বন্ধে আমি আর বিশেষ কিছু বলিতে চাই না; যোগ বাশিষ্ট রামায়ণের বৈরাগ্য প্রকরণের প্রথমেই যে কথা আছে পাঠকের দৃষ্ট্যর্থে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল।

যোগবাশিষ্ট রামায়ণ

বৈরাগ্যপ্রকরণের প্রথম।

পৃথিবী জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি ভূত সকল যে অদ্বিতীয় পুরুষ হইতে সৃষ্ট হইয়া যাঁহার সত্তাবলম্বন পূর্ব্বক সত্ত্ববৎ প্রতীয়মান হইতেছে, স্থিতিকালে যাঁহার সত্তা আশ্রয় করতঃ অবস্থিতি করিয়া থাকে এবং প্রলয় কালে যাঁহার সত্তা মাত্রের পরিশেষ দ্বারা যাহাতে বিলীন হয় যিনি জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য

এবং কর্ত্তা হেতু ও ক্রিয়া এই ত্রিবিধ সৃষ্টির কারণ এবং যাঁহার আনন্দকণা জীবগণের জীবন স্বরূপে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল প্রভৃতি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে সেই সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে নমস্কার। সেই পরব্রহ্ম মহাদেব না বিষ্ণু?

অনেকের বিশ্বাস এই যে বিষ্ণুর পূজা করিলেই সমস্ত দেবতার পূজা করা হয়, কথা ঠিক; কিন্তু ইহার অর্থ এমন নয় যে বিষ্ণু তাহার পরম পদের প্রাধান্য রক্ষার্থ আপনার ঈশ্বর ও উপাস্য দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের নমস্কার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। যাহাহউক প্রকৃত কথাটা আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব বেদোক্ত 'ভর্ব' (উৎপাদক বা স্রষ্টা) নাম দ্বারা এই সমস্ত জগৎ শৈবক্ষেত্র। এই জগৎ সুশৃঙ্খলে রক্ষা করিবার জন্য মহাদেব বিষ্ণুকে পরম পদ প্রদান করিয়া, তাঁহাকেই রক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সেই পরমপদের সম্মান রক্ষা করিলে পদ প্রদাতা সর্ব্বদেবময় ভগবান ভবানীপতি সন্তুষ্ট না হইবেন কেন? পার্থিব জগতেও এই নিয়ম নিয়ত চলিতেছে, যিনি আমাদের রাজ রাজেশ্বরী, যাঁহার রাজ্যে সূর্য্য অস্তমিত হয় না, প্রবল প্রতাপান্বিতা মাতৃস্বরূপা সেই ইংলণ্ডেশ্বরীর পূজা করিবার জন্য আমরা কয়জনে আয়োজন করিয়া থাকি? কয়জনে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চাই? কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরলের পরম পদের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অনেকে যত্নবান্। ইহাতেই কি পক্ষান্তরে সেই ভারতেশ্বরীর পূজা করা হয় না? ইহাতেই কি তিনি আমাদিগকে অনুগ্রহ অভিলাষী মনে করেন না? কেহ গবর্ণরের সম্মান করিতে গিয়া যদি ভারতেশ্বরীকে অবজ্ঞা করে, তবে যেমন সে গবর্ণর জেনেরলের নিকট অনুগ্রহের পরি

বর্ত্তে নিগ্রহই ভোগ করিয়া থাকে, সেইরূপ বিষ্ণুরও সম্মানার্থ তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিবার নিমিত্ত মহাদেবকে অবজ্ঞা করিলে বিষ্ণুর নিকট তাঁহাকে অনন্ত যন্ত্রণাই লাভ করিতে হইবে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া কখনও তাহার পাদপদ্মে স্থানদান করিবেন না। গানে কীর্ত্তনে ঋষিগণের হাতে গলায় তুলসী কাষ্ঠের মালা ও কপালে তিলক পরাইয়া, বৈষ্ণব সাজাইয়া এবং চণ্ডালগণের গলায় রুদ্রাক্ষমালা কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা ও শঙ্খ ঘণ্টা হাতে দিয়া কালীপূজার পূজক সাজাইয়া যে অভিনয় করা হয় তদ্বারা সাধারণকে দেখাইয়া দেওয়া হইতেছে পূর্ব্বের ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণব-ছিলেন, কালীপূজা ও শিব পূজার পূজক ছিল চণ্ডালেরা; কালী-পূজা শিব পূজা করিত চণ্ডালেরা। তাই জিজ্ঞাসা করি যে, সমস্ত ভদ্রলোক বড় লোকের পূর্ব্বপুরুষের স্থাপিত মঠে ও মন্দিরে কালী এবং শিব আছেন, এই সকলক্রিয়াদ্বারা তাঁহারা বা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা সকলেই চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না? কালীর যে একান্ন পীঠ পৃথিবীতে মহাতীর্থরূপে আদিম বৈদিক কাল হইতে বিদ্যমান আছেন সেই পীঠ শক্তি পূজক পাণ্ডারা ঐ পূজা করিয়া সকলেই চণ্ডালত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন কি না?

যাঁহারা ঐ সমস্ত তীর্থে যাইয়া শক্তিরূপিণী জগজ্জননীর পূজা করিয়া আসিয়াছেন, তাহারা চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না? শৈব শাক্তের গুরু মহাত্মারা ও শৈব শাক্ত ভদ্রলোকেরা নিয়ত শিবশক্তির অর্চ্চনা করিয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্তহইয়াছেন কি না? যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে সেই সমস্ত ভদ্রলোক বড়লোক ও তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কালীপূজক পাণ্ডা ও শৈব শাক্তের গুরু ও শৈব শাক্ত সম্প্রাদায়কে ঐরূপ অভিনয় দ্বারা গালাগালি করা হয় কেন?

যাত্রাগান রচয়িতা—গণ বিবেচনা করিয়াছেন বৈষ্ণবধর্ম্মের গুরুগিরিতে যেমন শূদ্রাদি নীচবর্ণের অধিকার ও গুরুত্বের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে শৈব শাক্ত ধর্ম্মেও সেইরূপ,ইহা তাহাদের ভ্রম; কেননা বেদের গুরুগিরিতে যেমন ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোনও বর্ণের অধিকার নাই সেইরূপ বেদোক্ত শৈব শাক্ত ধর্ম্মের গুরুগিরিতে ও ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য কোনওবর্ণের অধিকার ও ব্যবহারনাই।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের গুরুগিরির অন্ত্য জাতি শিষ্য ও অন্ত্য জাতির গুরুত্বের অধিকার ও ব্যবহার আছে শৈব শাক্ত ধর্ম্মে তাহা নাই। এমন কি শৈব শাক্তের গুরুগিরির অনেক মহাত্মা এরূপ আছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনও বর্ণের লোককে শৈবশাক্ত-মন্ত্রে দীক্ষিত করেন না, অথচ সেই গুরুগিরির অনেক মহাত্মারা এরূপও আছেন ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাদি ভদ্র লোকদিগকে শৈবশাক্ত মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিয়া শিষ্য করিয়া থাকেন; কিন্তু কোন অন্ত্য জাতি শৈব শাক্তের কোনও গুরুর শিষ্য নাই, তাঁহারা কোন কালেও কোন অন্ত্য জাতিকে শিষ্য করেন নাই। শৈব-শাক্তের গুরুগিরির কোন মহাত্মার এমন ব্যবস্থা ও ব্যবহার নাই যে, তাঁহারা অন্ত্য জাতিকে শিষ্য করিতে পারেন,বরং তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন যে অন্ত্য জাতিকে শিষ্য করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হন। এই অবস্থায় পৃথিবীর যত চণ্ডাল সমস্তেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত একজনও শৈবশাক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারে নাই। পৃথিবীর যত ব্রাহ্মণাদি হিন্দু ভদ্র লোক সমস্তেই শৈব শাক্ত ছিল।

পৃথিবীর অনন্তকোটি শিবশক্তির মূর্ত্তিও তাহার প্রমাণ, বর্ত্ত-মান সময়ে কদাচিৎও শিবশক্তির মূর্ত্তি স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় না, যাহা বিদ্যমান আছে, সেই সমস্তই সত্য, ত্রেতা দ্বাপর ও

উপস্থিত কলিযুগের আদিম কালের। তাই জিজ্ঞাসা করি ইহার কোনটী কোন্ চণ্ডালের প্রতিষ্ঠিত? পৃথিবীর সেই অনন্ত কোটি শিবশক্তির প্রতিমূর্ত্তি সকলই যদি হিন্দু ভদ্রলোক ও বড় লোক-দিগের প্রতিষ্ঠিত, একটীও যদি কোন ও চণ্ডালপ্রতিষ্ঠিত নহে; তবে শিব ও কালীপূজার অধিকার ছিল চণ্ডালদের ইহা বলিব হিন্দুর কোন শাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুসারে?

(হিন্দুমতে) শোধন ভিন্ন একটী রুদ্রাক্ষও হিন্দুর ধারণের ব্যবস্থা নাই। কেবল ত্রিসন্ধ্যান্বিত ব্রাহ্মণই উহা শোধন করি-বার অধিকারী কিন্তু তিনিও উহা শোধন করিয়া যজমান ও শিষ্য ভিন্ন দিতেও পারেন না কোন চণ্ডালকে। এই অবস্থায় চণ্ডালের রুদ্রাক্ষ ধারণের ব্যবস্থা হিন্দুর কোন্ শাস্ত্রানুমোদিত? পূর্ব্বের ব্রাহ্মণেরাই রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতে নৈমিষা-রণ্য বৈষ্ণব ক্ষেত্র ও সেই বনস্থ ঋষিরা বৈষ্ণব বলিয়া ঐ ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। উহা গ্রন্থকারের স্বার্থ মূলক কল্পনা কি না বি-চার করিয়া দেখা আবশ্যক।

• বেদে শিবের এক নাম 'ভব' অর্থাৎ যাহা হইতে সমস্ত উৎ-পন্ন হইয়াছে, যিনি স্রষ্টা শিবের অষ্টমূর্ত্তির এক মূর্ত্তি ক্ষিতি, এই উভয়বিধ কারণে সমস্ত জগৎ শৈব ক্ষেত্র। তিল প্রমাণ স্থানও উভয়বিধ সত্যের বহির্ভূত নহে, বিশেষত নৈমিষারণ্যে দেবদেব নামে জ্যোতির্লিঙ্গশিব মহাতীর্থরূপে বিরাজমান আছেন সুতরাং সমস্ত কারণে নৈমিষারণ্য শৈবক্ষেত্র মনুষ্যের উত্তমাঙ্গ (সর্ব্ববাদি সম্মত) ললাট। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ত্রিবর্ণের ললাটে উপাস্য দেবদেব মহাদেব, সেই "শিব" সেই "ভব"। ইহাতে বেদোক্ত প্রমাণে ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ শৈব। ভাগবতকার যে দ্বাদশবর্ষ ব্যাপি-যজ্ঞের কথা ভাগবতে তুলিয়াছেন, কিন্তু অগ্নি হইতেছেন সমস্ত

যজ্ঞের মূল দেবতা। সেই অগ্নি শিবের অষ্ট মূর্ত্তির তৃতীয় মূর্ত্তি। সুতরাং পূর্ব্বের সাগ্নিক ঋষিগণ ছিলেন আদত শৈব। তাহার বিশুদ্ধ প্রমাণ অগস্ত্যেশ্বর, বিশ্বামিত্রেশ্বর, কপিলেশ্বর, জৈগীষব্যেশ্বর, মার্কণ্ডেশ্বর জামদগ্ন্যেশ্বর, পৌলস্ত্যেশ্বর সপ্তর্ষির প্রতিষ্ঠিত বশিষ্ঠেশ্বর, মরীচীশ্বর, অত্রীশ্বর, পুলস্ত্যেশ্বর,, পুলহেশ্বর, ক্রতেশ্বর, অঙ্গিরসেশ্বর। রাজর্ষিদিগের প্রতিষ্ঠিত জনকেশ্বর হরিশ্চণ্ডেশ্বর, ভগীরথেশ্বর ও নলেশ্বর ইত্যাদি পৃথিবীর অনন্ত কোটি শিবলিঙ্গ অনন্তকোটি হিন্দুর প্রতিষ্ঠিত বিশেষতঃ ভাগবত যে মহাত্মা ব্যাস দেবের নামে বিখ্যাত তাঁহার তপস্যার স্থান ব্যাস কাশীতে ব্যাসেশ্বর নামে শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং ব্যাস ছিলেন শৈব কিন্তু সৌনকাদি ঋষিরা বৈষ্ণব হইলেন কোনপ্রমাণে ? ভাগবতকারের বেদ বিরুদ্ধ স্বার্থমূলক রচনা দৃষ্টে ব্রাহ্মণকে বৈষ্ণব বলিয়া মনেকরা নিতান্ত অন্যায়।

ব্রাহ্মণের বৈষ্ণব ধর্ম্ম যদি সঙ্গত তবে যে ব্রাহ্মণ বেদোক্ত ক্রিয়াদি পরিত্যাগ করিয়া ষোলআনা বৈষ্ণব হইয়া আখ্‌রায় বসিয়াছেন তাহার মতে তিনি অবশ্যই পবিত্র ব্রাহ্মণ, তবে সেই বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধ তর্পণ দোল জন্মাষ্টমী অনন্ত ব্রত ও সত্যনারায়ণ পূজাদির যজনকার্য্য করান হয়না কেন ? কালীপূজা শিবপূজাই যেন চণ্ডালের কর্ম্ম ; কিন্তু ঐ সমস্ত কার্য্য সেই বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদ্বারা করান হয় না কেন? তবেই কাজে কাজে মানিয়া লইতেছেন ব্রাহ্মণের বৈষ্ণব ধর্ম্ম বেদবিরুদ্ধ। তবে মুখে মুখে ধর্ম্মের উপর আক্রমণ করা মহাপাতক কি না ? মহাভারতে পাওয়াযায়—বাসুদেব ভীম অর্জ্জুন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা রক্তচন্দনের ফোঁটা করিতেন শিবশক্তির উপাসনা করিতেন।

মহাভারতে নারদ ঋষিকে পাওয়াযায় বিষ্ণুর সুহৃদরূপে যোগ বাশিষ্ট রামায়ণে পাওয়াযায় নারদাদি পূর্ব্বের ঋষিদিগকে শৈব শাক্ত রূপে বেদে যাহা প্রকাশ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ব্রাহ্মণেরা গৃহে থাকিয়া বেদোক্ত কর্ম্মে ব্রতী থাকিয়া বিষ্ণু পূজা করিতে ও বিষ্ণুভক্ত হইতে পারেন, কিন্তু বেদোক্ত ক্রিয়াদি পরিত্যাগ করিয়া ষোলআনা রকমে বৈষ্ণব হইলে তিনি পতিত, নারদাদি ঋষিরা যে তুলসীকাষ্ঠের মালা ব্যবহার করিতেন না, প্রমাণ জন্য যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বৈরাগ্য প্রকরণের ত্রয়স্ত্রিংশত্তম সর্গ উদ্ধৃত হইল।

রামচন্দ্রের বৈরাগ্য সভায় সমাগত মহর্ষি নারদ মহর্ষি বেদ ব্যাস মহর্ষি অঙ্গিরা মহর্ষি পুলস্ত্য মহর্ষি চ্যবন উদ্যালক উশীর ষরলোমা প্রভৃতি কতকগুলি নক্ষত্র পুঞ্জের ন্যায় কতকগুলি সূর্য্য-সমূহের ন্যায় কতকগুলি কৌমুদী মালার ন্যায় কতকগুলি রত্নরাজি-সদৃশ এবং কতকগুলি মুক্তামালার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। তাহাদের মধ্যে কাহারও হস্তে বেনুদণ্ড কাহারও হস্তে ক্রিয়াপদ্ম কাহারও বাশিখাগ্রে দূর্ব্বাঙ্কুর পরিশোভিত রহিয়াছে। কেহ স্ফটিকের মালা কেহ রুদ্রাক্ষমালা কেহবা মল্লিমালা ধারণ করিয়াছেন।

বৈদিক কালে কোনও ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ছিলেন না সুতরাং বৈদিক কালের কোনও ব্রাহ্মণের তুলসী কাষ্ঠের মালা ব্যবহার ছিল না। ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবধর্ম্ম বেদে নাই গৃহে থাকিয়া পঞ্চ-উপাসনাই করিতে পারেন; কিন্তু যদি কোনও ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবহন আহ্লাহইলে বেদোক্ত কোনও কর্ম্মে তাহার অধিকার থাকেনা সুতরাং কোনও ব্রাহ্মণই ষোলআনা রকমের বৈষ্ণব নহেন।

তুলসীর পত্রে মাহাত্ম্য কাষ্ঠে নহে, বিশেষতঃ তুলসী কাষ্ঠের মালা ধারণ করিলে ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে তুলসী হত্যার পাপ

গ্রহণ করিতে হয়। এইকারণে ব্রাহ্মণেরা উহা ধারণ করিতে পারেন না এবিষয়ে পুরাণে ভগবান বিষ্ণুর নিষেধ ও তুলসী পত্রের মালা ধারণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের বৈষ্ণব ধর্ম্ম বেদ বিরুদ্ধ কেন? আমি এসম্বন্ধে আর একটী মাত্র কথা বলিয়া এ অধ্যায় শেষ করিব।

আমরা দেখিতেছি যে জগতে ভূতভাবন ভবানীপতি জগৎ-পিতা জগৎকর্ত্তা নামে পূজিত সেই জগতে বিশ্বরক্ষক বিষ্ণু দীন-বন্ধু জগদ্বন্ধু নামে অর্চ্চিত। সুতরাং জীবের সঙ্গে মহাদেবের যেমন জন্য জনক সম্বন্ধ বিষ্ণুর সঙ্গে সেইরূপ বন্ধুভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাই বেদোক্ত ত্রিসন্ধ্যায় কর্ত্তারূপী শিবের স্থান উপাসকের সর্ব্বাঙ্গ শ্রেষ্ঠ ললাটে ও বিশ্ববন্ধু বিষ্ণুর স্থান বন্ধুত্বের আধার হৃদয়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি কোনও ব্রাহ্মণ উপাসক মহাদেবের স্থানে বিষ্ণুকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া উপাসনা করিতে চান, তবে তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই বেদোক্ত সন্ধ্যা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু বেদোক্ত সন্ধ্যা পরিত্যাগ করিলে ব্রাহ্মণ-কে যে পতিত হইতে হয় এবং বেদোক্ত কোনও কর্ম্মে অধিকার থাকে না ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং দেখাযাইতেছে ব্রাহ্ম-ণের বৈষ্ণবধর্ম্ম বেদ বিরুদ্ধ এইকারণে পূর্ব্বের ঋষিরা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না।

চতুর্থ অধ্যায়।

সাকার উপাসনা প্রতিমাপূজা বেদে নাই বলিয়া বিচার ও সমালোচনা বাহির হইয়াছে। যাঁহারা সাকার উপাসনা ও প্রতিমা পূজা করিতেছেন উক্ত প্রকার বিচার ও সমালোচনা দ্বারা তাঁহাদের মনে গুরুতর সন্দেহের কারণ হইতে পারে, সুতরাং হিন্দুদিগের কর্ত্তব্য এইযে ধর্ম্মসম্বন্ধে ঐরূপ বিচার ও সমালোচনার প্রতি কোনরূপ নির্ভর না করিয়া উহা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে কিনা একটু চিন্তা করিয়া দেখা।

সাকার উপাসনা ও প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে তাঁহারা বেদ হইতে যে ৩।৪টী প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দলিল করিয়াছেন সে কয়টী এস্থানে উদ্ধৃত হইল।

১। যোন্যাং দেবতা মুপাস্তে নসঃ বেদঃ যথা পশুরেব সঃ দেবানাম্

শতপথ ব্রাহ্মণ।

২। অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি যোহ সংভূতি মপাসতে ততোভুয় ইবতে যউ সং ভূত্যাগুঁ রতাঃ

যজুঃ অং৪০ অং ৯।

৩। নতস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহৎ যশঃ

ঋগ্বেদ।

৪। সপর্য্য গোচ্ছুক্রম কায়ম ব্রণ মস্নাবির গুঁ শুদ্ধম পাপবিদ্ধম কবির্মনীষি পরিভুঃ স্বয়ং ভূর্য্যাথা তথ্যতোঽর্থান্ ইত্যাদি

যজুর্ব্বেদ।

উল্লিখিত প্রমাণ চারিটী হিন্দু দিগের পক্ষে দলিলরূপে গৃহীত

হইতে পারে কি না? আর্য্যঋষিগণ ঐ কয়টী বচনের ব্যবস্থা ব্যবহারে আনিয়াছেন কিনা তাহাই দেখা আবশ্যক, কেননা যাহা বেদে ও ব্যবহারে আছে তাহাই খাটি জিনিস, যাহা বেদে আছে কিন্তু ব্যবহারে নাই তাহা গুপ্ত সুতরাং অসার অকর্ম্মণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেমন কোন গৃহস্বামী স্বীয় ব্যবহারের জিনিস দেখিলেই আপনার বলিয়া জানিতে পারে—অকর্ম্মণ্য অব্যবহার্য্য জিনিস দেখিলেও চিনিতে পারেনা হিন্দুদিগের পক্ষে উল্লিখিত বচন কয়টী সেইরূপে বুঝিতে হইবে। যাহাহউক এসম্বন্ধে বিচারের পূর্ব্বে একটী কথা বলা আবশ্যক যে যদি সাকার উপাসনা বেদে না থাকে তবে প্রতিমা পূজাও বেদ বিরুদ্ধ। যদি বেদে সাকার উপাসনার অস্তিত্ব থাকে তবে প্রতিমা পূজারও আছে, কেননা মূর্ত্তি থাকিলেই তাহার প্রতিমূর্ত্তিও থাকিবে সুতরাং সাকার উপাসনা থাকিলেই প্রতিমা পূজা আছে। বিশেষতঃ উপরের লিখিত দ্বিতীয় দলিল হইতেছে বেদ রহস্য ঈশোপনিষৎ অন্তর্গত নবম শ্লোক সংগ্রহকার বাবু সীতানাথদত্তকৃত গ্রন্থ; যাহা সুপ্রসিদ্ধ বেদাচার্য্য পণ্ডিতপ্রবর সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়দ্বারা সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, সেই গ্রন্থে যেরূপে ঐ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, পাঠক দিগের দৃষ্ট্যর্থে এখানে মূল ও বঙ্গানুবাদ ও তাহার মীমাংসা উদ্ধৃত করিলাম যথা।

২। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহ বিদ্যা মুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো যউ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ।

যাহারা কেবল কর্ম্মের অনুসরণ করে তাহারা অজ্ঞানরূপ গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে; যাহারা কেবল দেবতা জ্ঞানে রত তাহারা তদপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে॥৯॥

অন্য দেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্য দেবাহুর বিদ্যয়া।

ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০ ॥

জ্ঞানীরা দেবতা জ্ঞানে ও কর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ ফল কহিয়াছেন। যাঁহারা আমাদিগের নিকট ইহা (অর্থাৎ দেবতাজ্ঞান ও কর্ম্মতত্ত্ব) ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই জ্ঞানীদিগের মুখ হইতে আমরা এরূপ শুনিয়াছি ॥১০॥ ইহা দ্বারা অর্থাৎ উপরের ৯। ১০ শ্লোকের তাৎপর্য্য এইযে কেবল দেবতা জ্ঞান অথবা কেবল কর্ম্মদ্বারা ফল হয় না যাঁহারা দেবতার্চ্চনা ও যজ্ঞ কার্য্য একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় বিবেচনায় দেবতা অর্চ্চনা ও যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করেন তাহারাই অমৃতত্ত্ব লাভ করিতে পারেন; ইহার পরিষ্কার মীমাংসা হইতেছে অতঃপর ১১শ্লোক।

বিদ্যাঞ্চা বিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদো ভয়ং সহ।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া মৃত মশ্নুতে ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যে কেহ দেবতা জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়কে একত্র (অর্থাৎ একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় বলিয়া) জানে সে কর্ম্ম দ্বারা মৃত্যু (অর্থাৎ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্ম) হইতে মুক্ত হইয়া দেবতা জ্ঞান দ্বারা দেবত্ব লাভ করে। ১১ ॥

অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি যেহ সম্ভুতি মুপাসতে।

ততোভুয় ইবতে তমো যউ সম্ভুত্যাং রতাঃ। ১২ ॥

যাহারা (কেবল অবিদ্যা রূপিণী) প্রকৃতির উপাসনা করে তাহারা গভীর অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করে; আর যাহারা কেবল কার্য্য ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভে অনুরক্ত তাহারা তদপেক্ষা ও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে ॥ ১২ ॥

অন্য দেবাহুঃ সম্ভবাদন্য দাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরানাং যেনস্ত দ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥

জ্ঞানীরা কার্য্যব্রহ্ম ও প্রকৃতির উপাসনার পৃথক্ পৃথক্ ফল কহিয়াছেন (অর্থাৎ কার্য্যব্রহ্ম উপাসনার ফল অনিমাদি ঐশ্বর্য্য-লাভ এবং প্রকৃতির উপাসনার ফল প্রকৃতিতে লয় ॥ ১৩ ॥

দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শ্লোকের ব্যবস্থা মতে প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। কেবল কার্য্য ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারাও ফল হয় না কেবল প্রকৃতির উপাসনা দ্বারাও ফল হয় না। যিনি উপাসক তাহারই কর্ত্তব্য পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ের উপাসনা করা ইহার পরিস্কার মীমাংসা। ১৪ শ্লোকে হইয়াছে ॥

শম্ভুতিঞ্চ বিনাশনঞ্চ যস্ত দ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তী[illegible]ত্বা মৃত মশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

যে হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতির উপাসনা উভয়কে একত্র (অর্থাৎ একই পুরুষের অনুষ্ঠেয়) বলিয়া জানে যে হিরণ্যগর্ভোপাসনা দ্বারা (অনৈশ্বর্য্য ও অধর্ম্মাদিরূপ) মৃত্যু অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা (প্রকৃতিতে লয়রূপ) অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৪

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ যাহা বাবু মহেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে, প্রমাণ জন্য মূল ও বঙ্গানুবাদ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

তৃতীয় অধ্যায়।

যএকো জালবান্ ঈশিত ঈশিনীভিঃ।
সর্ব্বাল্লোকানীশিত ঈশিনীভিঃ ॥
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্বিদুর মৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত।

সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাই জগৎস্বরূপ ও জগৎকর্ত্তা। তিনি মায়া বিশিষ্ট হইয়া স্বীয় শক্তি দ্বারা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই স্বকীয় মায়া বলে সর্ব্বলোক উৎপাদন করিতেছেন। তিনি কোন সময়ে স্বীয় প্রভু শক্তিদ্বারা প্রাদুর্ভূত হন কখনও বা স্বয়ংই উৎপন্ন হইয়া থাকেন যাহারা ঈশ্বরের এই সকল কার্য্যের মর্ম্ম বোধ করিতে পারে তাহারা অমৃতত্ত্ব লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। এই শ্লোকের দ্বারা ও ঈশ্বরের সাকার রূপের সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া গেল। ঈশ্বরের যে সকলকর্ম্ম তন্মধ্যে এমন প্রয়োজনও হইয়াছিল যে সেই প্রয়োজনানুরোধে তিনি ইচ্ছামতে সাকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন পালন ও সংহার করিতেছেন, তাহার সেই সমস্ত কার্য্য গতি ও তাহার আদি অন্ত বুঝিয়া লওয়া কাহারও সাধ্য নহে। সুতরাং ঈশ্বরের সাকার রূপ নাই এই কথা বলিলেই নিষ্পত্তি হইতে পারে না, অতঃপর সাকার রূপের ও তাহার কারণের প্রমাণ করিব।

শ্বেতাশ্ব তরোপনিষৎ।

তৃতীয় অধ্যায়।

একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য্য ইমাঁল্লোকান্ ঈশত ঈশিনীভিঃ। প্রত্যঙ্ জনাং স্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোপান্ত কালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥

বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত।

যেহেতু একমাত্র ব্রহ্মই স্বীয় শক্তি দ্বারা অখিল ভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন। এক ব্রহ্মকেই জগৎকর্ত্তা বলিয়া জানিতে হইবে,

সেই পরব্রহ্ম সকলের আদি, তিনি সকল ভুবন সৃষ্টি করিয়া পালন করিতেছেন এবং প্রলয় কালে কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক সমস্ত জগৎ বিনাশ করিয়া থাকেন, তাহারই মাহাত্ম্যপ্রভাবে অসীম-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে॥

এখানে পাওয়া গেল সেই ব্রহ্ম রুদ্র। ত্রিবেদোক্ত সন্ধ্যারমন্ত্রে সেই রুদ্রের সাকার রূপের ধ্যান আছে সেই সন্ধ্যার মন্ত্রে সেই রুদ্রই পরব্রহ্ম বলিয়া স্তুত ও নমস্কৃত।

যজুর্ব্বেদ মাধ্যন্দিনী শাখার রুদ্রাধ্যায় নামে ষোড়শ অধ্যায় ১—১৬ কণ্ডিকা হইতে আরম্ভ হইয়া ৬৬ কণ্ডিকায় পরিসমাপ্তি হইয়াছে, তাহাতে রুদ্রই ব্রহ্ম, রুদ্রই জগৎ পাতা জগৎস্রষ্টা রুদ্রই জগৎ সৃষ্টি ও পালন ও সংহার করিতেছেন রুদ্রই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র কর্ত্তা। ঐ অধ্যায়ে রুদ্রের রূপ অরূপ সমস্তই বর্ণিত হইয়াছে, রুদ্রই বিশ্বব্যাপক বিশ্বাধার রুদ্রই আত্মা ও পরমাত্মা; পৃথিবীর অণুমাত্রও রুদ্র ছাড়া নয়, রুদ্র নিরাকার ও প্রয়োজনের অনুরোধে বহুবিধ রূপে সাকার, তাহার অনন্ত মূর্ত্তি এজন্য বেদে তাহার এক নাম বহুরূপ। এই বেদ রহস্য উপনিষদেও রুদ্রই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ও সমস্ত কারণের কারণ।

বিশ্বত শ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ দ্যাবা ভূমিং জনয়ন্ দেবএক॥

সেই পরব্রহ্মের চক্ষু সর্ব্বত্রেই বিদ্যমান, এবং তাহার মুখ সর্ব্বব্যাপক তাহার বাহু সর্ব্ববস্তুতে এবং অশেষ জগতে তাহার পাদ ব্যাপক রহিয়াছে সেই অদ্বিতীয় ভূতভাবন পরমাত্মাই সমস্ত জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই জগৎ কারণ জগৎপাতা জগদীশ্বরই স্বর্গ মর্ত্ত্য, রসাতলাদি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ।

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রোমহর্ষিঃ।
হিরণ্য গর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং মনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥

বঙ্গানুবাদ।

যিনি ইন্দ্রাদি দেববৃন্দের সৃজন করিয়া তাহাদিগকে স্বস্ব আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন, যিনি বিশ্বের অধিপতি, যিনি রুদ্ররূপী যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং যিনি জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই পরমপুরুষ আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন, যাহাতে আমরা সেই জ্ঞানালোক দ্বারা পরমপদ দর্শন করিয়া তাহা লাভ করিতে পারি।

এই মন্ত্রেও রুদ্রই পরব্রহ্ম রুদ্রহইতেই হিরণ্যগর্ভ এবং ইন্দ্রাদি দেববৃন্দের সৃষ্টি হইয়াছে, রুদ্রই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা ইহা স্থির হইয়া রহিয়াছে। যজুর্ব্বেদ মাধ্যন্দিনী শাখায় ষোড়শ অধ্যায়ের ১—১৬ কণ্ডিকার প্রথমমন্ত্রেও রুদ্রের সাকার মূর্ত্তির প্রমাণ আছে ২৮ কণ্ডিকায় সেই রুদ্রকে রুদ্র নামে, সর্ব্বনামে, ভবনামে, পশুপতি নীলকণ্ঠ, সিতিকণ্ঠ, নামে ৪১ কণ্ডিকায় শঙ্কর ও শিবনামে পাইতেছি, সেই রুদ্রের ঐ সমুদয় নাম কর্ম্মমূলক, ইহার প্রমাণ ঐ অধ্যায়ে অতি বিস্তৃত রহিয়াছে।

যাতে রুদ্র শিবা তন্মুর ঘোরাহ পাপ কাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥ ৫

হে রুদ্র তোমার যে মঙ্গলপ্রদ ভয় বিনাশক অলৌকিক শরীর আছে, সেই শরীর স্মরণমাত্র সমস্ত পাপ বিনাশ হয়। তুমি পর্ব্বতস্থায়ী হইয়া অখিল জগতের কল্যাণ বিস্তার করিতেছ, এইক্ষণ এই প্রার্থনা করিতেছি তুমি সেই মঙ্গলপ্রদ শরীর দ্বারা আমাদিগকে অবলোকন কর, তোমার শুভপ্রদ অবলোকনে আমরা সর্ব্বত্র কল্যাণ প্রাপ্ত হইব।

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্রতাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ।

হে গিরিশন্ত তুমি হস্তে যে ধনু ধারণ করিতেছ সেই ধনু দ্বারা আমাদিগকে হিংসা করিওনা, আমাদিগকে মঙ্গল প্রদান কর, তোমার সাকার ব্রহ্মরূপ প্রদর্শন দ্বারা জগতের প্রার্থনা পরিপূরণ কর ॥ ৬ ॥

এই পঞ্চম ও ষষ্ট মন্ত্রে ও রুদ্রের সাকার ব্রহ্মরূপ দ্বারা দর্শন পাওয়ার প্রার্থনা হইয়াছে এই মানব জগতে যদি কেহর অকারণে প্রয়োজন হয় যে সাকার উপাসনা বেদে নাই বলিয়া অপ্রকৃত ও অসঙ্গত রূপে ব্যবস্থা করিতে; তবে যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও পালন ও সংহার কর্ত্তা, তাহার কি কোন সময়ে ও এমন কোন কারণ পরিয়াছিলনা যে সাকার মূর্ত্তি রূপে প্রাদুর্ভূত হইতে; অথবা সাকাররূপ পরিগ্রহ করিতে? সেই আদিম কালে ঈশ্বরের ত্রিকালজ্ঞতা বাজেয়াপ্ত হইয়াছিলনা, এই কালে যে ব্যবস্থা বাহির হইবে; সাকার উপাসনা বেদে নাই বলিয়া ইহা তিনি সেই কালে জানিতে পারিয়াছিলেন সুতরাং প্রণবে যেমন তিনি নাদ বিন্দুরূপে বেদে আছেন তেমনি ওঁকারনাথ নামে জ্যোতির্লিঙ্গ পৃথিবীতে ও মহাতীর্থ রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া রহিয়াছেন, ত্রিবেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রে তাঁহার ধ্যান কপালে বলিয়া কুশাবর্ত্তে কপালেশ্বর নামে বিদ্যমান রহিয়াছেন; বেদে আছে সেই ঈশ্বর হইতেই বেদ বহির্গত হইয়াছে, তাই তিনি চতুর্ব্বেদেশ্বর নামে লিঙ্গরূপে বিদ্যমান আছেন বেদে সেই ব্রহ্মাই একমাত্র বিশ্বের কর্ত্তা বলিয়া, বিশ্বেশ্বর নামে জ্যোতির্লিঙ্গ বিরাজমান হইয়া রহিয়াছেন। বেদে জন্ম মৃত্যু বন্ধন হইতে চিরমুক্তির কামনায় ত্র্যম্বক দেবতার অর্চ্চনা রহিয়াছে তাই তিনি কুশাবর্ত্তে

ত্র্যম্বক নাথ নামে জ্যোতির্লিঙ্গ মহাতীর্থ রূপে বিরাজমান হইয়া-রহিয়াছেন। বেদে আছে যে সময়ে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছিলনা কেবল জল মাত্রই প্রকাশ হইয়াছিল; সেই সময়ে ব্রহ্মা বিষ্ণুর ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হওয়ায় সেই ব্রহ্ম উভয়ের মধ্যস্থলে অতি বিপুল আকার লিঙ্গরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাহা-তেই উভয়ে সংগ্রাম ক্ষান্ত করিয়া, সেই লিঙ্গরূপের আদি অন্ত জানিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাই ঈশ্বরের মূর্ত্তি পরিগ্রহের প্রথম কারণ। যদি বেদ রহস্য উপনিষৎ দেখিতে হয়, তবে সামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ যাহা বাবু মহেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, সেই গ্রন্থ হইতে মূল ও বঙ্গানুবাদ ব্রহ্মের সাকার রূপের প্রমাণ জন্য উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

সামবেদীয় কেন বা তলবকারোপনিষৎ—

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্মহ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে
দেবা অমহী যন্ত তঐ ক্ষন্তাস্মাকমে বায়ং
বিজয়ো ইস্মাকমে বায়ং মহি মেতী॥ ১৪ ॥ ১।

ব্রহ্মই অখিল জগতের কর্ত্তা, ব্রহ্ম দেবাসুর সংগ্রামে জগতের মঙ্গল সাধনার্থ অসুর দিগকে পরাজিত করিয়া, দেবগণকে বিজয়ী করিয়াছিলেন। সেই জয়ে অগ্নি প্রভৃতি দেববর্গ আপন আপন মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া মনে করিলেন যে, আমাদিগের মাহাত্ম্য বলেই এই জয় হইয়াছে, আমাদিগের মহিমাই এই জয়ের কর্ত্তা।১৪।১।

সামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ—

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যোহ প্রাদুর্ব্বভুব।
তন্ন ব্যজানন্ত কিমিদং যক্ষমিতি॥ ১৫ ॥ ২ ॥

সেই অন্তর্য্যামী পরাৎপর পরমাত্মা ঈশ্বর, দেব বর্গের এই

বৃথাভিমান জানিয়াছিলেন। দেবগণ মিথ্যাভিমানে গর্ব্বিত হইয়া, অসুর গণের ন্যায় বিনষ্ট হন, এই হেতু তাঁহাদিগের প্রতিবোধ দিবার নিমিত্ত ইনি অদ্ভুত দেহ ধারণ পূর্ব্বক দেবগণ সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু ইনিযে পরমারাধ্য জগৎপিতা পরমেশ্বর ও জগতের পূজ্য তাহা দেবতারা জানিতে পারিলেন না॥১৫॥২॥

সামবেদীয় তলবকারোপ নিষৎ।

তেহগ্নি মব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি কিমেতদ্
যক্ষ মিতি তথেতি ॥ ১৬ ॥ ৩ ॥

দেবগণ সেই অভূতপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শনে তাহাকে জানিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়া অগ্নিকে বলিলেন হে হুতাশন! ইনি কে? তাহা তুমি জান? ইনি কি আমাদিগের পূজনীয় হইবেন তাহাও পরিজ্ঞাত হও। অগ্নি দেবতা দিগের বাক্যে সম্মত হইয়া বলিলেন আমি ইহার তত্ত্বানু সন্ধান করিতেছি। ১৬। ৩।

তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোহসীতি অগ্নির্ব্বা
অহমস্মীত্য ব্রবীজ্জাতবেদাবা অহমস্মীতি ॥ ১৭ ॥ ৪ ॥

অগ্নি দেববৃন্দের আদেশে প্রেরিত হইয়া সেই আশ্চর্য্যরূপী মনোহর মূর্ত্তির নিকট উপস্থিত হইলেন। অদ্ভুত রূপধারী ব্রহ্ম অগ্নিকে সমাগত দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? অগ্নি কহিলেন আমি বিখ্যাত নামা অগ্নি ॥ ১৭ ॥ ৪ ॥

সামবেদীয় তলবকারোপ নিষৎ।

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিত্য পীদং গুঁ সর্ব্বং দহেয়ং
যদিদং পৃথিব্যা মিতি ॥ ১৮ ॥ ৫ ॥

পুনর্ব্বার ব্রহ্ম অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি শক্তি আছে? তখন অগ্নি ব্রহ্মকে বলিলেন, আমার এইরূপ দাহিকা শক্তি আছে যে, আমি ব্রহ্মাণ্ডস্থিত চরাচর সমস্ত পদার্থ দগ্ধ করিতে পারি ১৮॥৫॥

তস্মৈতৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপ প্রেয়ায়
সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং সততএব
নিবর্ত্তে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষ মিতি ॥১৯॥৬॥

তখন সেই অনির্ব্বচনীয় রূপধারী জগন্নাথ অগ্নির সম্মুখে একটী তৃণ ধরিয়া তাঁহাকে বলিলেন, যদি তোমার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দহনে শক্তি থাকে, তবে তুমি অগ্রে এই তৃণটী দগ্ধ কর দেখি? অনন্তর অগ্নি কোন রূপেও সেই তৃণ দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না, সুতরাং অগ্নি নিরস্ত হইয়া, দেবতা গণের নিকটে গমন করিয়া বলিলেন, আমি সেই রমনীয় মূর্ত্তির স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিলাম না॥ ১৯ ॥ ৬ ॥

সামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ।

অথ বায়ু মব্রুবন্ বায়বেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষ
মিতি তথেতি ॥ ২০ ৭ ॥

অনন্তর দেবগণ বায়ুকে কহিলেন, হে পবন! তুমি এই অদ্ভুতপূর্ব্ব মূর্ত্তির নিকটে গমন করিয়া, তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধান কর। বায়ু উত্তর করিলেন যে, আমি ইঁহার সমীপে গমন করিয়া স্বরূপ নির্ণয় করিতেছি। ২৭। ৭।

তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোসীতি বায়ুর্বা অহম
স্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥ ২১ ॥ ৮ ॥

বায়ু তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি কে? বায়ু উত্তর করিলেন, আমি আকাশ বিহারী বায়ু ॥ ২১ ॥ ৮ ॥

সামবেদীয় তলবকারোপ নিষৎ।

তস্মিং স্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিত্যপীদগুঁ সর্ব্বমাদদীয়ং
যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ২২ ॥ ৯ ॥

পুনর্ব্বার সেই অদ্ভুত মূর্ত্তি বলিলেন, তোমার কি শক্তি আছে? বায়ু উত্তর করিলেন, এই পৃথিবীতে স্থাবর ও অস্থাবর যত পদার্থ আছে, আমি তৎসমুদায় গ্রহণ করিতে পারি ॥ ২২ ॥ ৯ ॥

তস্মৈতৃণং নিদধাবেতদাংস্বেতি তদুপ প্রেয়ায়
সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুং স তত এব নিববৃতে
নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌ যক্ষ মিতি ॥ ২৩ ॥ ১০ ॥

তখন তিনি বায়ুর সম্মুখে তৃণ রাখিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, পবন! তুমি এই তৃণটী গ্রহণ কর দেখি? বায়ু তাঁহার আদেশে সেই তৃণের সমীপবর্ত্তী হইয়া স্বীয় সমস্ত শক্তি দ্বারা তৃণ পরিচালনে যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া নিরস্ত থাকিলেন এবং দেবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি সেই মনোহর মূর্ত্তির স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিলাম না।
২৩ ॥ ১০ ॥

সামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ।

অথেন্দ্র মব্রুবন্মঘবন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্‌ যক্ষ মিতি
তথেতি তদভ্য দ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে ॥ ২৪ ॥ ১১ ॥

অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন ইন্দ্র! তুমি ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁনি কে ও ইঁনি আমাদিগের আরাধ্য কিনা? তদ্বিষয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হও। ইন্দ্র সুরগণের বাক্য অঙ্গীকার করিয়া সেই পরমাত্মা পরব্রহ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ব্রহ্ম ইন্দ্রের সহিত আলাপ মাত্র না করিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২৪ ॥ ১১ ॥

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং
হৈমবতীং তাগুঁ হোবাচ কিমেতদ্‌ যক্ষ মিতি ॥ ২৫ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মের অন্তর্দ্ধান হইলেও ইন্দ্র সেই আকাশে দণ্ডায়মান থা-

কিম্বা সেই মহাপুরুষ কোথায় গেলেন, এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, তখন বিদ্যারূপিণী উমাদেবী সেই মহাপুরুষে ইন্দ্রের প্রগাঢ় ভক্তি জানিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র সেই সুশোভনা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! যিনি এইক্ষণে এথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন সেই মহাপুরুষ কে? আমার নিকট ইহার যথার্থ পরিচয় প্রদান করুন ॥ ২৫ ॥ ১২ ॥

সা ব্রহ্মেতি হো বাচ ব্রহ্মণোবা এতদ্বিজয়ে
মহীয়ধ্বমিতি ততো হৈষ বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২৬ ॥১।

তখন হৈমবতী উমাদেবী ইন্দ্রকে বলিলেন, তুমি এইক্ষণ যাঁহাকে দেখিলে, ইঁনি ব্রহ্ম, তোমরা ইহারই মাহাত্ম্যবলে অসুর দিগকে পরাজয় করিয়াছ, ইনিই দেবাসুর যুদ্ধে তোমাদিগকে জয়শ্রী প্রদান করিয়াছেন, তোমরা নিমিত্ত মাত্র; তোমরা স্বস্ব ক্ষমতাবলে অসুর দিগকে পরাজয় করিয়াছ, তোমাদিগের এই বৃথা অভিমান নিবারণের জন্য ব্রহ্ম তোমাদিগের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তখন ইন্দ্র উমাবাক্যে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিলেন ॥ ২৬ ॥ ১ ॥

তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামি বান্যান্ দেবান্
যদোগ্নির্ব্বায়ুরিন্দ্র স্তে হ্যেননেদিষ্ঠং পস্পর্শু স্তে হ্যেনৎ-
প্রথমোবিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২৭ ২ ॥

অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র ইহাঁরাই প্রথমে ব্রহ্মের দর্শন লাভকরিয়াছিলেন, এবং উক্ত দেবতারাই তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিয়া ছিলেন, সেই নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বদেবের প্রধান হইয়া রহিয়াছেন ॥ ২৭ ২ ॥

তস্মাদ্বা ইন্দ্রোহতিতরামি বান্যান্ দেবান্ স হ্যেন
ন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ স হ্যেনং প্রথমোবিদাঞ্চকার ব্রহ্ম ॥২৮॥৩॥

অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র এই দেবত্রয় ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ-করিয়াছিলেন কিন্তু ইন্দ্রই ব্রহ্মশক্তি উমাদেবীর কৃপায় ব্রহ্মাকে সর্ব্বপ্রথমে জানিতে পারিয়াছিলেন, এজন্য উক্ত দেবত্রয়ের মধ্যে ইন্দ্রই প্রাধান্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২৮ ॥ ৩ ॥

সেই পরাৎপর পরমাত্মাপরব্রহ্মের মূর্ত্তি পরিগ্রহের এই যে কারণ বেদরহস্য উপনিষদ্ গ্রন্থে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাভিন্ন তাঁহার সাকার রূপ পরিগ্রহের বহুবিধ কারণ আছে। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও পালন পোষণ ধর্ম্ম সংস্থাপন, ও অধর্ম্ম অত্যাচার দূরীকরণ ইত্যাদি অনন্ত প্রয়োজনে, সেই ব্রহ্মের অনন্ত মূর্ত্তি। যিনি কার্য্য ব্রহ্ম তাহার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ সমস্তই থাকা আবশ্যক। যিনি স্বয়ং সমস্ত কার্য্য করেন, তাহারতো ঐ সমস্ত থা-কিবেই থাকিবে; যিনি অন্যের দ্বারা কর্ম্ম করান তাহারও কথা বলিবার ও সাক্ষাৎ হইয়া অনুজ্ঞা প্রদান করার দরকার। কর্ম্ম থাকিলেই কর্ত্তা থাকিবে, কর্ত্তা ভিন্ন কর্ম্ম হইতে পারে না। কি আশ্চর্য্য বিচার, সৃষ্টি, স্থিতি, পালন, পোষণ, সৃষ্টিসংহার সেই ব্রহ্মের কর্ম্ম, স্বীকার করিয়া ব্রহ্মের সাকারত্ব অস্বীকার করা হয় কোন বেদের ব্যবস্থায়, অথবা কোন যুক্তি মূলে? যিনি সাকার রূপ পরিগ্রহ করিতে অক্ষম এই জগতের কোন্ কর্ম্ম করিতে তিনি সক্ষম হইতে পারেন? যিনি কথা কহিতে অক্ষম, তিনি অন্যকে কোন কর্ম্ম করিতে অনুমতি দিতে কি সক্ষম হইতে পারেন? যাহার হস্ত নাই, পদ নাই, শরীরের কোন অঙ্গনাই চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, শতশত সহস্র সহস্র কোটি কোটি বৎসর তপস্যা করিলেও তিনি ভক্তকে দর্শন দিতে সক্ষম হইতে পারেন কি রূপে? বেদে সাকার উপাসনা বহুপ্রকার থাকা সত্ত্বেও সাকার উপাসনা বেদে নাই, এই রূপ অন্যায় কথা বলিবার দরকার কি? তাহাই চিন্তার বিষয়।

এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা যদি সেই মঙ্গল-ময় করুণাময় ঈশ্বর পরব্রহ্ম, তবে ধর্ম্মাধর্ম্ম, চোর, সাধু, দুষ্ট, দস্যু, সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ, গণ্ডার, ভল্লুক, ও সর্প, ইত্যাদি সৃষ্টি করিলেন কেন ? কেনইবা অনন্ত প্রকারের রোগের সৃষ্টি করিলেন, ইহাতে ঈশ্বরের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য কি ? তবেই বলা কর্ত্তব্য যে মনুষ্য যদি রোগে আক্রান্ত না হইত এবং অধার্ম্মিক দিগের অত্যাচারে এবং হিংস্র পশুদিগের আক্রমণে নিপতিত না হইত তাহা হইলে কখনও রক্ষার জন্য ঈশ্বরকে স্মরণ করিত না। তবেই স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে ভক্তগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করে, এই কারণে তিনি ঐরূপ ভয়াবহ আপদ সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন, ভক্তগণ ঐ সমুদয় আপদে পড়িয়া তাঁহাকে ডাকিলে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে তিনি সাক্ষাৎ হইয়া ভক্তকে অভয় দান, এবং দুষ্টকে সংহার করিয়া থাকেন, তবে বেদরহস্য উপনিষদ্ গ্রন্থে যে তাঁহার বর্ণনা রহিয়াছে, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মের চক্ষু সর্ব্বত্র মুখ পাদ সর্ব্বত্র, তিনি সর্ব্বদর্শী সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বশক্তিমান ও সকলের নিয়ন্তা ইহা তাঁহার ক্ষমতা ও অসীম শক্তির পরিচায়ক, কিন্তু ভক্তদিগকে দর্শন দিতে কিম্বা কোন দুষ্টকে সংহার ও ভক্তও ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে এবং ঈশ্বরের যে সকল কর্ম্ম আছে সেই সমস্ত কর্ম্মের প্রয়োজনে তিনি যে নানাবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, তখন তিনি সেই সমস্ত ক্ষমতা ও অসীম শক্তি ত্যাগ করিয়া নহে, বেদে ব্রহ্মের কার্য্যের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাকার রূপের ও নামের বর্ণনা হইয়াছে, বেদে প্রমাণ রহিয়াছে ব্রাহ্মণগণ ঈশ্বরের মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়গণ বাহু হইতে বৈশ্য উরু হইতে শূদ্র ঈশ্বরের পাদ পদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বেদে ঈশ্বর যে সাকার এই প্রমাণ দ্বারাও তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে, যিনি পরব্রহ্ম পরাৎপর তিনি

নিরাকার হইলেও বহুবিধ প্রয়োজনে এবং ভক্ত দিগের হিতের জন্য সাকার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, সুতরাং সাকার নিরাকার সেই ব্রহ্মের ক্ষমতাধীন ও ইচ্ছানুবর্ত্তী, ব্রহ্ম যদি কেবল নিরাকার হইতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের বর্ণ ভেদে জাত-কর্ম্ম হইতে চূড়াও যজ্ঞোপবীত ও বিবাহাদি সংস্কার এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ক্রিয়া কর্ম্মের ব্যবস্থা ও মন্ত্র গুলি বেদে বহুবিস্তৃত রূপে রহিয়াছে, তাহা কখনও বেদে থাকিতনা, এবং তর্পণের মন্ত্রও সন্ধ্যার মন্ত্র বেদোক্ত ব্রাহ্মণের প্রভেদানুসারে বেদে থাকিতনা। সন্ধ্যার মন্ত্রে সাকার দেব দেবীর, ধ্যান, মন্ত্র, নাম, বেদে থাকিত না, সাকার দেবগণের নামে হোম ও অর্চ্চনা করার মন্ত্রও সাকার দেবগণের নাম বেদে থাকিত না।

এই পুস্তকের প্রথম হইতে তৃতীয় অধ্যায় পর্য্যন্ত যে যে ত-র্কের সমালোচনা হইয়াছে, তদ্বারা এই অধ্যায়ের তর্ক সম্বন্ধে বহুবিধ প্রমাণ, অর্থাৎ সাকার উপাসনা বেদে যে বহুবিস্তৃত রূপে আছে তাহা প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের তর্ক সম্বন্ধে বলিবার কথা আরও কয়েকটী আছে তাহা এইযে, সাকার উপা-সনা প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে যে কয়েকটী প্রমাণ সমালোচনায় প্রকাশ করিয়া বিচার শেষ করা হইয়াছে, এই কয়টি বচন মাত্রই বেদ; না, বেদ বহুবিস্তৃত? বেদের বহুশাখা অথবা বেদের এই কয়েকটী বচন আদৃত করিয়া কিজন্য বেদের সমস্ত মন্ত্রগুলিকে উপেক্ষা করিতে হইবে, আদিম বৈদিক কালের ব্রাহ্মণেরা কি বেদাধ্যয়ন করিতেন না! তাহারা কি বেদজ্ঞ ছিলেন না, তাহারা যেমন করিতেন বেদ অধ্যয়ন, তেমন করিতেন বেদোক্ত ক্রিয়া, তাহারা যে সাগ্নিক ত্রিসন্ধ্যান্বিত ব্রাহ্মণ ছিলেন ইহাও কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন, হিন্দুর জাতকর্ম্ম ও অন্নারম্ভ, চূড়া,

উপনয়ন ও বিবাহাদি সংস্কার, শ্রাদ্ধ তর্পণ সমস্তই বেদোক্ত ইহার আচমন ও স্বস্তিবাচন হইতে পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রায় মন্ত্রেই সাকার দেবের নাম ও অর্চ্চনা রহিয়াছে। তর্পণের মন্ত্রেও সাকার দেবের নামে অর্চ্চনা আছে ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের ত্রৈকালীন সন্ধ্যার মন্ত্রে সাকার দেব দেবীর ধ্যান, অর্চ্চনা, স্তব ও নমস্কারের মন্ত্র আছে, সমস্তই বেদোক্ত ও বেদোক্তবৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে সেই রুদ্রের ধ্যান ও রুদ্রের ষোড়শোপচার পূজা হোম ও বেদোক্ত রুদ্রাধ্যায়, ব্রহ্মের সাকার রূপের স্তব আছে বর্ণ প্রভেদে, ব্রাহ্মণের প্রভেদ সমস্তই বেদ প্রসূত যথা ঋগ্‌বেদী ব্রাহ্মণের সমস্ত কর্ম্ম ঋগ্ বেদোক্ত, সামবেদী ব্রাহ্মণের সমস্ত কর্ম্ম সামবেদোক্ত, যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রাদি ভদ্র লোক ও সমস্ত হিন্দুর ক্রিয়া কর্ম্ম যজুর্ব্বেদোক্ত ব্যবস্থা ও মন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, মনু সাক্ষ্য দিয়াছেন,ঋষিগণ দীর্ঘকাল বেদোক্ত সন্ধ্যা উপাসনা করেন বলিয়া দীর্ঘায়ু প্রজ্ঞা যশ কীর্ত্তি ও ব্রহ্মতেজ লাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা বেদোক্ত সন্ধ্যা উপাসনা ত্যাগ করিলে পতিত হন এবং অন্য কোন উপাসনায় তাহার অধিকার থাকে না। এই জন্য ব্রাহ্মণেরা কদাপি সন্ধ্যার উপযুক্ত কাল অতীত করেন নাই যদি কোন কারণে সময়াতীত হয় তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্ধ্যা করিতে হয়। পূর্ব্বে যে অশ্বমেধ রাজসূয়, বাজপেয় ও অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি যজ্ঞ হইত তৎ সমস্তই বেদোক্ত, ঐ সমস্ত বড় বড় যজ্ঞে সাকার দেবের অর্চ্চনার মন্ত্র বেদেই রহিয়াছে পূর্ব্বেও সাগ্নিক ব্রাহ্মণের ত্রৈকালীন বেদোক্ত হোম দ্বারা সাকার দেবের অর্চ্চনা করিতেন। যে সময়ে বেদ মাত্র ছিল, পুরাণ ও তন্ত্র ছিল না সেই সময়ের যে সমস্ত দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে, তাহার অর্চ্চনা বেদ মন্ত্র দ্বারাই হইত বেদে সাকার উপাসনা প্রতিমা পূজার ধ্যান মন্ত্র

বহু বিস্তৃত আছে বলিয়াই বেদ বহু বিস্তৃত ও বেদের বহু শাখা। পূর্ব্বের ঋষিরা সাকার উপাসনার বিরোধিকেই নাস্তিক বলিয়া জানিত ও ভয় করিত। প্রমাণ পণ্ডিত প্রবর সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ যজুর্ব্বেদ মাধ্যন্দিনী শাখার ৩য় অধ্যায়ের ৩০ কণ্ডিকায় ১ম মন্ত্রে, "যাহারা যাগ বিমুখ কখনই দেবোদ্দেশে বা পিতৃগণ উদ্দেশে কিছুমাত্র ব্যয় করেনা, সেই নাস্তিক মনুষ্যের নৃশংস বুদ্ধি ও ধূর্ত্ততা, আমাদিগকে যেন স্পর্শ না করে, হে ব্রহ্মণস্পতে আমাদিগকে রক্ষাকর।"

সাকার বিরোধি দিগকেই বেদে নাস্তিক বলিয়া পূর্ব্বের ঋষিগণ উক্ত মন্ত্র দ্বারা অগ্নি দেবতার নিকট বর প্রার্থনা করিতেন। সাকার বিরোধি যে নাস্তিক ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই কেননা হিন্দুর জাতকর্ম্ম হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ক্রিয়া আছে, তাহার আচমন ও স্বস্তিবাচন হইতে সাকার দেবতা গণের নাম ও অর্চ্চনা রহিয়াছে সুতরাং ঐ সমস্ত ক্রিয়া ত্যাগ না করিলে সাকার উপাসনা ত্যাগ করা হয় না, ঐ সমস্ত ক্রিয়া ত্যাগ করিলেই ষোলআনা রকমে অহিন্দু ও নাস্তিক অর্থাৎ সাকার বিরোধি হওয়া যায়। পূর্ব্বে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা ঐ প্রকার সাকার বিরোধিকেই নাস্তিক বলিয়া উক্ত মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মণস্পতে যে অগ্নিদেবতা তাহারি নিকটে উক্ত রূপ প্রার্থনা করিয়া হোম করিতেন, সুতরাং বেদোক্ত যে কোন ক্রিয়া হিন্দুর কর্ত্তব্য ও করণীয় তাহা করিলেই সাকার দেবের অর্চ্চনা করিতে হয়। বেদোক্ত ক্রিয়া অর্থাৎ জাতকর্ম্ম হইতে সমস্ত সংস্কার ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সমস্ত পরিত্যাগ না করিলে, সাকার উপাসনা ত্যাগ করা হয় না। ঐ সমস্ত ক্রিয়া ত্যাগ করিলেই হিন্দুত্ব ত্যাগ করা হয় সুতরাং পূর্ব্বে আর্য্য ঋষি-

গণ সাকার উপাসনার বিরুদ্ধে ঐ বচন অগ্রাহ্য ও অকর্ম্মণ্য অ-ব্যবহার্য্য করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছেন। উহা কোন হিন্দুর গ্রহণ-যোগ্য হইতে পারে না।

পঞ্চম অধ্যায়।

জাতি অথবা বর্ণভেদ বেদে আছে কি না? এবং জাতি-ভেদ ঈশ্বরের অভিপ্রেত প্রাকৃতিক নিয়ম কি না?

যজুর্ব্বেদ মাধ্যন্দিনী শাখার ৩১ অধ্যায়ের ১—১৬ কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে যে পুরুষের বর্ণনা হইয়াছে একাদশ মন্ত্রে ব্রাহ্মণগণ সেই পুরুষের মুখ হইতে, রাজন্য জাতি বাহুদ্বয় হইতে, বৈশ্য জাতি উরুদ্বয় এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

উক্ত শাখার তৃতীয় অধ্যায়ে ১০ কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে ব্রা-হ্মণ জাতি, ১১ কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে ক্ষত্রিয় জাতি, ১২ কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে বৈশ্য জাতি, এবং ৪৮ কণ্ডিকার তৃতীয় মন্ত্রে ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র এই তিন জাতির, অগ্নি সমীপে কল্যাণ কামনা রহি-য়াছে এইরূপ বর্ণ ভেদের বহুপ্রমাণ বেদে আছে।

মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় যদি আপদ বিনা অপর কালে, স্বস্ব বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম না করে, তাহাহইলে বক্ষ্যমাণ পাপযোনি প্রাপ্ত হইয়া জন্মান্তরে শত্রুর দাসত্ব প্রাপ্তহয় (৭০ শ্লোক) চাতুর্ব্বর্ণ্য স্বর্গাদি লোকত্রয় ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয় এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমুদয় বেদ হইতেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। (৯৭)

আনুশাসনিক পর্ব্বের পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ে যুধি-ষ্ঠির কহিলেন পিতামহ! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ

বর্ণের মধ্যে কোন কোন বর্ণের অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা পরস্পর পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারেন। কিন্তু কুকর্ম্মা-ন্বিত শূদ্রের অন্ন ভোজন করা কাহারও বিধেয় নহে। বৈশ্য যদি সাগ্নিক ও চাতুর্ম্মাস্য নিরত না হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাহার অন্নভোজন করিবেন না ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা শূদ্রান্ন ভোজন করিলে ইহাদিগের পৃথিবীর জলের ও মনু-ষ্যগণের মল ভক্ষণ করা হয়। ব্রহ্মণাদি বর্ণত্রয় সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যে একান্ত অনুরক্ত হইয়াও যদি শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে উহাদিগকে নিশ্চয়ই চরমে নরকে নিপতিত হইতে হয়। এইরূপ প্রমাণ বেদ পুরাণ উপপুরাণ স্মৃতি তন্ত্র রামায়ণ মহাভারত ও মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এ-স্থলে তৎসমুদয় সংগ্রহ করিলে প্রসঙ্গ বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ জাতিই মূল তাহা হইতে বর্ণসঙ্করাদি অনেক শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছে। জাতিগত সম্মান সকল জাতির মধ্যেই আছে, কিন্তু হিন্দু জাতিই তাহার মূল ও আদি, অন্য সমস্ত জাতি তাহার পরবর্ত্তী। অন্য সমস্ত জাতি হিন্দু হইতেই জাতিগত সম্মানের আদর্শ লাভ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের মুখ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি সমস্ত জাতির পূজ্য ও দেবতাস্বরূপ। এই উচ্চ সম্মান ব্রাহ্মণ জাতি লাভ করিয়াছেন ইহা নূতন নহে অতি প্রাচীন কা-লীন সম্মান। পূর্ব্বকার সমস্ত ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যান্বিত ছিলেন তাঁহারা সন্ধ্যোপাসনা না করিয়া প্রাণান্তেও জলগ্রহণ করিতেন না। তৎ-কালীন ব্রাহ্মণেরা--বেদাধ্যয়ন সন্ধ্যোপাসনা যাগ যজ্ঞ তপস্যাদি-

দ্বারা দেবতাদিগকেও অতিক্রম করিয়া উপাসনা প্রভাবে ব্রহ্ম-তেজ লাভ করিতেন।

পূর্ব্বে রাক্ষসেরা ব্রাহ্মণদিগের তপস্যা ও যজ্ঞ কার্য্যের বিঘ্ন উৎপাদন করিত। ক্ষত্রিয় রাজগণ তাহাদিগকে বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিতেন। তৎকালে রাজন্য জাতিদ্বারা জাতিভেদ রক্ষা হইত। বর্ত্তমান সময়ের রাজন্য জাতির চেষ্টা তাহার বিপরীত। তৎকালের ব্রাহ্মণের কিম্বা কোন হিন্দুর জাতিধর্ম্ম নষ্ট করিতে কোন জাতীয় মনুষ্যের কোনরূপ চেষ্টা ছিল না।

মনুষ্য সৃষ্টি সম্পর্কে বেদ লঙ্ঘন করিয়া যিনি আনুমানিক ইতি-হাস লিখিবেন হিন্দুর তাহা বিশ্বাস করা নিতান্ত অসঙ্গত। বানর ও রাক্ষসী হইতে ম্লেচ্ছ জাতির উৎপত্তি ভিন্ন মানুষের মধ্যে অন্য কোন জাতির বানর হইতে উৎপত্তি হয় নাই, ঈশ্বর হইতেই চারি-জাতীয় মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে।

ম্লেচ্ছজাতি ভিন্ন রাক্ষসী ও বানর হইতে যদি সমস্ত মানুষের সৃষ্টি হইত তাহা হইলে বেদে চারি জাতীয় মনুষ্য সৃষ্টির প্রমাণ এবং সৃষ্টিহইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জাতিগত পার্থক্য থাকিতনা।

বানর হইতে যদি সমস্ত মানুষের সৃষ্টি হইত তাহা হইলে জগতে বানর জাতির লোপ হইত। তবে কীর্ত্তিবাস যে সময়ে রাক্ষসী ও বানরের সহ যোগে ম্লেচ্ছজাতির উৎপত্তিরকথা লিখেন সেই সময়ে অন্য সমস্ত জাতীয় মনুষ্যই বিদ্যমান ছিল।

এই অবস্থায় বানর হইতে সমস্ত মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে এমন অসঙ্গত কথা কিছুতেই পোষাইতেছে না।

যদি ঝরা অর্থাৎ নীবার হইতে ক্রমশঃ ধান্যের উৎপত্তি হইত তবে ঝরার বীজ আর কখনই থাকিত না। যদি ঝরা হইতেই ধান্যের উৎপত্তি হইতে পারিত তাহা হইলে সৃষ্টিতে এক জাতীয়

ধান্যই জন্মিত, নানা জাতীয় ধান্যের প্রভেদ কখনই থাকিত না। মৃত্তিকার দোষ গুণে সকল জাতীয় ধান্য একজাতীয় হয় না, হইতে পারেও না, যদি তাহাই হইত তবে নানাজাতীয় ধান্যের বীজ রাখার পদ্ধতিও রহিত হইয়া যাইত। তবে যাহার পূর্ব্বপুরুষ বানর তাহারই ওরূপ কল্পনা হইতে পারে। মনুষ্য এক জাতি কি চারিজাতি সৃষ্ট হইয়াছিল ইহার কোন বিজ্ঞান নাই,এই কথার বিশুদ্ধ প্রমাণ আছে, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সংহিতা রামায়ণ ও মহাভারত ইত্যাদি ধর্ম্ম গ্রন্থ।

জাতিগত পার্থক্য রক্ষা করা হিন্দুর কর্ত্তব্য।

পুত্র যেমন পৈত্রিক সম্পত্তি আপনার বলিয়া গ্রহণ করতঃ যত্ন সহকারে তাহা রক্ষা করিয়া থাকে সেইরূপ পৈত্রিক ধর্ম্ম পৈত্রিক জাতিগত সম্মান আপনার বলিয়া রক্ষা করাই হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য।

মুসলমান ও খৃষ্টান পৈত্রিক ধর্ম্ম জাতিগত সম্মান রক্ষা করিবেন, কেবল তাহা করিবেন না, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু? অন্য সমস্ত জাতির পৈত্রিক ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকিবে, কেবল সেই সুদুর্লভ পরম পদার্থে বিশ্বাস থাকিবে না হিন্দুর?

মনুষ্য এক জাতি এই জ্ঞান এই বিশ্বাসে কোন জাতির কোন মনুষ্য আপনার জাতিগত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া থাকে? তুমি যদি 'মনুষ্য এক জাতি' বলিয়া আপনার ধর্ম্ম ত্যাগকরিয়া মুসলমান কিংবা খৃষ্টানের সঙ্গে মিশিতে চাও তবে তাঁহারা কি তোমার উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া জাতিগত ধর্ম্ম ও ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন? তুমি যদি বল রোজা, নমাজ ও গির্জ্জার উপাসনা কিছু নয়। মনুষ্য এক জাতি তাঁহারা কি এই কথা গ্রাহ্য করিয়া রোজা নমাজ ও গির্জ্জার উপাসনা ত্যাগ করিবেন?

বেদে জাতিভেদ নাই এই কথা কি হিন্দুর উপযুক্ত? যে বেদ হইতে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, যে বেদ জাতিগত পার্থক্য রক্ষা করিতেছেন, সেই বেদে জাতিভেদ নাই, একথা বলিলেই কি কথাটা কিনারা হইল।

বেদ চতুর্ব্বর্ণের সাক্ষ্যদান করিতেছে, কেবল ইহাই নহে। চতুর্ব্বেদ চতুঃশ্রেণী বিভাগে ব্রাহ্মণের প্রভেদ রক্ষা করিতেছে, এতদ্ভিন্ন যজুর্ব্বেদ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও বর্ণ সঙ্করাদি হিন্দুগণের হিন্দুত্ব পোষণ করিতেছে; ইহাই জাতিগত বন্ধন। অর্থাৎ সমস্ত হিন্দুর জাতকর্ম্ম হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত (উপরোক্ত বর্ণ ও শ্রেণীগত ভেদানুসারে) সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। যে হিন্দু তাহা হইতে বর্জ্জিত, তিনিই প্রকৃত অহিন্দু।

জাতিভেদ ঈশ্বরের অভিপ্রেত প্রাকৃতিক নিয়ম কি না বিচার করিয়া দেখা উচিত।

ঈশ্বরের সৃষ্টি রাজ্যে যত কিছু পদার্থ আছে, সমস্তই দেখা আবশ্যক। জাতিভেদ না আছে, জগতে এমন জাতি নাই।

বৃক্ষের মধ্যে জাতিভেদ ফুলের মধ্যে জাতিভেদ ফলের মধ্যে জাতিভেদ লতাদির মধ্যে জাতিভেদ ধান্যের মধ্যে জাতিভেদ, পাখীর মধ্যে জাতিভেদ জল জন্তু ও জলচরের মধ্যে জাতিভেদ, মৎস্যের মধ্যে জাতিভেদ এবং কীটপতঙ্গাদি সমস্তের মধ্যেই জাতিভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। পশুর মধ্যেও জাতি ভেদ—এক জাতীয় বাঘ সৃষ্ট হইলেই হইত, তাহা না হইয়া বাঘের মধ্যে নানাজাতীয় বাঘ হরিণের মধ্যে নানাজাতীয় হরিণ হস্তীর মধ্যে নানাজাতীয় হস্তী ঘোটকের মধ্যে নানাজাতীয় ঘোটক বানরের মধ্যে নানাজাতীয় বানর;

যদি জাতিভেদ ঈশ্বরের অভিপ্রেত প্রাকৃতিক নিয়ম না হইত

তবে নানাজাতীয় সর্প নানাজাতীয় পাখী নানাজাতীয় কীট পতঙ্গ নানাজাতীয় বৃক্ষ নানাজাতীয় লতা নানাজাতীয় ফল নানা-জাতীয় ফুল নানাজাতীয় ব্যাঘ্র নানাজাতীয় হস্তী নানাজাতীয় হরিণ নানাজাতীয় ঘোটক ইত্যাদি জাতিভেদ রূপে সৃষ্টি হইত না।

যদি জাতিভেদ ঈশ্বরের অভিপ্রেত প্রাকৃতিক নিয়ম না হইত তবে উচ্চ জাতীয় বাঘের সঙ্গে নীচজাতীয়া বাঘিনীর উচ্চ জাতীয় হস্তীর সঙ্গে নীচ জাতীয়া হস্তীনীর উচ্চ জাতীয় হরিণের সঙ্গে নীচ জাতীয়া হরিণীর উচ্চ জাতীয় ঘোটকের সঙ্গে নীচ জাতীয়া ঘোটকীর এবং উচ্চ জাতীয় বানরের সঙ্গে নীচ জাতীয়া বানরীর দাম্পত্য সম্বন্ধ থাকিত। যদি মানুষ বলিতে মানুষ জাতি এক হয় তবে পাখী বলিতে সমস্ত পাখী, সর্প জাতি বলিতে সমস্ত সর্প এক জাতি হয় না কেন? যদি মানুষ জাতি এক হয় বৃক্ষ জাতি এক হইল না কেন? যদি মানুষ বলিতে মানুষ জাতি একহইতে পারে তবে পশু জাতি বলিতে সমস্ত পশু একজাতীয় হইল না কেন? হস্তী ঘোড়া বাঘ ভাল্লুক হরিণ ও বরাহাদির জাতিভেদে আহারের ও দাম্পত্য সম্বন্ধের অত প্রভেদ কেন? সৃষ্টির সমস্ত জীবের জাতি ভেদ থাকিবে কেবল থাকিবেনা মানুষের মধ্যে হিন্দুর!!—এমন অসঙ্গত অন্যায় কর্ম্ম ঈশ্বরের অভিপ্রেত প্রাকৃতিক নিয়ম নহে।

পশুর মধ্যে কেবল গাধাই একজাতি গাধার কোন জাতিভেদ নাই গাধায় জাতিভেদ মানে না এজন্যই অবোধ ঘোটকের সহিত সংসর্গ করিয়া "খচ্চর" নামে স্বতন্ত্র পশুর সৃষ্টি করিয়া লয় সে না গাধা! না ঘোটক!!! যদি জাতিভেদ ঈশ্বরের অভিপ্রেত প্রাকৃতিক নিয়ম না হইত তবে গাধাও ঘোটকের সংসর্গে খচ্চর না জন্মিয়া গাধা কিংবা ঘোটকই জন্মিত। গাধা ও ঘোটকের সংসর্গের মত আর কোন পশু পক্ষীর জাতিভেদের বিপর্য্যয় সংসর্গ

করিতে দেখা যায় না ঘোটক এবং গাধার মধ্যে সমস্ত গুলিই যে ঐরূপ, তাহাও নহে; কদাচিৎ কোন গাধা কিংবা ঘোটক, জাতিভেদ না মানিয়া ঐ রূপ সংসর্গ করিয়া থাকে।

মানুষ বলিতেই যদি সমস্ত মানুষ এক জাতীয় হইত, তাহা হইলে বেদ তন্ত্র স্মৃতি পুরাণ উপপুরাণ মহাভারত ও রামায়ণে জাতিভেদ ও জাতিভেদানুসারে মন্ত্র তন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবস্থাদিও থাকিত না এবং সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-যুগ হইতে পুরুষানুক্রমে জাতিভেদানুসারে ক্রিয়া-কর্ম্ম-সন্ধ্যা-পূজাদিও ব্যবহারে প্রচলিত থাকিত না। যেমন পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি সৃষ্টির সমস্তেরই জাতিভেদ আছে, সেইরূপ মানুষের মধ্যেও জাতিভেদ থাকিবে। জাতিভেদ ঈশ্বরের অভিপ্রেত প্রাকৃতিক নিয়ম; এ নিয়ম সমস্ত জীবেই, সৃষ্টি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানিয়া চলিতেছে। তবে পশুর মধ্যে কোন কোন গাধা ও কোন কোন নির্ব্বোধ ঘোড়া মত্তভাবশতঃ যেমন তাহা মানেনা, তেমনি খচ্চর জন্মাইয়া থাকে; —ইহা কেবল তাহাদের ব্যভিচারের কলঙ্ক—ঈশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল, কিন্তু তাহারা পশু। মানুষ যদি ঐশ্বরিক নিয়ম উচ্ছিন্ন করে, তবে তাহাকে অবশ্যই ঈশ্বরদ্রোহী বলিয়া, গুরুতর অপরাধে ও ঘোরতর পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। তবে যিনি ঈশ্বরের স্বরূপ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না; কেননা, তাঁহার জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, ভয়, আহার, নিদ্রা, লোভ-মোহাদি সমস্তই বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। যাহারা ঐ ক্ষমতা আয়ত্ত না করিয়া পূর্ব্বেই লোভের কুহকে জাতি খোয়াইয়া বসিবেন, তাহাদের জাতি খোয়ানই সার হইবে।

সম্পূর্ণ।